আন্তঃ মন্ত্রণালয়

# মূল্যায়ন প্রতিবেদন

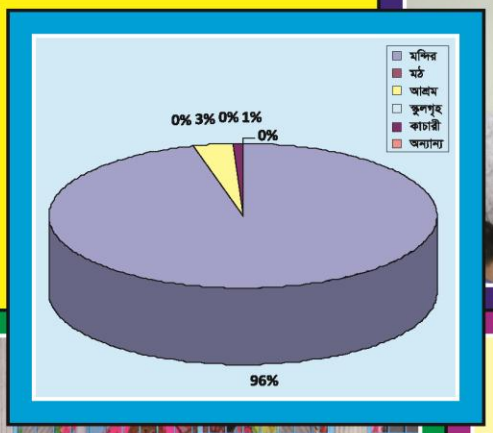

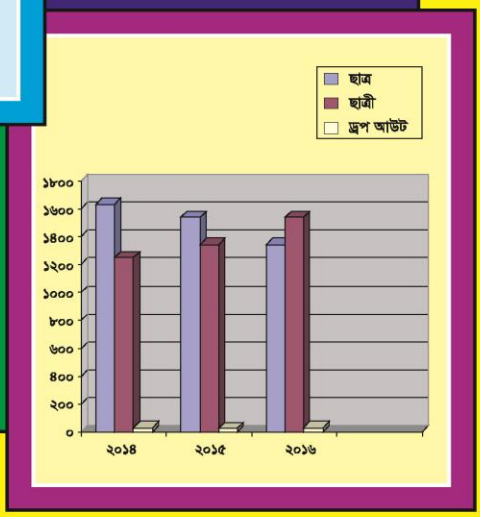


## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম - ৪র্থ পর্যায়

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট,ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় সম্মেলন-২০১৭

জাতীয় সম্মেলন-২০১৭

জাতীয় সম্মেলন-২০১৭

জাতীয় কর্মশালা-২০১৭

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬

জাতীয় সম্মেলন-২০১৭ তে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

জাতীয় সম্মেলন-২০১৭ তে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

জাতীয় কর্মশালা-২০১৭ তে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ

নেত্রকোনা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

নওগাঁ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬ তে অংশগ্রহণকারীগণ

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড সভা

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬ এর কর্ম অধিবেশন

নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনারগণের অবহিতকরণ কোর্স

# মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম - ৪র্থ পর্যায়

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট,ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই,পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

জাতীয় কর্মশালা-২০১২

বিভাগীয় কর্মশালা-২০১২ (সিলেট)

বিভাগীয় কর্মশালা-২০১২ (বরিশাল)

বিভাগীয় কর্মশালা-২০১২ (রাজশারী ও রংপুর)

প্রকল্পের সহকারী পরিচালকগণ

প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ

সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষক সমন্বয় সভা

প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটরগণ

আন্তঃ মন্ত্রণালয়

# মূল্যায়ন প্রতিবেদন

: প্রকাশনায় :

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ জুন-২০১৭

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

# মুখবন্ধ

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায়ের বাস্তবায়ন সমাপ্তির পথে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রকল্পের প্রধান কাজ। প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায়ের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ইসিসিডি (শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ) প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো-২০০৮, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ এর আলোকে প্রনীত হয়েছে। ফলে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে স্নেহ, মায়া-মমতার মাঝে খেলাধূলা, ছড়া, গল্প, নাচ, গান, ক্রীড়া, শরীরচর্চা, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদির মাধ্যমে শিখতে পারছে। দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠির মাঝে প্রকল্পের চাহিদা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪র্থ পর্যায়ের প্রকল্পটি বিগত ৩ বছরে তার প্রধান লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে তা যাঁচাই ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাস থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি কাজ করেছে। কমিটির সদস্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মূল্যায়নের জন্য দেশের সকল অঞ্চল থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রগতির চিত্র ফুটে উঠেছে। দেশের তৃণমুল পর্যায়ে এ প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়েছে বিধায়, ভবিষ্যতে এ প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের ৫ম পর্যায় গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে।

প্রকল্পটি হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করছে বিধায় এর আবেদন হিন্দু সম্প্রদায়কে করছে অনুপ্রাণিত। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ের ন্যায় প্রকল্পটির অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**(মোঃ আব্দুল জলিল)**
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
আন্তঃ মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি
**মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়**

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৫৭৫০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। বিগত ০৬ বছরে বর্তমান সরকারের আমলে প্রকল্পের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। ফলে সুফলভোগী হিন্দু জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রকল্পের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪র্থ পর্যায়ের প্রকল্পের মেয়াদ জুন-২০১৭ মাসে শেষ হবে। প্রকল্পটি তার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে, তা যাঁচাই ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি মূল্যায়িত হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মূল্যায়নের পদ্ধতি, কৌশল, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উপায় প্রভৃতি কাজে দিক নির্দেশনা দিয়ে মূল্যায়ন কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ২৪ টি জেলায় ৫৩টি উপজেলায় ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ণের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ সহ মতামত পেশ করেন, যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। সে কারনে মূল্যায়ন কমিটির সম্মনিত সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কমিটির সদস্যগণের মূল্যবান সুপারিশ ভবিষ্যতে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নসহ মূল্যায়নে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন যা' মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের পাশাপাশি প্রকল্পের উপ-পরিচালক (পরিঃ ও বাস্তঃ) জনাব কাকলী রাণী মজুমদার, সহকারী পরিচালক জনাব নিত্যজিত মহাজন ও কম্পিউটার অপারেটর জনাব ছাইদুল ইসলাম ও সুবল চন্দ্র মন্ডল নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাদের প্রতিও রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মনিত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব (সরকারের যুগ্ম-সচিব) জনাব রঞ্জিত কুমার দাস সহ স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক আগামী দিনেও সকলের সহযোগিতায় সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা রক্ষার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

**(স্বপন কুমার বড়াল)**
(অতিরিক্ত-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য সচিব
আন্তঃ মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি
**মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়**
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ক. | মুখবন্ধ | iii |
| খ. | কৃতজ্ঞতা স্বীকার | iv |
| গ. | সূচিপত্র | v |
| ঘ. | Abbreviation & Acronym | x |
| ঙ. | নির্বাহী সার সংক্ষেপ | xi |
| **অধ্যায়-১** | **প্রকল্পের পটভূমি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ** | ১ |
| ১.১ | পটভূমি | ১ |
| ১.২ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ২ |
| ১.৩ | প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য ও অগ্রগতি | ২ |
| ১.৪ | শিক্ষা কার্যক্রম | ২ |
| ১.৪.১ | পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা উপকরণ | ৬ |
| ১.৪.২ | শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরণ | ৬ |
| ১.৪.৩ | কেন্দ্র শিক্ষকের প্রশিক্ষণ | ৭ |
| ১.৪.৪ | মূল্যায়ন | ৭ |
| ১.৪.৫ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি | ৭ |
| **অধ্যায়-২** | **প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্ম পদ্ধতি** | ৮ |
| ২.১ | প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো | ৮ |
| ২.১.১ | প্রধান কার্যালয়ের জনবল | ৮ |
| ২.১.২ | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের জনবল | ৯ |
| ২.১.৩ | প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো | ৯ |
| ২.১.৪ | প্রকল্পের জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ | ১০ |
| ২.৩ | নীতি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান | ১১ |
| ২.৪ | প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা | ১১ |
| ২.৫ | প্রকল্প বাস্তবায়ন | ১২ |
| ২.৬ | প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা | ১২ |
| ২.৭ | অফিস ব্যবস্থাপনা | ১২ |
| ২.৮ | ওয়েবসাইট ও ইমেইলে তথ্য প্রেরণ/গ্রহণ | ১৩ |
| **অধ্যায়-৩** | **প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও অর্জন** | ১৬ |
| ৩.১ | বাস্তবায়ন কৌশল | ১৬ |
| ৩.২ | প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা | ১৮ |
| ৩.৩ | সুপারভিশন ও মনিটরিং | ১৮ |
| ৩.৪ | জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ব্যক্তিবর্গ কতৃর্ক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য | ১৯ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৩.৫ | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন | ২২ |
| ৩.৬ | প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার তথ্যাবলী | ২৩ |
| ৩.৭ | প্রকল্পের সহকারী পরিচালক এবং কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের তথ্যাবলী | ২৩ |
| ৩.৮ | প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী | ২৪ |
| ৩.৯ | প্রকল্পের জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমন্বয় সভার তথ্যাবলী | ২৪ |
| ৩.১০ | প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয় সভার তথ্যাবলী | ২৫ |
| ৩.১১ | প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী | ২৫ |
| **অধ্যায়-৪** | **মূল্যায়ন পদ্ধতি** | ২৬ |
| ৪.১ | মূল্যায়ন কার্যক্রমের পটভূমি | ২৬ |
| ৪.২ | মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ | ২৬ |
| ৪.৩ | মূল্যায়ন কমিটি গঠন | ২৭ |
| ৪.৩.১ | মূল্যায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যগণের তালিকা | ২৭ |
| ৪.৩.২ | মূল্যায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটির সদস্যগণের তালিকা | ২৭ |
| ৪.৪ | কার্যপরিধি | ২৭ |
| ৪.৫ | মূল্যায়ন পদ্ধতি | ২৮ |
| ৪.৬ | ধারণাগত পরিকাঠামো | ২৮ |
| ৪.৭ | সাধারণ কর্ম পদ্ধতি | ২৯ |
| ৪.৮ | পূর্ববর্তী বিভিন্ন মূল্যায়ন কাজের নিরীক্ষণ | ২৯ |
| ৪.৯ | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা | ২৯ |
| ৪.১০ | প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা | ২৯ |
| ৪.১১ | তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ | ৩০ |
| ৪.১২ | মূল্যায়ন কৌশল | ৩০ |
| ৪.১৩ | নমুনায়ন কৌশল | ৩০ |
| ৪.১৪ | জেলা, কেন্দ্র ও শিক্ষার্থী নির্বাচন | ৩০ |
| ৪.১৫ | মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত ও পরিদর্শনকৃত জেলা ও উপজেলার তথ্য | ৩০ |
| ৪.১৬ | প্রশ্নশৈলী তৈরি | ৩২ |
| ৪.১৭ | উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণসমূহ | ৩২ |
| ৪.১৮ | শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন | ৩২ |
| ৪.১৯ | শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ | ৩২ |
| ৪.২০ | সুপারভাইজার ও সহকারী পরিচালকগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার | ৩২ |
| ৪.২১ | প্রকল্পের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয় হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরিদর্শকের মতামত | ৩২ |
| ৪.২২ | প্রকল্প অফিস থেকে তথ্যসংগ্রহ | ৩২ |
| ৪.২৩ | উপকরণ চূড়ান্তকরণ | ৩২ |
| ৪.২৪ | মাঠ পর্যায়ে জরিপ | ৩৩ |
| ৪.২৪.১ | নিয়োগের জন্য বাছাই ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা এবং প্রশিক্ষণ | ৩৩ |
| ৪.২৪.২ | মাঠ পর্যায়ের কাজ | ৩৩ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৪.২৪.৩ | প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ | ৩৩ |
| ৪.২৪.৪ | মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতাসমূহ | ৩৩ |
| **অধ্যায়- ৫** | **প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ** | ৩৪ |
| ৫.১ | প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের জরীপে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ | ৩৪ |
| ৫.১.১ | শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থান | ৩৪ |
| ৫.১.২ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি এবং শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন | ৩৫ |
| ৫.১.৩ | শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার | ৩৫ |
| ৫.১.৪ | শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণ প্রাপ্তির সময় | ৩৬ |
| ৫.১.৫ | শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়ন | ৩৬ |
| ৫.১.৬ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান | ৩৬ |
| ৫.১.৭ | শিক্ষাকেন্দ্রের অর্জিত শিক্ষার মান ও গ্রেডিং মান | ৩৭ |
| ৫.১.৮ | কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য | ৩৭ |
| ৫.১.৯ | কেন্দ্র পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য | ৩৭ |
| ৫.১.১০ | জরিপে নমুনায়নকৃত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী এবং ড্রপ-আউট সংক্রান্ত তথ্য | ৩৮ |
| ৫.১.১১ | জরিপে নমুনায়নকৃত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য | ৩৯ |
| ৫.১.১২ | শিক্ষার্থী উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য | ৩৯ |
| ৫.১.১৩ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি, কোর্স সম্পন্নকারী এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য | ৩৯ |
| ৫.১.১৪ | প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া সংক্রান্ত তথ্য | ৪০ |
| ৫.১.১৫ | শিক্ষক সহায়িকা মোতাবেক পাঠদান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্য | ৪১ |
| ৫.১.১৬ | প্রকল্পের শিক্ষক শিক্ষিকা সংক্রান্ত তথ্য | ৪১ |
| ৫.১.১৭ | শিক্ষকদের ক্যাটাগরি | ৪২ |
| ৫.১.১৮ | শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৪২ |
| ৫.১.১৯ | শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য | ৪২ |
| ৫.১.২০ | শিক্ষকদের বাসস্থান, সম্মানীভাতা প্রাপ্তি, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় উপস্থিতি ও কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ | ৪৩ |
| ৫.১.২১ | প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত | ৪৩ |
| ৫.১.২২ | মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণের মতামত | ৪৪ |
| ৫.২ | প্রকল্প সংক্রান্ত সেকেন্ডারি তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ | ৪৫ |
| ৫.২.১ | শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য | ৪৫ |
| ৫.২.২ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পাঠ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ড্রপ-আউট সংক্রান্ত তথ্য | ৪৫ |
| ৫.২.৩ | বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য | ৪৬ |
| ৫.২.৪ | প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে মে ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিবরণ | ৪৬ |
| **অধ্যায়- ৬** | **ফলাফল** | ৪৭ |
| সংযোজনী-১ | প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র | ৪৯ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-৭** | **পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা** | ৫৭ |
| ৭.১ | পর্যালোচনা | ৫৭ |
| ৭.২ | প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য সুপারিশমালা | ৫৮ |
| সংযোজনী-২ | উপ-কমিটির সদস্যগণের তালিকা ও স্বাক্ষর | ৬০ |
| সংযোজনী-৩ | আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের তালিকা ও স্বাক্ষর | ৬১ |
| সংযোজনী-৪ | মূল্যায়ন কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী | ৬২ |
| সংযোজনী-৫ | মূল্যায়ন উপ-কমিটির দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী | ৬৪ |
| সংযোজনী-৬ | মূল্যায়ন উপ-কমিটির তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী | ৬৬ |
| সংযোজনী-৭ | মূল্যায়ন কমিটির চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী | ৬৮ |
| সংযোজনী-৮ | মূল্যায়ন কমিটির পঞ্চম সভার কার্যবিবরণী | ৬৯ |
| সংযোজনী-৯ | মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নপত্র (প্রাক-প্রাথমিক) | ৭১ |
| সংযোজনী-১০ | মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নপত্র (বয়স্ক) | ৭৫ |
| সংযোজনী-১১ | প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতির রিপোর্ট | ৭৯ |
| সংযোজনী-১২ | প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র | ৮৫ |
| সংযোজনী-১৩ | সংবাদ মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম | ৮৯ |


## টেবিলসমূহ


| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-১** | | |
| টেবিল-১.১ | প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য ও অগ্রগতি | ২ |
| টেবিল-১.২ | প্রকল্পের শিক্ষাস্তরভেদে পাঠ্যবই ও শিক্ষাপোকরণ | ৬ |
| টেবিল-১.৩ | প্রকল্পের বিভিন্ন বিভাগের নির্বাচিত শিক্ষকগণের বিশেষ প্রশিক্ষণ | ৭ |
| **অধ্যায়-২** | | |
| টেবিল-২.১ | প্রধান কার্যালয়ের জনবল | ৮ |
| টেবিল-২.২ | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের জনবল | ৯ |
| টেবিল-২.৩ | প্রকল্পের আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়সমূহ | ১০ |
| টেবিল-২.৪ | প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদন | ১২ |
| টেবিল-২.৫ | প্রকল্পের বিভিন্ন জেলার ঠিকানা ও ই-মেইল ঠিকানা | ১৩ |
| **অধ্যায়-৩** | | |
| টেবিল-৩.১ | প্রকল্প দলিলে গঠিত বিভিন্ন কমিটি | ১৬ |
| টেবিল-৩.২ | প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটি ও কারিকুলাম কমিটির সভার তথ্যাবলী | ১৬ |
| টেবিল-৩.৩ | প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জেলা মনিটরিং সভার জেলাভিত্তিক তথ্য | ১৬ |
| টেবিল-৩.৪ | প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকার নীতিমালা | ১৮ |
| টেবিল-৩.৫ | জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রকল্পের বিভিন্ন জেলার শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের তথ্য | ১৯ |
| টেবিল-৩.৬ | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন | ২২ |
| টেবিল-৩.৭ | প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার তথ্যাবলী | ২৩ |
| টেবিল-৩.৮ | প্রকল্পের সহকারী পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী | ২৩ |
| টেবিল-৩.৯ | প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর ও মাস্টার ট্রেইনার/ফিল্ড সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী | ২৪ |
| টেবিল-৩.১০ | জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমন্বয় সভার তথ্যাবলী | ২৪ |
| টেবিল-৩.১১ | প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয় সভার তথ্যাবলী | ২৫ |
| টেবিল-৩.১২ | প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী | ২৫ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-৪** | | |
| টেবিল-৪.১ | প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যগণের তালিকা | ২৭ |
| টেবিল-৪.২ | মূল্যায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটির সদস্যগণের তালিকা | ২৭ |
| টেবিল-৪.৩ | ধারণাগত পরিকাঠামা, প্রকল্পের কার্যক্রম, অর্জন, ফলাফল ও প্রভাব | ২৮ |
| টেবিল-৪.৪ | মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের নির্বাচিত ও পরিদর্শনকৃত জেলা ও উপজেলাসমূহের তথ্য | ৩০ |
| **অধ্যায়-৫** | | |
| টেবিল-৫.১ | শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌত অবস্থান | ৩৪ |
| টেবিল-৫.২ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি এবং শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন | ৩৫ |
| টেবিল-৫.৩ | শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার | ৩৫ |
| টেবিল-৫.৪ | শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাপোকরণ প্রাপ্তির সময় | ৩৬ |
| টেবিল-৫.৫ | প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়ন | ৩৬ |
| টেবিল-৫.৬ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান | ৩৬ |
| টেবিল-৫.৭ | শিক্ষাকেন্দ্রের অর্জিত শিক্ষার মান ও গ্রেডিং মান | ৩৭ |
| টেবিল-৫.৮ | কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা | ৩৭ |
| টেবিল-৫.৯ | প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন | ৩৭ |
| টেবিল-৫.১০ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং ড্রপ-আউট | ৩৮ |
| টেবিল-৫.১১ | বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি | ৩৯ |
| টেবিল-৫.১২ | ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি | ৩৯ |
| টেবিল-৫.১৩ | ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি, কোর্স সম্পন্নকারী এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি | ৪০ |
| টেবিল-৫.১৪ | প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার কারণ | ৪০ |
| টেবিল-৫.১৫ | শিক্ষক সহায়িকা মোতাবেক পাঠদান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে সনদপত্র প্রদান | ৪১ |
| টেবিল-৫.১৬ | প্রকল্পের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা | ৪১ |
| টেবিল-৫.১৭ | শিক্ষকদের ক্যাটাগরি | ৪২ |
| টেবিল-৫.১৮ | প্রকল্পের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৪২ |
| টেবিল-৫.১৯ | প্রকল্পের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ | ৪৩ |
| টেবিল-৫.২০ | শিক্ষকদের বাসস্থান, সম্মানীভাতা প্রাপ্তি, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় উপস্থিতি ও কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ এবং সমস্যা | ৪৩ |
| টেবিল-৫.২১ | প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের অংশগ্রহন | ৪৩ |
| টেবিল-৫.২২ | প্রকল্প সম্পর্কে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণের মতামত | ৪৪ |
| টেবিল-৫.২৩ | বছরভিত্তিক প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার্থী | ৪৫ |
| টেবিল-৫.২৪ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত, পাঠ সমাপ্তকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী | ৪৫ |
| টেবিল-৫.২৫ | প্রকল্পের আওতায় শিক্ষায় সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ৪৬ |
| টেবিল-৫.২৬ | প্রকল্পের সামগ্রিক অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ | ৪৬ |


## চিত্রসমূহ


| | | |
|---|---|---|
| চিত্র- ৫.১ | শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌত অবস্থান | ৩৪ |
| চিত্র- ৫.২ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্মনিবন্ধন | ৩৫ |
| চিত্র- ৫.৩ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং ড্রপ-আউট | ৩৮ |
| চিত্র- ৫.৪ | বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি | ৩৯ |
| চিত্র- ৫.৫ | বছরভিত্তিক ভর্তিকৃত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থী | ৩৯ |
| চিত্র- ৫.৬ | ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত, কোর্স সম্পন্নকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী | ৪০ |
| চিত্র- ৫.৭ | ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি | ৪০ |
| চিত্র- ৫.৮ | প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার কারণ | ৪১ |
| চিত্র- ৫. ৯ | প্রকল্পের শিক্ষক-শিক্ষিকা | ৪১ |
| চিত্র- ৫.১০ | প্রকল্পের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৪২ |
| চিত্র- ৫.১১ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত, পাঠ সমাপ্তকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী | ৪৫ |

# Abbreviation & Acronym

| | | |
|---|---|---|
| AD | - | Assistant Director |
| ADP | - | Annual Development Program |
| CMC | - | Centre Monitoring Committee |
| CO | - | Computer Operator |
| DA | - | Daily Allowance |
| DD | - | Deputy Director |
| DMC | - | District Monitoring Committee |
| ECCD | - | Early Childhood Care and Development |
| FS | - | Field Supervisor |
| GER | - | Gross Enrolment Ratio |
| IEC | - | Inter Ministerial Evaluation Committee |
| IMED | - | Implementation Monitoring & Evaluation Division |
| MORA | - | Ministry of Religious Affairs |
| MDG | - | Millenium Development Goal |
| NCTB | - | National Curriculum and Text Book Board |
| NER | - | Net Enrolment Ratio |
| NGO | - | Non- Government Organization |
| PC | - | Planning Commission |
| PCP | - | Project Concept Paper |
| PD | - | Project Director |
| PIC | - | Project Implementation Committee |
| PIU | - | Project Implementation Unit |
| PP | - | Project Proforma |
| PSC | - | Project Steering Committee |
| SC | - | Supervisory Committee |
| TA | - | Traveling Allowance |
| TOR | - | Terms of Reference |
| UMC | - | Upazilla Monitoring Committee |
| SDG | - | Sustainble Development Goal. |

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ঝড়ে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারের 'Vision ২০২১' অর্জন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০১৭ মাসে শেষ হবে।

শিক্ষা সম্পর্কিত এ প্রকল্পটির মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা যাঁচাই করা, প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার গুণগত ও পরিমানগত মান নিরূপন এবং সমাজে এ প্রকল্প কোন সুফল বয়ে আনছে কিনা তা যাঁচাই করা।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাসে শুরু হয়। ডিপিপি নির্ধারিত আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটির ৮ জন সদস্য মোট ৫৩টি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্য থেকে ২৪টি কার্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫৩টি উপজেলার ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ২৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (প্রত্যেকটি জেলা থেকে ৪টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ১টি বয়স্ক কেন্দ্র) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বে প্রণীত প্রশ্নশৈলী ব্যবহার করে নির্বাচিত শিক্ষাকেন্দ্র, জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাসিক গড় উপস্থিতি প্রাক-প্রাথমিক স্তরে খুবই ভালো যা দৈনিক ২৭ জন (৯০%) এবং বয়স্ক স্তরেও তা সন্তোষজনক, দৈনিক গড় উপস্থিতি ২০ জন (৮৩%)। বিশ্লেষণকালে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক নয় এমন কোন কেন্দ্র পাওয়া যায়নি।

নমুনা হিসেবে গৃহীত ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ২০১৭ সালে ভর্তিকৃত ২৮৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৩৮৯ জন শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন সনদ রয়েছে অর্থাৎ মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮৩ জনের জন্ম সনদ রয়েছে।

প্রকল্পের মূল্যায়নাধীন ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক ও ২৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার সংক্রান্ত সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২০টি (১০০%) শিক্ষাকেন্দ্রেই প্রকল্প নির্ধারিত শিক্ষা উপকরণ তথা- বই, ক্যালেন্ডার, অনুশীলন খাতা, পেন্সিল, ব্লাক বোর্ড, রং পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার, কাঁচি, মাদুর, চক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু, ৬৭টি (৭০%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে এবং ১২টি (৫০%) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে নির্ধারিত উপকরণ ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়। শতভাগ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেই পেন্সিল ও অনুশীলন খাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপকরণ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা সকলেই জানুয়ারি/১৭ মাসে শিক্ষাপোকরণ পেয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক সকল শিক্ষাস্তরেই শতভাগ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু, প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে জানা যায় যে, শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মধ্যে ৬৪ টি (৬৬.৬৭%) কেন্দ্রে সাপ্তাহিক, ৮২টি (৮৫.৪২%) কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক, ৬৩টি (৬৫.৬৩%) কেন্দ্রে ষান্মাষিক এবং ৯৬টি (১০০%) কেন্দ্রে বার্ষিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হয়।

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে ৮০% শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীর মৌখিক মান খুবই ভালো এবং ৬৫.৩০% শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীর লিখিত মান খুবই ভালো। বয়স্ক কেন্দ্রে ৫৫.২৫% কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর মৌখিক মান খুবই ভালো এবং ২৫% শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীর লিখিত মান ভালো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণকালে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষারমান সন্তোষজনক নয় এমন কোন কেন্দ্র পাওয়া যায়নি।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিতকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ছড়া, গান, গল্প, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, দৈনিক সমাবেশ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের জরিপে ৯৬ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ৯৬টি (১০০%) কেন্দ্রেই পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত ছড়া, গান ও গল্প বিষয়টি শেখানো হয়। এ সকল কার্যক্রম শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ফলে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থী উপস্থিতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

মূল্যায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে ১ বছরে কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা হয়েছে যথাক্রমে ৮১২টি এবং ১৭৭ টি। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক উভয় ক্ষেত্রে প্রতি কেন্দ্রে মনিটরিং কমিটির বার্ষিক গড় সভার সংখ্যা ৪ টি।

নমুনায়নকৃত ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র ৩ বছরে পরিদর্শন হয়েছে ৪০৫৯ বার অর্থাৎ কেন্দ্র প্রতি বাষিক গড় পরিদর্শন ১৪.০৯ বার। অপরদিকে ২৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৩ বছরে পরিদর্শন হয়েছে ৭১১ বার। এক্ষেত্রে কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক গড় পরিদর্শন ৯.৮৮ বার।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর গড়ে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত যথাক্রমে ৫৭:৪৩, ৫৩:৪৭ এবং ৪৭:৫৩। প্রতি শিক্ষাবর্ষে গড় ড্রপ আউটের পরিমান মাত্র ১.০৪%। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৬ গুণ অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীর অনুপাত ১৪:৮৬। এতদভিন্ন মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান।

২০১৬ সালে মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী ২৮৮০ জন এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৫০ জন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করেছে। অপরদিকে, কোর্স সম্পন্নকারী ২৮৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ২৭৩০ জন। এক্ষেত্রে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৬% ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের নতুন প্রণীত কারিকুলামে পাঠ্যবই বহির্ভুত বিষয় যেমন দৈনিক সমাবেশ, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, ছড়া, গান, গল্প, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারুকাজ এবং চিত্রাংকন প্রভৃতি শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, শিক্ষক সহায়িকায় বাৎসরিক ও দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংগৃহীত শিক্ষকগণের শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদানের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শতভাগ শিক্ষকই শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান করে থাকেন।

মূল্যায়নে নমুনা হিসেবে গৃহীত ১২০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের ক্যাটাগরিতে বেশী সংখ্যক ১০৭ জন (৮৯.১৬%) শিক্ষক এসেছে অন্যান্য ক্যাটাগরি থেকে। পুরোহিত ক্যাটাগরি থেকে ৫ জন (৪.১৭%) এবং সেবাইত ক্যাটাগরি থেকে ৮জন (৬.৬৭%) শিক্ষক রয়েছেন। আবার ১২০ জন কেন্দ্র শিক্ষকের মধ্যে মহিলা শিক্ষক ১০১ জন (৮৪.১৭%) এবং পুরুষ শিক্ষক ১৯ জন (১৫.৮৩%)। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সংগৃহীত ১২০টি কেন্দ্রের শিক্ষকদের মধ্যে ১৭ জন (১৪.১৭%) স্নাতক ডিগ্রীধারী, ৪৮ জন (৪০%) এইচএসসি পাশ, ৫৩ জন (৪৪.১৬%) এসএসসি পাশ এবং ২ জন (১.৬৭%) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকদের মধ্যে ১০০% বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ১০০% শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ এবং ২৯% শিক্ষক অন্যান্য (বিশেষ) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন মর্মে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে জানা যায়। তাছাড়া সকল শিক্ষক যথাসময়ে সম্মানীভাতা পেয়ে থাকেন মর্মে বিশ্লেষণে প্রকাশ পায়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় সকল মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা (১০০%) স্বীকার করেছেন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের শতভাগ (১০০%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে দৈনিক সমাবেশ আয়োজন, শতভাগ (১০০%) শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শতভাগ (১০০%) শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠদান বই ব্যবহার, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষার্থী পুরস্কারের ব্যবস্থা, কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় আনন্দ দান প্রভৃতি কারণে এ কার্যক্রম এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এ প্রকল্পটি ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্পটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভুত ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন আছে মর্মে ৯৫% উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মূল্যায়নের মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিভিন্ন স্তর থেকে কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত অনুসারে এ প্রকল্প প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশু/সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দান, শিশু ও কিশোরদের নৈতিকতার উন্নয়ন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (এস.ডি.জি), সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন এবং ''সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ প্রকল্প পরিপূরক ভূমিকা রাখছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রকল্প যাতে আরো অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটির বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা এবং জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক কিছু দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ পাওয়া গেছে। পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

# অধ্যায় - ১

## প্রকল্পের পটভূমি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

**১.১ পটভূমি ঃ**

ক) ইংরেজী ভাষায় Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলোঃ শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা। Educate মানেঃ to bring up and instruct, to teach, to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো। Education শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভবনার পথ নির্দেশক। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। সক্রেটিসের ভাষায়- শিক্ষা হ'ল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ। এরিস্টটল মনে করেন সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।

খ) শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। অশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতির উন্নতি কল্পনাও করা যায়না। একটি জাতিকে উন্নতির ক্রমবর্ধমান পথে ধাবিত হতে গেলে ও চূড়ায় পৌছাতে হলে শিক্ষা ছাড়া অন্য গত্যন্তর নেই। তবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাথমিক শিক্ষা। একটা ভালো বীজ থেকেই সম্ভব একটা গাছ মহীরূহ হয়ে ওঠা, তেমনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জাতির ভবিষ্যত গঠন ও উন্নয়ের জন্য অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শিক্ষাব্যবস্থার বীজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাকে মৌলিক জীবনধারণের উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৭ (ক), (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাসহ নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। আর এ জন্যই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার পরপরই প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তিসহ নানা উৎসাহমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

গ) মানুষ যে সকল ভাল গুণ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায় তার যথাযথ বিকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার মানবিক গুনাবলীর বিকাশ ও পরিশীলন করার সুযোগ পায়। ফলে মানুষের ভিতরের নান্দনিক বৃত্তির, রুচিশীল শিল্পকলার বিচার বিবেচনা করার শক্তির, অন্তর্দৃস্টির ও বহির্দৃস্টির এবং সুকুমার মননশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজ সংসারে অধিক মানুষের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশ সংবিধানের রাস্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ভিত্তিতে শিক্ষার এ গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে ''সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।"সবার জন্য শিক্ষা" সংক্রান্ত অঙ্গীকার (১৯৯০ ও ২০০০) ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ক্ষেত্রে নীতি ও পরিচালন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব অঙ্গীকার জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯), নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (১৯৭৯) এর সাথে সম্পর্কিত। এসব দলিলে শিশুদের অধিকারসমূহ এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়-দায়িত্ব উভয় বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ওপরে বর্ণিত সকল দলিলেই স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। এসব আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে সরকার প্রণীত নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আর তাই সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও Non formal education কে জোরদার করার লক্ষ্যেই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক' প্রকল্প গ্রহন করেছে।

ঘ) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় চর্চা মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চিন্তা আমাদের অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা, মানবিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পটি সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাছাড়া, সরকারের 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম' এবং 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমকে সফল ও প্রাণবন্তকরণেও প্রকল্পটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে ।

**১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণ;

খ) বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি,ঝরে পড়া রোধ করা ;

গ) প্রকল্পের আওতায় ৫৫০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-শৈশব এবং প্রাক-স্কুল শিক্ষা কর্মসূচি (Early Childood and Pre-School Education (ECDP) Program) গরীব পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া;

ঘ) প্রকল্পের মাধ্যমে মন্দির অঙ্গনকে ব্যবহার করে ২৫০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮,৭৫০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান;

ঙ) প্রকল্পের ধর্মীয়, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শৃঙ্খলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা যা ''সন্ত্রাসবাদের (Terrorism) বিরুদ্ধে অনুঘটক (Catalist) হিসেবে কাজ করবে;

চ) প্রকল্পের আওতায় মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালনা করা এবং এর মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে ''নারীর ক্ষমতায়ণ (Women empowerment) নিশ্চিতকরণ;

ছ) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৫৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ২৭৩ জন বেকার যুবক-যুবতীকে পূর্ণ এবং ৫৮৫৬ জনকে খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থাকরণ, যা সরকারের ''৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" এবং ভিশন ০২১ (Vision 2021) এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত;

জ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন।

**১.৩ প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য ঃ**

প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য ও অগ্রগতি নিম্নরুপ ঃ টেবিল-১.১

| | |
|---|---|
| প্রকল্পের নাম | মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৪র্থ পর্যায় |
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |
| প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ | ০১ জুলাই ২০১৪ (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ) |
| প্রকল্পের শুরু | জুলাই ২০১৪ |
| বাস্তবায়নকাল | জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ |
| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | ৯৯৬১.০৩ লক্ষ টাকা |
| ব্যাপ্তি | ৬৪ টি জেলা |
| বাস্তবায়ন এলাকা | ৬৪ জেলার ৪৯০ টি উপজেলা (সমগ্র বাংলাদেশ) |
| মোট শিক্ষা কেন্দ্র | ৫৭৫০টি |
| ক) প্রাক-প্রাথমিক | ৫৫০০ টি |
| খ) বয়স্ক | ২৫০ টি |
| মোট শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা | ৫১৩৭৫০ জন |
| ক) প্রাক-প্রাথমিক | ৪৯৫০০০ জন |
| খ) বয়স্ক | ১৮৭৫০ জন |

**১.৪ শিক্ষা কার্যক্রম ঃ**

শিক্ষাক্রম (Curriculum) শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। সাধারণ অর্থে বলা চলে "শিক্ষাক্রম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত শিখন অভিজ্ঞতা, পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং শিক্ষাদান কার্যাবলীর সমন্বিত রূপরেখা-যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রয়েছে যা ইসিসিডি, (শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ) প্রেক্ষাপটে 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো-২০০৮', 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' জাতীয় শিশুনীতি-২০১১, 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩' এর আলোকে প্রণীত। প্রকল্পের ২য় পর্যায় পর্যন্ত শিশু শিক্ষার্থীদের (প্রাক-প্রাথমিক) জন্য ৩ টি (আমার প্রথম পড়া, আমরা শিখি গণিত ও সনাতন ধর্ম শিক্ষা) এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য ০৪ টি (আমাদের পড়ালেখা, আসুন হিসাব শিখি, আমরা পড়ি আমরা শিখি ও সনাতন ধর্ম শিক্ষা) পাঠ্য বই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমে আমুল পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের সঙ্গে প্রকল্পের পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

**বর্তমানে প্রকল্পের শিশু শিক্ষার্থীদের নিম্ন বর্ণিত ৮ টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় ঃ**

১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ
২। প্রাক-পঠন ও লিখন
৩। ছড়া,গান ও গল্প
৪। প্রাক-গণিত
৫। চারু ও কারু কাজ (চিত্রাঙ্কন সহ)
৬। ক্রীড়া ও শরীর চর্চা
৭। নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা
৮। সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্বের যে ৩ টি পাঠ্য বই ছিল সে বইগুলোর বর্তমান সংস্করণে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত কারিকুলাম অনুযায়ী যে সকল নতুন বিষয় তিনটি পাঠ্য বই-এ অর্ন্তভুক্ত নেই, সে সকল বিষয় সন্নিবেশিত করে "শিক্ষক সহায়িকা" প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষকগণ যাতে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে পারেন সে বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। পাঠদানকালে শিক্ষকগণ যাতে শিশুদের শেখার সকল উপায় (২১ প্রকার- দেখে,কাজ করে, প্রশ্ন করে, কল্পনা করে, অংশগ্রহণ করে, দলে কাজ করে, গল্পের মাধ্যমে, বই পড়ে, অনুকরণ করে, খেলে,গান করে, নিদের্শনা থেকে, একাকী চিন্তা করে, অনুসন্ধান করে, নাচের মাধ্যমে, শুনে, স্বাদ নিয়ে, ছবির মাধ্যমে, তুলনা করে, নাড়াচাড়া করে, ছড়ার মাধ্যমে, বার বার চেষ্ঠা করে) বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন শিক্ষক সহায়িকায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় বর্ণনা রয়েছে। আনন্দঘন পরিবেশে স্নেহ, মায়া, মমতার মধ্যে শিশুরা যাতে শিখতে পারে সে জন্য খেলাধুলা, ছড়া, গল্প, গান (শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত) প্রভৃতির সিডি শিক্ষাকেন্দ্রে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদের বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ (শারীরিক বা চলন ক্ষমতার বিকাশ, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, ভাষাগত বা যোগাযোগভিত্তিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, আবেগমূলক বিকাশ, আত্ম-সচেতনতামূলক বিকাশ, নৈতিকতার বিকাশ) এবং ক্ষেত্র ভিত্তিক অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ শিক্ষার্থীগণ যাতে অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষক সহায়িকায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

এছাড়া শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখার জন্য বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি (প্যাটার্ন শিক্ষা, বর্ণাংশ শিক্ষা, শব্দ গঠন ইত্যাদি), প্যাটার্ন থেকে চিত্রাঙ্কন, শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিষদ বিবরণ রয়েছে।

## বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা

## প্রাক-প্রাথমিক

**প্রান্তিক যোগ্যতা ঃ**

শিক্ষা কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক করতে এবং বিকাশের তত্ত্বীয় ধারনাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে আসতেই প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

**প্রাক পঠন ও লিখন ঃ**

১. শুদ্ধ উচ্চারনে কথোপকথন, নিজের নাম, ব্যক্তিগত পরিচয়, জন্ম তারিখ বলতে পারবে।
২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গঁ প্রত্যঙ্গেঁর নাম বলতে ও চিনতে পারবে।
৩. জাতীয় ফুল, ফল, পশু, পাখি দর্শনীয় স্থানের নাম ও অন্যান্য বিভিন্ন উপকরণের নাম ছবি দেখে বলতে পারবে।
৪. জাতীয় সংগীত গাইতে পারবে।
৫. বিভিন্ন পশু পাখির ডাক ও যানবাহনের শব্দ সম্পর্কে জানতে পারবে।
৬. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শুদ্ধভাবে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারবে।
৭. ইংরেজি বর্ণমালাগুলো শুদ্ধভাবে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারবে।
৮. শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি করতে ও গান গাইতে পারবে।
৯. দুটি বাংলা বর্ণ নিয়ে গঠিত শব্দসমূহ পড়তে ও লিখতে পারবে।
১০. বর্ণ দিয়ে গঠিত বিভিন্ন ছড়া বলতে পারবে।
১১. কার বা স্বরচিহ্নগুলো বলতে ও লিখতে পারবে।
১২. দেবনাগরী (সংস্কৃত) বর্ণের সাথে পরিচয় ঘটবে।

**প্রাক গণিত ঃ**

১. ছবি দেখে বিভিন্ন বিষয় যেমন-বাম-ডান, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন, ভিতর-বাহির, উপর-নিচ, সামনে-পেছনে, কাছে-দূরে, উচুঁ-নীচু, হালকা-ভারী ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা করতে পারবে।
২. ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গণনা, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারবে।
৩. বৃত্ত, ত্রিভূজ, আয়তক্ষেত্র আঁকা ও সেগুলোর নাম বলতে পারবে।
৪. একই ধরনের বস্তু বা জিনিস শ্রেণি অনুযায়ী সাজানো এবং এক ধরনের নয়, এমন বস্তু বা জিনিস আলাদা করতে পারবে।
৫. ০১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বানান করে পড়তে পারবে।
৬. বাংলাদেশী মুদ্রা ও টাকা চিনতে পারবে।
৭. ০১-১০ পর্যন্ত বলতে ও লিখতে পারবে।
৮. বাংলা ও ইংরেজি সাত দিনের নাম বলতে পারবে।
৯. বাংলা ও ইংরেজি বার মাসের নাম বলতে পারবে।
১০. ০১-০৫ পর্যন্ত নামতা বলতে পারবে।

**নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা ঃ**

১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানতে পারবে।
২. প্রার্থনা সম্পর্কে জানতে পারবে।
৩. পিতামাতা এবং ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে পারবে।
৪. নিত্যকর্ম ও সত্য মিথ্যা সম্পর্কে ধারনা করতে পারবে।
৫. দেব দেবীর সম্পর্কে ধারনা, প্রণাম মন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবে।
৬. বিভিন্ন মন্দির ও তীর্থস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।
৭. অবতার ও মহাপুরুষদের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবে।
৮. ধর্ম গ্রন্থের নাম এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারবে।
৯. স্বর্গ-নরক ও ভালমন্দ কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে।
১০. ছবিতে রামায়ন ও মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারবে।

**চারু ও কারুকাজ (চিত্রাঙ্কনসহ) ঃ**

১ . ব্লক, মাটি, পাতা,বিচি, কাগজ, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বস্তু, খেলনা, খেলার সামগ্রী তৈরি করার মধ্যে দিয়ে সৃজনশীলতা দেখাতে পারবে।
২. মৌলিক রং সম্পর্কে ধারনালাভ করবে,ইচ্ছেমত বা উন্মুক্ত ছবি আঁকা অনুশীলনের পাশাপাশি নির্ধারিত বিষয়ে এবং প্যাটার্ন ব্যবহার করে ছবি আঁকতে পারবে।

**ক্রীড়া ও শরীরচর্চা ঃ**

১. পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা ও মস্তিস্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শিশুরা নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও শরীরচর্চা করতে পারবে ।

**জাতীয় সংগীত ও দৈনিক সমাবেশ ঃ**

১. কেন্দ্রে সকল শিক্ষার্থীগণ দৈনিক সমাবেশে মিলিত হয়ে শিক্ষকের সহায়তায় জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন,শপথ বাক্য পাঠ ও জাতীয় সংগীত সমস্বরে গাইতে পারবে ।

**ছড়া, গল্প ও গান ঃ**

১. শিশুরা সাবলীল বাচনভঙ্গী ও শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে আনন্দময় ও প্রাণবন্ত বিভিন্ন ধরণের শিশুতোষ ছড়া,গল্প,গান ইত্যাদি শিখতে ও করতে পারবে যা শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে ।

**সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ঃ**

১. প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের নানাবিধ দিক সম্পর্কে জানতে পারবে ।

## বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের শিখনক্রম

### বয়স্ক শিক্ষা

**১) বাংলা (আমাদের পড়ালেখা) ঃ**

(০১) বাংলা স্বরবর্ণ,ব্যঞ্জনবর্ণ ও কার চিহ্ন চিনে পড়তে পারবে।

(০২) পাঠ্যপুস্তকের শব্দ,বাক্য ও সহজ বর্ণনা শুদ্ধ উচ্চারনে স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারবে।

(০৩) পাঠ্যপুস্তকের ছড়া,গল্প ও পদ্য বানান করে পড়তে পারবে।

(০৪) পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দ পড়তে এবং শব্দের মধ্যে যুক্তবর্ণের গঠন ভেঙ্গে দেখাতে পারবে।

(০৫) নিজের সহপাঠীর হাতের লেখা পড়তে পারবে।

(০৬) দাড়ি,কমা ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন চিনতে পারবে ও বাক্যে প্রয়োগ করে পড়তে পারবে।

(০৭) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে ছোট ছোট শব্দ গঠন করতে পারবে ।

### লেখা

(০১) বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সঠিক আকৃতিতে স্পস্ট করে লিখতে পারবে।

(০২) কার চিহ্নগুলো (১০টি) লিখতে পারবে, বর্ণে ও শব্দে কার চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে পারবে।

(০৩) দাড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন লিখতে পারবে ও বাক্য গঠন করতে পারবে।

(০৪) পাঠ্য বইয়ের ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ বিভাজন করে লিখতে পারবে।

(০৫) পাঠ্য বইয়ের শব্দ ও বাক্য না দেখে লিখতে পারবে।

(০৬) সহজ শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে লিখতে পারবে।

(০৭) পাঠ্য পুস্তকের বিষয় (শব্দ,বাক্য ও বর্ণনা) শুনে শুনে লিখতে পারবে।

**২) গণিত (আসুন হিসাব শিখি) ঃ**

(০১) ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনার ধারণা লাভ করবে।

(০২) ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা সনাক্ত করতে পারবে ও লিখতে পারবে।

(০৩) ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা অনুক্রমের ধারণা লাভ করবে এবং ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আকারে সাজিয়ে লিখতে পারবে।

(০৪) প্রথম থেকে ১০ পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ চিনতে পারবে।

(০৫) সাধারণ যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ এর ধারণা লাভ করবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে হিসাব জনিত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

(০৬) ১-১০ পর্যন্ত গুণের নামতা শিখবে এবং গুণ অংকের ব্যবহার করতে পারবে।

(০৭) তিন অংকের সংখ্যা লিখতে ও যোগ করতে পারবে (অনুর্দ্ধ--১০০০)

**৩) আমরা পড়ি আমরা শিখি (ব্যবহারিক তথ্যবার্তা) ঃ**

শিক্ষার্থীদের বাস্তবসম্মত ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্যই "আমরা পড়ি আমরা শিখি (ব্যবহারিক তথ্যবার্তা)" বইটি একান্ত প্রয়োজন। এ বই থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে,তা তাদের বাস্তবজীবনে খুবই কার্যকরী হবে।

(০১) ভূমি পরিচর্যার নিয়মকানুন এবং ভূমির বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

(০২) ঘরের আশেপাশে বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজীর চাষ পদ্ধতি এবং সবজী বাগানে সারের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবে।

(০৩) পুকুরে আধুনিক উপায়ে মৎস চাষ,মৎস চাষের নিয়ম বা পদ্ধতি, পোনা মজুদ করার উপায়, মাছের খাবার,মাছের রোগ বালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবে।

(০৪) মুরগী, হাস, গরু-বাছুর, ছাগল -ভেড়া পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি, রোগ বালাই ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবে।

(০৫) কুটির শিল্প ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে।

(০৬) সমবায় সমিতি ও যৌথ পূজি সম্পর্কে জানতে ও সমবায় সমিতি গঠন করতে পারবে।

(০৭) শারীরিক সুস্থতার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে ।

(০৮) প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি, সাধারণ ও সংক্রামক বিভিন্ন রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে ও বাস্তবে এ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে।

**৪) সনাতন ধর্ম শিক্ষা ঃ**

(০১) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন তা জানবে। পৃথিবীর সকল কাজের অন্তরালে যে মহাশক্তি বিরাজমান তিনিই যে সৃষ্টিকর্তা সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

(০২) ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও সর্বময় এবং সর্বদেবতা সেই একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রুপের প্রকাশ। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বহু দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে তাই ঈশ্বরের সাকার উপাসনা করে মূলত নিরাকার ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। এ বিষয়ে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে পারবে।

(০৩) নিত্য উপাসনা ও প্রার্থনার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানবে।

(০৪) পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি এবং বড়দের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হয় তা জানবে।

(০৫) পবিত্রতা ও পরিস্কার -পরিচ্ছন্নতা সকলের দেহ মন ভাল রাখে, সব কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় এবং ধর্ম কর্মের সহায়ক হয় তা জানবে।

(০৬) সত্য বলা পূণ্য এবং মিথ্যা বলা পাপ তা জানবে এবং সর্বদা সত্য কথা অনুশীলন করবে।

(০৭) সনাতন ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারবে।

(০৮) মন্দির, তীর্থক্ষেত্র ও পবিত্র স্থান সম্পর্কে জানবে এবং মন্দিরে যাবে ও প্রার্থনা করবে।

(০৯) সনাতন ধর্মের ১০ জন অবতার সম্পর্কে জানবে।

(১০) বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবনী সম্পর্কে জানবে।

**১.৪.১ পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা উপকরণ ঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় প্রদানকৃত পাঠদানের পাঠ্যসূচি শিক্ষা বিস্তার তথা জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে National Curriculum and Text Book Board এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যসূচিভূক্ত বই ও শিক্ষা উপকরণসমূহের নাম নিম্নে-বর্ণিত হলো ঃ

**প্রকল্পের শিক্ষাস্তরভেদে পাঠ্যবই ও উপকরণসমূহ** **টেবিল-১.২**

| ক্রমিক নং | শিক্ষাস্তর | পাঠ্যসূচিভূক্ত বই | উপকরণসমূহ |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য | ১। আমার প্রথম পড়া (বাংলা বই)<br>২। আমরা শিখি গণিত (গণিত বই)<br>৩। সনাতন ধর্ম শিক্ষা (ধর্ম বই) | ব্ল্যাক বোর্ড, ডাস্টার, সাইন বোর্ড, অনুশীলন খাতা (বাংলা ও গনিত) চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন খাতা, ৮ প্রকারের ক্যালেন্ডার, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার, শার্পনার, ইরেজার, রং পেন্সিল ও কাঁচি।<br>**শিক্ষকের জন্য ঃ** কলম ও পাঠদান বই,শিক্ষক সহায়িকা। |
| ২। | বয়স্ক স্তরের জন্য | ১। আমাদের পড়ালেখা (বাংলা বই)<br>২। আসুন হিসাব শিখি (গণিত বই)<br>৩। সনাতন ধর্ম শিক্ষা (ধর্ম বই)<br>৪। আমরা পড়ি আমরা শিখি (ব্যবহারিক তথ্যবার্তা) | ব্ল্যাক বোর্ড, ডাস্টার, সাইন বোর্ড, চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, ৮ প্রকারের ক্যালেন্ডার,পরিদর্শন খাতা, কলম, পেন্সিল, অনুশীলন খাতা (বাংলা, অংক), ভর্তি ফরম ও সনদপত্র।<br>**শিক্ষকের জন্য ঃ** কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা |

উল্লেখ্য যে, প্রায় প্রতি বছরই কারিকুলাম কমিটির মাধ্যমে পাঠ্যবইসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়ে থাকে। শিশুদের পাঠ্যবইসমূহ চার রংয়ের আকর্ষণীয় ছবিতে এবং লেমিনেটিং প্রচ্ছদে ছাপানো। বয়স্কদের বই সমূহও ধর্মীয় ও দৈনন্দিন জীবনমুখী শিক্ষার কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

**১.৪.২ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরণ ঃ**

প্রকল্প দলিলের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে প্রতি অঞ্চল/ জেলা কার্যালয় থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বৎসর (২০১৪ সাল থেকে) প্রত্যেক অঞ্চল/জেলা থেকে ৫ জন শিক্ষক এবং ১০জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। জেলার সকল কেন্দ্র শিক্ষক, পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থী (অভিভাবকগণসহ), গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার হিসেবে ৫ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে ১০০০/= টাকা করে এবং ১০ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ৫০০/= টাকা করে প্রদান করা হয়।

### ১.৪.৩ কেন্দ্র শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ঃ

শিশুদের আনন্দ ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজন। তাই কোমলমতি অবুঝ শিশুদের যথার্থ উপায়ে শিক্ষাদান করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রকল্প মেয়াদে সকল কেন্দ্রের মোট ৫৫০০ জন শিক্ষককে নিজ নিজ জেলায় ০৩ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি জেলায় ০২ মাস পরপর শিক্ষক সমন্বয় সভায় শিক্ষকগণের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলার প্রতি জেলা হতে ০২ জন করে মোট ০৪ টি ব্যাচে (৬৪ X ২) = ১২৮ জন শিক্ষককে নির্বাচিত করে ৪টি ব্যাচে প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লিখিত প্রশিক্ষণে প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনারগণও অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ যাতে জেলা পর্যায়ে মডেল শিক্ষক হিসেবে অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে, সেজন্যই এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে জেলা পর্যায়ে শিশু শিক্ষার বিষয়ে কাজ করেন এমন এনজিও, প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর ইন্সট্রাকটরগণসহ মন্ত্রণালয়, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্পের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। নিম্নে প্রধান কার্যালয়ে নির্বাচিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের তথ্য ঃ

টেবিল-১.৩

| ক্রমিক | ধরন | বিভাগ | শিক্ষকের সংখ্যা | প্রশিক্ষণের তারিখ | সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | প্রথম ব্যাচ | বরিশাল ও খুলনা বিভাগ | ৩২ জন | ০২/০৫/১৬ থেকে ০৪/০৫/১৬ পর্যন্ত | ০৩ দিন |
| ২) | দ্বিতীয় ব্যাচ | রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ | ৩২ জন | ০৫/০৫/১৬ থেকে ০৭০৫/১৬ পর্যন্ত | ০৩ দিন |
| ৩) | তৃতীয় ব্যাচ | চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ | ৩০ জন | ০৯/০৫/১৬ থেকে ১১/০৫/১৬ পর্যন্ত | ০৩ দিন |
| ৪) | চতুর্থ ব্যাচ | ঢাকা বিভাগ | ৩৪ জন | ১৩/০৫/১৬ থেকে ১৫/০৫/১৬ পর্যন্ত | ০৩ দিন |

### ১.৪. ৪ মূল্যায়ন ঃ

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৎসরে ০৩ বার মূল্যায়ন করা হয় -

(০১) সাপ্তাহিক মূল্যায়ন

(০২) মাসিক মূল্যায়ন (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক)

(০৩) বাৎসরিক মূল্যায়ন

বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্র (৩০ নম্বর লিখিত ও ৭০ নম্বর মৌখিক) জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকগণ তৈরি করেন এবং পরীক্ষা গ্রহণের পর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থী জনপ্রতি ১০ টাকা হারে বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা, ০১টি কলম ও প্রশ্নপত্র প্রদান করা হয়।

### ১.৪.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ঃ

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নতুন শিক্ষাবর্ষে নির্দিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ এবং কপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

# অধ্যায় -২

## প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্ম পদ্ধতি

### ২.১ প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৫৩টি জেলায় আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যা প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রতি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন সহকরী পরিচালক, ০১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ০১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার (কেন্দ্র অনুসারে কোন জেলায় ২/৩/৪জন) ও ০১ জন অফিস সহায়ক এবং প্রতি বিভাগে ০১ জন মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্প পরিচালনার কাজে প্রকল্প পরিচালকের সহযোগী হিসেবে প্রধান কার্যালয়ে ০২ জন উপ পরিচালক (০১ জন সরকার থেকে প্রেষনে এবং ০১ জন সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত), ০৩ জন সহকারী পরিচালক, ০৩ জন কম্পিউটার অপারেটর, ০১ জন ব্যক্তিগত সহকারী, ০১ জন অফিস সহকারী, ০১ জন সহকারী হিসাব রক্ষণকর্মকর্তা, ০১ জন হিসাব রক্ষক, ০১ জন ডেসপাস রাইডার কাম ম্যাসেঞ্জার, ০৩ জন গাড়ী চালক, ০৭ জন অফিস সহায়ক, ০১ জন নিরাপত্তা কর্মী ও ০১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হয়ে থাকে। প্রকল্পের জনবল, জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কর্মবন্টন তালিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

### ২.১.১ প্রধান কার্যালয়ের জনবল ঃ

**প্রধান কার্যালয়ের জনবল** — টেবিল-২.১

| ক্রমিক | কর্মকর্তা-কর্মচারী | সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রকল্প পরিচালক | ০১ জন | সরকারের যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষনে নিয়োগ |
| ২. | উপ পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) | ০১ জন | সরকারের উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষনে নিয়োগ |
| ৩. | উপ পরিচালক (কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন) | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৪. | সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ, অর্থ ও সেবা) | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৫. | সহকারী পরিচালক (বাস্তঃ, পরিঃ) | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৬. | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৭. | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৮. | কম্পিউটার অপারেটর | ০৩ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৯. | হিসাব রক্ষক | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ১০. | অফিস সহকারী | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ১১. | ব্যক্তিগত সহকারী | ০১ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ১২. | গাড়ী চালক | ০৩ জন | আউটসোর্সিং |
| ১৩. | ডেসপাস রাইডার কাম ম্যাসেঞ্জার | ০১ জন | আউটসোর্সিং |
| ১৪. | অফিস সহায়ক | ০৭ জন | আউটসোর্সিং |
| ১৫. | নিরাপত্তা কর্মী | ০১ জন | আউটসোর্সিং |
| ১৬. | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ০১ জন | আউটসোর্সিং |

### ২.১.২ জনবল (আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়-৫৩টি) ঃ

**আঞ্চলিক/ জেলা কার্যালয়ের জনবল** **টেবিল-২.২**

| ক্রমিক | কর্মকর্তা-কর্মচারী | সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | সহকারী পরিচালক | ৫৩ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ২. | মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর | ০৭ জন | (প্রতি বিভাগে ০১ জন) সরাসরি নিয়োগ |
| ৩. | কম্পিউটার অপারেটর/হিসাবরক্ষক | ৫৩ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৪. | ফিল্ড সুপারভাইজার | ৮০ জন | সরাসরি নিয়োগ |
| ৫. | অফিস সহায়ক | ৫৩ জন | আউটসোর্সিং |
| ৬. | নিরাপত্তা কর্মী | ৫৩ জন | কনটিনজেন্ট কর্মচারী |
| ৭. | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ৫৩ জন | কনটিনজেন্ট কর্মচারী |

### ২.১.৩ প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

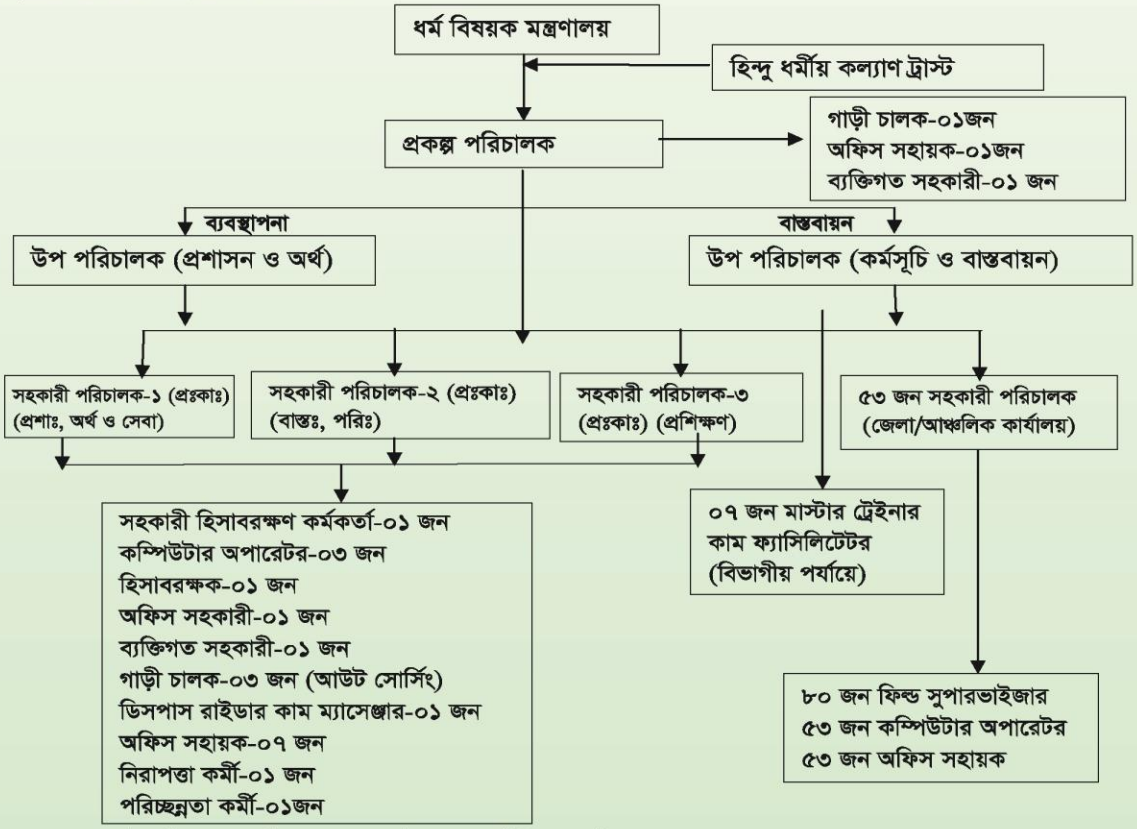


### প্রকল্পের (৪র্থ পর্যায় ) আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

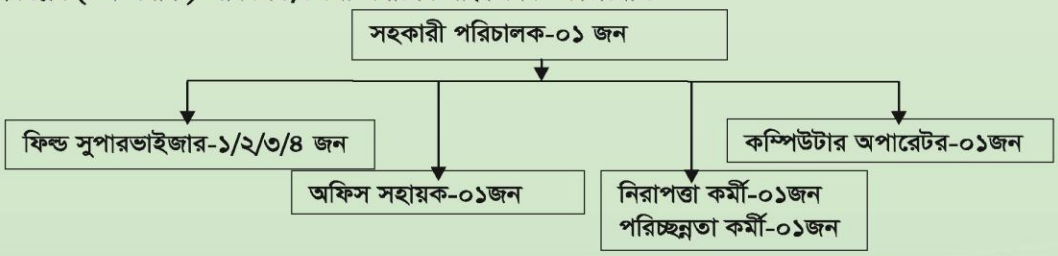

## ২.১.৪ প্রকল্পের জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ ঃ

**প্রকল্পের আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়সমূহ ও কেন্দ্র সংখ্যা** টেবিল ২.৩

| ক্রমিক | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের নাম | আঞ্চলিক/জেলাকার্যালয়ের আওতাধীন জেলা | কেন্দ্র সংখ্যা | | | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক | মোট | |
| ১. | ঢাকা | ঢাকা | ২০৩ | ১০ | ২১৩ | ২ |
| ২. | নারায়ণগঞ্জ | নারায়ণগঞ্জ | ৬৯ | ০২ | ৭১ | ১ |
| ৩. | গাজীপুর | গাজীপুর | ৭৭ | ০৩ | ৮০ | ১ |
| ৪. | নরসিংদী | নরসিংদী | ৫৫ | ০৩ | ৫৮ | ১ |
| ৫. | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ | ৬২ | ০৩ | ৬৫ | ১ |
| ৬. | মুন্সিগঞ্জ | মুন্সিগঞ্জ | ৫৪ | ০৩ | ৫৭ | ১ |
| ৭. | টাংগাইল | টাংগাইল | ১১০ | ০৫ | ১১৫ | ২ |
| | | জামালপুর | ১৭ | ০১ | ১৮ | |
| ৮. | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৮৫ | ০২ | ৮৭ | ২ |
| | | শেরপুর | ১৮ | ০৩ | ২১ | |
| ৯. | কিশোরগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ | ৭৭ | ০৪ | ৮১ | ১ |
| ১০. | নেত্রকোনা | নেত্রকোনা | ৯৬ | ০৪ | ১০০ | ১ |
| ১১. | ফরিদপুর | ফরিদপুর | ৮৫ | ০৪ | ৮৯ | ১ |
| ১২. | মাদারীপুর | মাদারীপুর | ৬৭ | ০৩ | ৭০ | ১ |
| | | শরীয়তপুর | ১৯ | ০২ | ২১ | |
| ১৩. | রাজবাড়ী | রাজবাড়ী | ৫১ | ০২ | ৫৩ | ১ |
| ১৪. | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ | ১৭৪ | ০৮ | ১৮২ | ২ |
| ১৫. | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ৩৪২ | ১৫ | ৩৫৭ | ৪ |
| | | বান্দরবান | ১২ | ০১ | ১৩ | |
| ১৬. | কক্সবাজার | কক্সবাজার | ৪৪ | ০৫ | ৪৯ | ১ |
| ১৭. | রাঙামাটি | রাঙামাটি | ২২ | ০৩ | ২৫ | ২ |
| | | খাগড়াছড়ি | ৪৬ | ০৪ | ৫০ | |
| ১৮. | নোয়াখালী | নোয়াখালী | ৬৩ | ০৩ | ৬৬ | ২ |
| | | লক্ষ্মীপুর | ৩১ | ০২ | ৩৩ | |
| ১৯. | ফেনী | ফেনী | ৪৮ | ০২ | ৫০ | ১ |
| ২০. | চাঁদপুর | চাঁদপুর | ৬৩ | ০৩ | ৬৬ | ১ |
| ২১. | কুমিল্লা | কুমিল্লা | ১১২ | ০৫ | ১১৭ | ২ |
| ২২. | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ১০১ | ০৪ | ১০৫ | ২ |
| ২৩. | খুলনা | খুলনা | ২১৮ | ১০ | ২২৮ | ২ |
| ২৪. | বাগেরহাট | বাগেরহাট | ১৩০ | ০৫ | ১৩৫ | ২ |
| ২৫. | সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরা | ১৫৭ | ০৫ | ১৬২ | ২ |
| ২৬. | যশোর | যশোর | ১৩৪ | ০৫ | ১৩৯ | ২ |
| ২৭. | নড়াইল | নড়াইল | ৭০ | ০৩ | ৭৩ | ১ |
| ২৮. | মাগুরা | মাগুরা | ৭৮ | ০৩ | ৮১ | ১ |
| ২৯. | ঝিনাইদহ | ঝিনাইদহ | ৭৮ | ০৩ | ৮১ | ১ |
| ৩০. | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া | ৩১ | ০২ | ৩৩ | ১ |
| | | মেহেরপুর | ০৬ | ০১ | ০৭ | |
| | | চুয়াডাঙ্গা | ১৩ | ০২ | ১৫ | |
| ৩১. | রাজশাহী | রাজশাহী | ৫৯ | ০২ | ৬১ | ২ |
| | | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৩২ | ০২ | ৩৪ | |
| ৩২. | বগুড়া | বগুড়া | ৯২ | ০৪ | ৯৬ | ২ |
| | | জয়পুরহাট | ৩৯ | ০২ | ৪১ | |
| ৩৩. | নওগাঁ | নওগাঁ | ১১৮ | ০৫ | ১২৩ | ২ |
| ৩৪. | পাবনা | পাবনা | ৪২ | ০২ | ৪৪ | ১ |
| ৩৫. | নাটোর | নাটোর | ৫৭ | ০৩ | ৬০ | ১ |
| ৩৬. | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ | ৬৮ | ০৩ | ৭১ | ১ |

| ক্রমিক | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের নাম | আঞ্চলিক/জেলাকার্যালয়ের আওতাধীন জেলা | কেন্দ্র সংখ্যা | | | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক | মোট | |
| ১. | রংপুর | রংপুর | ১১২ | ০৫ | ১১৭ | ২ |
| ২. | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা | ৭৭ | ০৩ | ৮০ | ১ |
| ৩. | নীলফামারী | নীলফামারী | ১২৪ | ০৫ | ১২৯ | ২ |
| ৪. | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম | ৬৪ | ০৩ | ৬৭ | ১ |
| ৫. | লালমনিরহাট | লালমনিরহাট | ৮৩ | ০৫ | ৮৮ | ১ |
| ৬. | দিনাজপুর | দিনাজপুর | ২২৭ | ১০ | ২৩৭ | ২ |
| ৭. | পঞ্চগড় | পঞ্চগড় | ৬৯ | ০৩ | ৭২ | ১ |
| ৮. | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও | ১২৮ | ০৫ | ১৩৩ | ২ |
| ৯. | সিলেট | সিলেট | ৯৪ | ০৪ | ৯৮ | ১ |
| ১০. | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ | ১৩৪ | ০৫ | ১৩৯ | ২ |
| ১১. | হবিগঞ্জ | হবিগঞ্জ | ১৪৪ | ০৫ | ১৪৯ | ২ |
| ১২. | মৌলভীবাজার | মৌলভীবাজার | ১৯০ | ০৬ | ১৯৬ | ২ |
| ১৩. | বরিশাল | বরিশাল | ১৩১ | ০৫ | ১৩৬ | ২ |
| | | ঝালকাঠী | ৩৬ | ০২ | ৩৮ | |
| ১৪. | ভোলা | ভোলা | ৪২ | ০৩ | ৪৫ | ১ |
| ১৫. | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী | ৬০ | ০৩ | ৬৩ | ১ |
| ১৬. | বরগুনা | বরগুনা | ৩৮ | ০২ | ৪০ | ১ |
| ১৭. | পিরোজপুর | পিরোজপুর | ১২২ | ০৫ | ১২৭ | ২ |
| | | মোট = | ৫৫০০ টি | ২৫০ টি | ৫৭৫০ টি | ৮০ জন |

**২.৩ নীতি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান ঃ**

প্রকল্পের নীতি নির্ধারণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। কমিটিদ্বয় প্রতি ০৪ মাস অন্তর অন্তর সভায় মিলিত হয়। এছাড়া জেলা/আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি জেলা মনিটরিং কমিটি রয়েছে। এতদভিন্ন প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি করে কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজে সহায়তার জন্য এ সকল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

**২.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ঃ**

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ঢাকায় একটি প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়টি ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রধান কার্যালয়ে ০২টি বিভাগ, একটি প্রশাসনিক ও আর্থিক এবং অপরটি কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন। প্রশাসনিক ও আর্থিক বিভাগ প্রকল্পের সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয় এবং কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন বিভাগ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি দপ্তর, মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। প্রকল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'স্টিয়ারিং কমিটি' ও 'প্রকল্প বাস্তবায়ন' কমিটিকে সময়ে সময়ে অবহিত করা হয় এবং কমিটির দিক নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প পরিচালক মহোদয় নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন।

*** সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয় সভা ঃ** প্রকল্প পরিচালক প্রতি তিন মাস অন্তর সকল জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকগণের সাথে সভায় মিলিত হন। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল বিষয় আলোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধান করা এবং সর্বোপরি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সহকারী পরিচালকগণকে প্রদান করা হয়।

*** মাসিক সমন্বয় সভা ঃ** প্রকল্প পরিচালক প্রতি মাসে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় মিলিত হন। প্রতি মাসের ২য় বৃহস্পতিবার এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতি মাসের কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া পরবর্তী মাসের কর্ম পরিকল্পনাও নির্ধারণ করা হয়।

## ২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ

স্টিয়ারিং কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটির দিক নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক সারা বাংলাদেশে নিয়োগকৃত জনবলের দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। প্রকল্পের শুরুতে যে সকল কর্মকর্তা নিয়োগ পেয়ে থাকে অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে তাদের একটি ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের শুরুতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের মধ্যে কেউ চাকুরি থেকে অব্যাহতি প্রদান করলে তদস্থলে অপেক্ষমান বা নতুন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নিয়োগকৃত জনবলকে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াই জেলা/আঞ্চলিক পর্যায়ে পদায়ন করা হয়। ফলে তাদের দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল নীতিমালা ও কৌশল এবং যে সকল বিষয় অনুমোদিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সে সকল বিষয়ে যাতে জটিলতার সৃষ্টি না হয় সেজন্যে স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রকল্প পরিচালক একটি 'বাস্তবায়ন সহায়িকা' বই প্রণয়ন করেছেন। উক্ত বইয়ের সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

## ২.৬ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে প্রতি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বরাবরে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ প্রেরন করা হয়। জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যাংক হিসাব সহকারী পরিচালক ও কম্পিউটার অপারেটরের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। প্রেরিত অর্থ সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যয় হচ্ছে কিনা তা সমন্বয় সাধনের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে প্রকল্প পরিচালকসহ, উপ পরিচালক, সহকারী পরিচালকগণ প্রতিনিয়ত জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়া জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষে নির্দিস্ট সময় অন্তর বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়। জেলা পর্যায় থেকে যে সকল প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরুপ ঃ

টেবিল-২.৪

| ক্রমিক | বিষয়ের শিরোনাম | যে সময়ে প্রেরণ করতে হবে |
|---|---|---|
| ১) | শিক্ষা কার্যক্রম অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে |
| ২) | সহকারী পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারের পরিদর্শন প্রতিবেদন | প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে |
| ৩) | মাসিক আর্থিক প্রতিবেদন | প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে |
| ৪) | মসিক শিক্ষক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী | প্রতিমাসের ৯ তারিখের মধ্যে (পূর্ববর্তী মাসের) |
| ৫) | সহকারী পরিচালকের সম্ভাব্য মাসিক ভ্রমণ সূচি | প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে(পরবর্তী মাসের) |
| ৬) | মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরের সম্ভাব্য মাসিক ভ্রমণ সূচি | প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে(পরবর্তী মাসের) |
| ৭) | সহকারী পরিচালকের মাসিক ভ্রমণ বিল (ভ্রমণ বিবরণীসহ) | প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে (পূর্ববর্তী মাসের) |
| ৮) | মোটর সাইকেলের লগ বহির ফটোকপি | প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে |
| ৯) | কেন্দ্র শিক্ষকগণের মোবাইল নম্বরসহ তালিকা | শিক্ষক নিয়োগের পর পরই |
| ১০) | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন | (জুলাই- সেপ্টেম্বর) - ৫ অক্টোবর<br>(অক্টোবর- ডিসেম্বর) - ৫ জানুয়ারী<br>(জানুয়ারি - মার্চ) - ৫ এপ্রিল<br>(এপ্রিল - জুন ) - ৫ জুলাই |
| ১১) | বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন | ৫ই জুলাই প্রতিবৎসর |
| ১২) | বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্রের অনুলিপি | চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে |
| ১৩) | শিক্ষা উপকরণ বিতরনের প্রপ্তি স্বীকার পত্র | শিক্ষা উপকরণ বিতরনের সাথে সাথে |
| ১৪) | শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল | ৩১ ডিসেম্বর প্রতিবৎসর |
| ১৫) | শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিবেদন | ৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতিবৎসর |
| ১৬) | কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি গঠন করে, গঠনের ফরম | কমিটি গঠনের সাথে সাথে |
| ১৭) | শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন | প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর |
| ১৮) | শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কার বিতরণ প্রতিবেদন | পুরস্কার বিতরণের পর |

## ২.৭ অফিস ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জনপ্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি, হিসাব বিভাগের ব্যবস্থাপনা, মাঠ ও প্রধান কার্যালযের যোগাযোগ, সমন্বয় এবং শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রকল্পের যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, আর্থিক বিষয়াদি, তথ্য প্রতিবেদন, পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্য প্রধান কার্যালয় সম্পাদন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ, শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন, জেলা মনিটরিং কমিটি সভার আয়োজন ইত্যাদি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রকল্পের অফিস ব্যবস্থাপনা সুন্দর করার জন্য সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক

কার্যালয়ের সকল নথি ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার আওতায় নথিতে ডিজিটাল নম্বর প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের সকল কার্যালয়ে সকল বিষয়ে আলাদা আলাদা নথি, স্টক রেজিস্টার, ক্যাশ বই, লেজার বই, চেক বই রেজিস্টার, চেক ইস্যু রেজিস্টার ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ রেজিস্টারসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল প্রকার রেজিস্টার সংরক্ষন করা হচ্ছে। আর্থিক বিষয় সংরক্ষনেও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের ক্যাশ বই ও লেজার বই ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশাপাশি আলাদা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নিম্নোক্ত কাজসমূহ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে-

● বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-প্রকল্পের যে সকল জনবল নিয়োগ করা হয় তাদের সর্বপ্রথম প্রকল্প থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যার ফলে নিয়োগকৃত জনবল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পর তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং সুচারু-রূপে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

● **কর্মবন্টন ঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মবন্টন করা আছে। কর্মবন্টন অনুসারে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

● **কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ঃ** প্রকল্পে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রতি বছর কর্মকর্তাগণের বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

● **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ যাতে তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে সেজন্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও অনুমোদিত ডিপিপি-তে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রতি বছর সহকারী পরিচালকগণকে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

● **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ** প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ), সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও হিসাবরক্ষক এর মাধ্যমে জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চালানো হয়। যে সকল জেলায় আর্থিক ত্রুটি পাওয়া যাচ্ছে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

● **জেলা কার্যালয় ও শিক্ষকেন্দ্র পরিদর্শন ঃ** প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ প্রতিনিয়ত জেলা কার্যালয়সহ শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কোন সমস্যা থাকলে তা যথাযথ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়।

● **আর্থিক হিসাব কম্পিউটারে সংরক্ষণ ঃ** প্রকল্পের আর্থিক হিসাব-নিকাশ প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসারে ক্যাশবই, লেজার বই ও মজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যেহেতু বর্তমানে সবকিছু ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হচ্ছে সেহেতু প্রকল্পের হিসাব নিকাশও আলাদা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কার্যালয়ের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

### ২.৮ ওয়েব সাইট ও ই-মেইলে তথ্য প্রেরণ/গ্রহণ ঃ

প্রকল্পের নির্ধারিত ওয়েব সাইট (www.templeedu.gov.bd) ও প্রত্যক জেলায় তাদের স্ব স্ব ই-মেইল ঠিকানায় তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। ফলে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের সকল অফিসে অতিদ্রুত তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। নিম্নে জেলা পর্যায়ের সকল অফিসের ই-মেইল ঠিকানা দেওয়া হলো-

টেবিল-২.৫

| নম্বর | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের নাম | কেন্দ্র সংখ্যা | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নম্বর ও মেইল এড্রেস |
|---|---|---|---|---|
| প্রধান কার্যালয় | | | ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ (ডাঃ আলম ভবন), ঢাকা | ০২-৯৬৩৫০৫১ (প্রকল্প পরিচালক)<br>০২-৯৬৬৭০৯১(ফ্যাক্স)<br>০২-৯৬৬৫৭৬১(এডি, উন্নয়ন)<br>০২-৯৬৬৫৭৮৯ (এডি,প্রশাসন)<br>msgs2003@gmail.com |
| ১। | ঢাকা | ২১৩ | ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ (ডাঃ আলম ভবন), ঢাকা | ০২-৯৬৬৮৩৪৪<br>msgsdha01@gmail.com |
| ২। | নরসিংদী | ৫৮ | ৩১৪, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, মালাকার বাড়ী, নরসিংদী | ০২-৯৪৫২১৯৪<br>msgsnara@gmail.com |
| ৩। | মানিকগঞ্জ | ৬৫ | ৪৮/১ , এ – ব্লক , পশ্চিম দাশরা, (এল জি ই ডি অফিসের পূর্ব পার্শে) মানিকগঞ্জ | ০৬৫১-৬২২৬০<br>msgsman2015@gmail.com |
| ৪। | মুন্সিগঞ্জ | ৫৭ | হোয়াইট হাউস , নতুন কোর্ট, (রজনীগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারের ৩য় তলা) সদর, মুন্সিগঞ্জ | ০২৭৬-২০৫৮০<br>msgsmun@gmail.com |
| ৫। | টাংগাইল জামালপুর | ১৩৩ | আকুর টাকুর পাড়া ,বটতলা, সি, এন, বি রোড, টাঙ্গাইল | ০৯২১-৬১০১২<br>msgsadtangail@gmail.com |

| নম্বর | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের নাম | কেন্দ্র সংখ্যা | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নম্বর ও মেইল এড্রেস |
|---|---|---|---|---|
| ৬। | ময়মনসিংহ শেরপুর | ১০৮ | জ্যোতি ড্রীম, ২৩, এ/২, সারদা ঘোষ রোড, নওমহল, নন্দীবাড়ী, ময়মনসিংহ | ০৯১-৬৫৯৯২ msgsmy@gmail.com |
| ৭। | কিশোরগঞ্জ | ৮১ | ৮২২, আলোর মেলা, (আদর্শ শিশু বিদ্যালয় সংলগ্ন) কিশোরগঞ্জ | ০৯৪১-৬২১৭৭ msgskis@gmail.com |
| ৮। | নেত্রকোনা | ১০০ | ১০৭ দক্ষিণ নাগড়া, দত্ত ভিলা, নেত্রকোনা | ০৯৫১-৬২১৩২ msgsnat@gmail.com |
| ৯। | ফরিদপুর | ৮৯ | ১/২৩/২২,খোদাবক্স, রোড, গোয়ালচামট, ফরিদপুর | ০৬৩১-৬৬৬০৯ msgsfaridpur@gmail.com |
| ১০। | মাদারীপুর, শরীয়তপুর | ৯১ | ভূঁইয়া বাড়ী, আমিরাবাদ, প্রধান সড়ক, মাদারীপুর | ০৬৬১-৬২৪৯৮ msgsmad2008@gmail.com |
| ১১। | রাজবাড়ী | ৫৩ | জাহানারা ভবন (২য় তলা), নতুন রাস্তা, সজ্জনকান্দা, বড়পুল, রাজবাড়ী | ০৬৪১-৬৫৫৩৬ msgskrajbari@gmail.com |
| ১২। | গোপালগঞ্জ | ১৮২ | ১৬১ জনতা রোড (৩য় তলা), গোপালগঞ্জ | ০২৬৬-৮১৩৮২ mvsogskgopal@gmail.com |
| ১৩। | চট্টগ্রাম বান্দরবান | ৩৭০ | ৯৮,আমবাগান বিভাগীয় তথ্য, অফিস- এর নীচতলা, খুলশী, ফ্লোরাপাস রোড, চট্টগ্রাম | ০৩১-৬৩৪০৫০ msgschi@gmail.com |
| ১৪। | কক্সবাজার | ৪৯ | ৪২৫, আসাদ কমপ্লেক্স (৫ম তলা ), প্রধান সড়ক | ০৩৪১-৫২৩৯৩ msgscox.com@gmail.com |
| ১৫। | রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি | ৭৫ | সুখীনীড়ে, ১১ (বি),আই,ডি,ই, সড়ক, কাঠালতলী | ০৩৫১-৬৩৩৮৫ msgsran@gmail.com |
| ১৬। | নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর | ৯৯ | শাহীদা ভিলা, বীর উত্তম ডাঃ শাহ আলম সড়ক হাসপাতাল রোড | ০৩২১-৬১৬৩৪ msgsnoakhali@gmail.com |
| ১৭। | চাঁদপুর | ৬৬ | ৮৯২, মোল্লাবাড়ী রোড, প্রফেসর পাড়া, চাঁদপুর | ০৮৪১-৬৬০২৫ msgscha@gmail.com |
| ১৮। | কুমিল্লা | ১১৭ | চাষী ভিলা, হোল্ডিং নং ১৩৩১, মফিজ উদ্দিন সড়ক রেইস কোর্স, কুমিল্লা | ০৮১-৬৬৩০৯ msgscom@gmail.com |
| ১৯। | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ১০৫ | রাজভবন, রাজামিয়ার বাড়ী, (নীচতলা), পূর্বপাইকপাড়া মেড্ডা ব্রিজের নিকট | ০৮৫১-৬৩১৪৪ msgsbra01@gmail.com |
| ২০। | খুলনা | ২২৮ | ৩নং পি,সি,রায় রোড, খুলনা | ০৪১-৮১১২১৭ msgskhun@gmail.com |
| ২১। | বাগেরহাট | ১৩৫ | প্রযত্নে ঃ এ্যাডভোকেট মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন, হোল্ডিং নং-১১৩, মেইন রোড (থানার মোর) | ০৪৬৮-৬২৮৫৪ msgsbagerhat2003@gmail.com |
| ২২। | সাতক্ষীরা | ১৬২ | যশোর রোড, পুলিশ লাইন, গেইট (২য় তলা), | ০৪৭১-৬৪৯৫৭ mvsks8700@gmail.com |
| ২৩। | যশোর | ১৩৯ | ৭৮-এ, মুজিব সড়ক (বাইলেন), ষষ্ঠীতলাপাড়া | ০৪২১-৬৭৪৯৬ msgsjess@gmail.com |
| ২৪। | নড়াইল | ৭৩ | থানা রোড, নড়াইল | ০৪৮১-৬২১১৮ magsnarail2008@gmail.com |
| ২৫। | মাগুরা | ৮১ | মাগুরা কালীবাড়ী মার্কেট (৩য় তলা), নতুন বাজার, মাগুরা-৭৬০০ | ০৪৮৮-৬৩১৬৩ msgsmagura2015@gmail.com |
| ২৬। | ঝিনাইদহ | ৮১ | বাড়ী নং-২৪, রোড নং -৫৬, গতিনাথ মিত্র সড়ক | ০৪৫১-৬১৪৭৩ msgsjhid@gmail.com |
| ২৭। | কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা | ৫৫ | শাহরিয়া টাওয়ার (৪র্থ তলা) চৌড়হাস (স্টেডিয়ামের সামনে), কুষ্টিয়া | ০৭১-৬৩০৬২ msgskust@gmail.com |
| ২৮। | রাজশাহী চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ | ৯৫ | এইচ#৫০৭/এ, বাশার রোড, রামচন্দ্রপুর, বোয়ালীয়া, রাজশাহী | ০৭২১-৭৭৫১২৫ msgsraj2011@gmail.com |
| ২৯। | বগুড়া জয়পুরহাট | ১৩৭ | টি,টি,সি ২য় গেইট, কারবালা, সাপ্তাহার রোড, বগুড়া | ০৫১-৭৮৩৪৯ msgsbog@gmail.com |
| ৩০। | নওগাঁ | ১২৩ | বাড়ী নং- ১৯৭১/১, মহল্লা/পাড়া -হাট নওগাঁ, (প্রবাহ সংসদ সংলগ্ন), পোঃ নওগাঁ, নওগাঁ | ০৭৪১-৬১৭৫৯ msgsnao@gmail.com |
| ৩১। | পাবনা | ৪৪ | রাধাগোবিন্দ মন্দির, সদর হাসপাতাল রোড, শালগাড়িয়া, পাবনা | ০৭৩১-৫১২০৪ msgspab@gmail.com |
| ৩২। | সিরাজগঞ্জ | ৭১ | রাজ্জাক প্লাজা (৪র্থ তলা), ২ নং খলিফা পট্টি (বড় পুলের, পশ্চিম পার্শ্বে), সদর, সিরাজগঞ্জ | ০৭৫১-৬৩৫৫৫ msgssiraj@gmail.com |

| নম্বর | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের নাম | কেন্দ্র সংখ্যা | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা | প্রধান/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নম্বর ও মেইল এড্রেস |
|---|---|---|---|---|
| ৩৩। | রংপুর | ১১৭ | রোড নং-১ ,বাড়ী নং -১১, পূর্ব পর্যটন পাড়া (কেরানী পাড়া), ৩য় তলা, রংপুর সদর, রংপুর | ০৫২১-৬১১২২ msgsrang@gmail.com |
| ৩৪। | গাইবান্ধা | ৮০ | বি, আর চৌধুরী নিবাস, (৩য় তলা), দক্ষিন ধানঘড়া, পলাশবাড়ী রোড, গাইবান্ধা | ০৫৪১-৬২৫৩৭ msgsgaibandha@gmail.com |
| ৩৫। | নীলফামারী | ১২৯ | থানা রোড, থানা পাড়া, নীলফামারী | ০৫৫১-৬১৯২৫ msgsnil@gmail.com |
| ৩৬। | কুড়িগ্রাম | ৬৭ | হাটির পাড়, ঘোষপাড়া (সেবা ক্লিনিকের সামনের গলি) কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম | ০৫৮১-৫১২৪৭ msgskuri@gmail.com |
| ৩৭। | লালমনিরহাট | ৮৮ | খাতাপাড়া (জেলা পরিষদ মোড়), লালমনিরহাট | ০৫৯১-৬২০০৮ msgslal@gmail.com |
| ৩৮। | দিনাজপুর | ২৩৭ | উত্তর বালু বাড়ী, সদর, দিনাজপুর | ০৫৩১-৬১০৪২ msgkdinaspur2003@gmail.com |
| ৩৯। | পঞ্চগড় | ৭২ | জজ কোর্ট সংলগ্ন, কায়েতপাড়া, পঞ্চগড় | ০৫৬৮-৬২১১৭ msgspanc@gmail.com |
| ৪০। | ঠাকুরগাঁও | ১৩৩ | নর্থ সার্কুলার রোড, ঠাকুরগাঁও | ০৫৬১-৬১৯২৪ msgstha@gmail.com |
| ৪১। | সিলেট | ৯৮ | পুষ্পায়ন – ৬, রিফাত কমপ্লেক্স, দক্ষিন বালুচর, এম,সি কলেজ রোড, সিলেট | ০৮২১-২৮৬০৪২২ msgssyl.2007@gmail.com |
| ৪২। | সুনামগঞ্জ | ১৩৯ | বসুন্ধরা-১২৭ (২য় তলা) দক্ষিন পার্শস্থ, হাজীপাড়া, সুনামগঞ্জ | ০৮৭১-৬১১২৩ msgssun@gmail.com |
| ৪৩। | হবিগঞ্জ | ১৪৯ | শাহ্ ভবন (৩য় তলা) ৫৫ বদিউজ্জামান খান সড়ক | ০৮৩১-৬১৪৪৯ msgshabiganj@gmail.com |
| ৪৪। | মৌলভীবাজার | ১৯৬ | "অবকাশ ভিলা"(এ্যাডভোকেট গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বাসা নীচতলা) পূর্ব সৈয়ারপুর ,শমশেরনগর রোড, মৌলভীবাজার | ০৮৬১-৬৪৮৭১ msgsmou5@gmail.com |
| ৪৫। | বরিশাল ঝালকাঠী | ১৭৪ | কালীবাড়ী রোড, "আলতাব মহল " (বরিশাল কলেজের পূর্বপার্শ্বে) বরিশাল | ০৪৩১-৬২৮২৬ adbarisal@gmail.com |
| ৪৬। | ভোলা | ৪৫ | বাড়ী নং-৮৫২/১ ,উকিলপাড়া, সদর রোড, ভোলা | ০৪৯১-৬১৩০৯ msgsbhola@gmail.com |
| ৪৭। | পটুয়াখালী | ৬৩ | এম.ই ভবন (৫ম তলা) কলেজ, জেলা প্রাণি সম্পদ অফিসের দক্ষিণ পার্শ্বে, হোল্ডিং নং-৫১৬৪, পটুয়াখালী | ০৪৪১-৬৫১৪৫ msgspat2010@gmail.com |
| ৪৮। | পিরোজপুর | ১২৭ | ম্যাটারনিটি রোড, পিরোজপুর | ০৪৬১-৬৩১০৩ msgspir@gmail.com |
| ৪৯। | গাজীপুর | ৮০ | কে-৩৪৮, পশ্চিম জয়দেবপুর, গাজীপুর সদর | ০২-৯২৬১০২৯ msgsgaz@gmail.com |
| ৫০। | নারায়নগঞ্জ | ৭১ | স্বপ্নানীড়, পূর্ব লামাপাড়া, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ | ০২-৭৬৪০১৮০ msgsadnarayan@gmail.com |
| ৫১। | বরগুনা | ৪০ | জুয়েল গার্ডেন, হোল্ডিং নং-৩২, চরকলোনী বরগুনা পুলিশ সুপারের বাসভবন সংলগ্ন | ০৪৪-৮৫১৩৪১ msgsbargu@gmail.com |
| ৫২। | নাটোর | ৬০ | লালবাজার (ভ্যাট অফিস সংলগ্ন) | ০৭৭১-৬১৬৩৬ msgsnator@gmail.com |
| ৫৩। | ফেনী | ৫০ | মা-কুঠির (সুধাংশু মহাশয়ের বাড়ী) নীচতলা, হোল্ডিং-৫৩৯, ওয়ার্ড নং-০২, দক্ষিণ সহদেবপুর, তুলাবাড়ীয়া রোড, ফেনী | ০৩৩১-৭৩০৯৪ msgsfeni@gmail.com |

# অধ্যায়-৩

## প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও অর্জন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১১ টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন লেভেলে শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, সুপারভিশন, বাস্তবায়ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীলতার সাথে এগিয়ে চলেছে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে।

### ৩.১ বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে।

**প্রকল্প দলিলে গঠিত বিভিন্ন কমিটি** টেবিল-৩.১

| ক্রমিক | কমিটির নাম | সভাপতি | সভা অনুষ্ঠান |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রকল্প পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি | সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | প্রতি চার মাসে একবার |
| ২ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি | যুগ্ম সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | প্রতি চার মাসে একবার |
| ৩ | নিয়োগ কমিটি -১ | সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ৪ | নিয়োগ কমিটি - ২ | প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি | প্রয়োজন অনুয়ায়ী |
| ৫ | কারিকুলাম কমিটি | সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ৬ | টেন্ডার মূল্যায়ন (ইভালুয়েশন) কমিটি | উপ পরিচালক, মশিগশি | প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ৭ | আন্তঃ মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি | সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন |
| ৮ | অঞ্চল/জেলা পর্যায়ে টেন্ডার/ক্রয় কমিটি | সহকারী পরিচালক, মশিগশি, সংশ্লিষ্ট জেলা | প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ৯ | অঞ্চল/জেলা মনিটরিং কমিটি | জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল/জেলা | প্রতি চার মাসে একবার |
| ১০ | কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি | সংশ্লিষ্ট মন্দির কমিটির সভাপতি/গন্যমান্য ব্যক্তি | প্রতি তিন মাসে একবার |

উল্লিখিত সকল কমিটি নির্ধারিত সময় অন্তর সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও গাইডলাইন প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্প মেয়াদে কমিটিসমূহের যে সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য চিত্র নিম্নে দেয়া হলো -

**প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং, বাস্তবায়ন ও কারিকুলাম কমিটি সভার তথ্যাবলী** টেবিল-৩.২

| ক্রমিক নং | স্টিয়ারিং কমিটি | | বাস্তবায়ন কমিটি | | কারিকুলাম কমিটি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | মোট সভা | সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | মোট সভা | সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | মোট সভা |
| (০১) | ১৮/০৬/২০১৫ | ০১ টি | ১১/০৩/২০১৫ | ০১ টি | ৩০/০৩/২০১৫ | ০১ টি |
| (০২) | ৩০/১১/২০১৬ | ০১ টি | ১৮/০৬/২০১৫ | ০১ টি | ০১/১০/২০১৫ | ০১ টি |
| (০৩) | ১৯/০৫/২০১৬ | ০১ টি | ৩০/১১/২০১৫ | ০১ টি | ৩০/০৮/২০১৬ | ০১ টি |
| (০৪) | ০২/১১/২০১৬ | ০১ টি | ১৯/০৫/২০১৬ | ০১ টি | ২৭/১১/২০১৬ | ০১ টি |
| (০৫) | ৩১/০৫/২০১৭ | ০১ টি | ২২/০৯/২০১৬ | ০১ টি | | |
| (০৬) | | | ২২/০৫/২০১৭ | ০১ টি | | |
| | মোট সভার সংখ্যা | ০৫ টি | মোট সভার সংখ্যা | ০৬ টি | মোট সভার সংখ্যা | ০৪ টি |

**প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জেলা মনিটরিং সভার জেলাভিত্তিক তথ্য** টেবিল-৩.৩

| ক্রমিক | জেলার নাম | জেলা মনিটরিং সভার সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১. | ঢাকা | ১ |
| ০২. | টাংগাইল | ১ |
| ০৩. | ময়মনসিংহ | ৩ |

| ক্রমিক | জেলার নাম | জেলা মনিটরিং সভার সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০৪. | মুন্সীগঞ্জ | ১ |
| ০৫. | মানিকগঞ্জ | ২ |
| ০৬. | নরসিংদী | ১ |
| ০৭. | গোপালগঞ্জ | ১ |
| ০৮. | রাজবাড়ী | – |
| ০৯. | মাদারীপুর | ৩ |
| ১০. | নেত্রকোনা | ১ |
| ১১. | ফরিদপুর | ২ |
| ১২. | কিশোরগঞ্জ | ২ |
| ১৩. | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ২ |
| ১৪. | কুমিল্লা | ১ |
| ১৫. | চট্রগ্রাম | ১ |
| ১৬. | কক্সবাজার | – |
| ১৭. | নোয়াখালী | ২ |
| ১৮. | রাংগামাটি | ৩ |
| ১৯. | চাঁদপুর | ১ |
| ২০. | খুলনা | – |
| ২১. | বাগেরহাট | ২ |
| ২২. | নড়াইল | ২ |
| ২৩. | মাগুরা | ১ |
| ২৪. | যশোর | ২ |
| ২৫. | ঝিনাইদহ | ৩ |
| ২৬. | কুস্টিয়া | ২ |
| ২৭. | সাতক্ষীরা | ১ |
| ২৮. | নওগাঁ | ২ |
| ২৯. | নীলফামারী | ৩ |
| ৩০. | পাবনা | – |
| ৩১. | গাইবান্ধা | ২ |
| ৩২. | সিরাজগঞ্জ | ২ |
| ৩৩. | বগুড়া | – |
| ৩৪. | ঠাকুরগাঁও | ১ |
| ৩৫. | কুড়িগ্রাম | ১ |
| ৩৬. | পঞ্চগড় | ২ |
| ৩৭. | দিনাজপুর | ১ |
| ৩৮. | রংপুর | ১ |
| ৩৯. | রাজশাহী | ২ |
| ৪০. | লালমনিরহাট | – |
| ৪১. | বরিশাল | ১ |
| ৪২. | পিরোজপুর | ৩ |
| ৪৩. | পটুয়াখালী | ২ |
| ৪৪. | ভোলা | ১ |
| ৪৫. | সিলেট | ২ |
| ৪৬. | মৌলভীবাজার | ৩ |
| ৪৭. | সুনামগঞ্জ | ১ |
| ৪৮. | হবিগঞ্জ | – |
| ৪৯. | নারায়নগঞ্জ | ১ |
| ৫০. | গাজীপুর | ৪ |

| ক্রমিক | জেলার নাম | জেলা মনিটরিং সভার সংখ্যা |
|---|---|---|
| ৫১. | ফেনী | ১ |
| ৫২. | নাটোর | – |
| ৫৩. | বরগুনা | ১ |

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প দলিলের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিভূক্ত সকল সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

### ৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা ঃ

প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি উল্লেখপুর্বক জেলা পর্যায়ে ও মাঠ পর্যায়ে সুশৃংখলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী 'প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়িকা' পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি জেলা কার্যালয়কে ''প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়িকা" এর নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়িকায় প্রকল্পের যে সকল নীতিমালা সন্নিবেশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

**প্রকল্পের নীতিমালা সমূহ** **টেবিল-৩.৪**

| ক্রমিক | বিষয় |
|---|---|
| ১। | শিক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শনের নিয়মাবলী (ছক-ক,খ ও গ) |
| ২। | আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থী নির্বাচন নিয়মাবলী (ছক-ঘ ,ঙ) |
| ৩। | কেন্দ্র শিক্ষক নিয়োগের নিয়মাবলী (ছক-চ) |
| ৪। | শিক্ষা কার্যক্রম অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন (ছক-ছ) |
| ৫। | কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত ফরম (ছক-জ) |
| ৬। | কেন্দ্রের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ফরম (কেন্দ্র শিক্ষকের তালিকা) (ছক-ঝ) |
| ৭। | মাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (ছক-ঞ) |
| ৮। | ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন (ছক-ট) |
| ৯। | বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (ছক-থ) |
| ১০। | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ে সুইপার/গার্ড নিয়োগ |
| ১১। | শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, বিতরণ ও ব্যবহার নীতিমালা |
| ১২। | জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংরক্ষনযোগ্য রেজিস্টারসমূহের তালিকা |
| ১৩। | মোটর সাইকেল ব্যবহার নিয়মাবলী |
| ১৪। | জেলা/আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী |
| ১৫। | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ (ছক- ঠ, ড, ঢ) |
| ১৬। | বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (ছক- ণ , ত) |
| ১৭। | বিভিন্ন পর্যায়ের (জেলা/আঞ্চলিক,উপজেলা/মূল্যায়ণ কমিটি |
| ১৮। | আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণযোগ্য প্রতিবেদনসমূহের তালিকা |
| ১৯। | প্রকল্পের জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের তথ্য বিবরণী |
| ২০। | ফটোকপি মেশিন ব্যবহার রেজিস্টার ( ছক-দ ) |
| ২১। | মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরদের পরিদর্শন/প্রশিক্ষণ নীতিমালা ( ছক-ধ) |

প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়িকায় সুশৃংখলভাবে নীতিমালাসমূহ সন্নিবেশিত থাকায় প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। নীতিমালার আলোকে জেলা কার্যালয়সমূহ থেকে সকল কার্য সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে । যার ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে তা সহায়তা করছে।

### ৩.৩ সুপারভিশন ও মনিটরিং ঃ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয়ে নিয়োজিত সহকারী পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণকে নিয়মিত শিক্ষাকার্যক্রম সুপারভিশন ও মনিটরিং করতে হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী সহকারী পরিচালক সকল শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিমাসে ০১ বার এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণকে সকল শিক্ষাকেন্দ্র মাসে কমপক্ষে ০২ বার পরিদর্শন করতে হয় এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হয়।এছাড়াও প্রকল্প পরিচালক, উপ- প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন।

## ৩.৪ জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

টেবিল-৩.৫

| ক্রমিক | জেলার নাম | পরিদর্শন কৃত কেন্দ্র সংখ্যা | বিভিন্ন জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের বিবরণী (পদবী সমূহ) |
|---|---|---|---|
| ১. | ঢাকা | ১ | জনাব শঙ্কর চন্দ্র বসু, সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। |
| ২. | নারায়ণগঞ্জ | ১ | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), আইএমইডি। |
| ৩. | গাজীপুর | ১১৯ | ভান্ডার কর্মকর্তা (বিএডিসি), প্রধান শিক্ষিকা,সহকারী শিক্ষক, সাধারণ সম্পাদক (হি.বৌ.খৃ ঐক্য পরিষদ), সহ সভাপতি, অধ্যাপক, ইউপি মেম্বার, সহ:নির্বাহী ক্রেডিস, প্রচার সম্পাদক (প্রচার সম্পাদক) প্রধান শিক্ষিকা, সহকারী শিক্ষিকা, সাধারণ সম্পাদক (বাংলাদেশ হিন্দু, সমাজ সংস্কার সমিতি), সহ:সভাপতি মন্দির কমিটি, সভাপতি (বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদ), অধ্যাপক, ইউপি মেম্বার, সহকারী নির্বাহী ক্রেডিট (ইউনিয়ন), প্রচার সম্পাদক (মন্দির কমিটি)। |
| ৪. | টাংগাইল | | ———— |
| ৫. | ময়মনসিংহ | ৪৫ | ইউএনও, সভাপতি, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ইউপি সদস্য, উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সহকারী পুলিশ সুপার ময়মনসিংহ, সহকারী পরিচালক জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ডিপিইও, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যান, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি, জেলা তথ্য অফিসার, উপজেলা সমবায় অফিসার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার। |
| ৬. | মুন্সীগঞ্জ | ৪৩ | সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মন্দির কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, আইনজীবী, প্রধান শিক্ষক, সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। |
| ৭. | মানিকগঞ্জ | ৩ | ইউপি চেয়ারম্যান, সহকারী শিক্ষক। |
| ৮. | নরসিংদী | ৮ | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), আইএমইডি, প্রধান শিক্ষক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা কমিশন)। |
| ৯. | গোপালগঞ্জ | ২০২ | উপাচার্য (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়), প্রাধ্যক্ষ (জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ট্রাস্টি, চেয়ারম্যান,সিভিল সার্জন, অধ্যক্ষ, মৎস্য অফিসার, কৃষি অফিসার, সমবায় অফিসার, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট, ইন্সট্রাক্টর, প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পশুপালন কর্মকর্তা, বিসিএস প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সহকারী সার্জন, প্রভাষক (রসায়ন), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ম্যানেজার (অগ্রণী ব্যাংক), সাবেক ট্রাস্টি, ব্যবস্থাপক (কৃষি ব্যাংক), নির্বাহী পরিচালক, প্রিন্সিপাল অফিসার (অগ্রণী ব্যাংক)। |
| ১০. | রাজবাড়ী | ৩২ | মন্দির কমিটির সম্পাদক, মনিটরিং কমিটির সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ। |
| ১১. | মাদারীপুর | ৯ | উপানুষ্ঠানিক সহকারী পরিচালক, হিন্দু নেতা, সমাজপতি, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্য। |
| ১২. | নেত্রকোনা | ৮ | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), আইএমইডি,উপ-পরিচালক (সমাজ সেবা অধিদপ্তর), প্রধান উপদেষ্টা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিনিয়ির সহকারী প্রধান (শিক্ষা উন্নয়ন), পরিকল্পনা কমিশন। |
| ১৩. | ফরিদপুর | ৭ | সহকারী পরিচালক (উপানুষ্ঠানিকশিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, উপতত্ত্বাবধায়ক (শিশু পরিবার )। |
| ১৪. | কিশোরগঞ্জ | ১৯ | মন্দির কমিটির সভাপতি, ইউপি চেয়ারম্যান, প্রাথমিক শিক্ষক, জেলা প্রতিনিধি মাছরাঙা টিভি, প্রধান শিক্ষক, প্রভাষক, স্টেশনমাস্টার, সহকারী শিক্ষক। |

| ক্রমিক | জেলার নাম | পরিদর্শন কৃত কেন্দ্র সংখ্যা | বিভিন্ন জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের বিবরণী (পদবী সমূহ) |
|---|---|---|---|
| ১৫. | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ১১২ | মোঃ এনামুল আহসান, উপ-পরিচালক, আইএমইডি, কাউন্সিলর, শিক্ষক, ওয়ার্ড কমিশনার, ইন্সট্রাক্টর, ইউপি মহিলা সদস্য, এলজিইডি হিসাব রক্ষক, প্রধান শিক্ষক, কোষাধ্যক্ষ মন্দির নির্মান কমিটি, সাধারণ সম্পাদক, প্রধান সহকারী, মেম্বার, সহকারী শিক্ষিকা, গ্রাম্য ডাক্তার, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, আরএমপি, অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট, এমপিও, সমাজ সেবক, কর্মকর্তা বিকেবি, হিন্দু সমাজপতি, সভাপতি পূজা উদযাপন পরিষদ, স্বাস্থ্য সহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, প্রভাষক, সিনিয়র অফিসার (কৃষি ব্যাংক), গ্রাম্য পুলিশ, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন সমাজকর্মী। |
| ১৬. | কুমিল্লা | ১২ | ট্রাস্টি, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, মন্দির কমিটির সদস্য। |
| ১৭. | ফেনী | ৪৯ | উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, মেডিকেল অফিসার, পরিদর্শক, অধ্যক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক। |
| ১৮. | চট্রগ্রাম | | ——— |
| ১৯. | কক্সবাজার | ১০ | জেলা কালচারাল অফিসার, উপপরিচালক (ইফাবা), সমাজসেবা, পূজা উৎযাপন পরিষদ, ফিল্ড অফিসার (ইফাবা)। |
| ২০. | নোয়াখালী | ৩ | জনাব শ্যামল ভট্টাচার্য, ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, মন্দির কমিটির সদস্য। |
| ২১. | রাংগামাটি | ৪৭ | সদস্য মন্দির কমিটি, শিক্ষক, সমবায় কর্মকর্তা, কাউন্সিলর। |
| ২২. | চাঁদপুর | ০৯ | সনত কুমার বিশ্বাস, (ইউএনও), খুলনা সদর, মেয়র, চালনা পৌরসভা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, দীনবন্ধু বর্ধন, প্রভাষক, জয়দেব পাল, মৎস্য অফিসার, ডাঃ পরিতোষ রায়, ইউএলও খুলনা। |
| ২৩. | খুলনা | ৩৬ | সিনিয়র সহকারী প্রধান,ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ট্রাস্টি, কাউন্সিলর ২৮ নং ওয়ার্ড, মন্দির কমিটির সভাপতি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান তেরখাদা উপঃ পরিষদ, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি, উপজেলা মৎস্য অফিসার। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা। |
| ২৪. | বাগেরহাট | ১৪১ | জনাব তওহিদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিঃ কমিশন, প্রধান শিক্ষক, কিশোর কুমার বালা, নাজমা সরোয়ার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান। |
| ২৫. | নড়াইল | ৯ | এ্যাডভোকেট শেখ হাফিজুর রহমান এমপি, জনাব মোঃ কবিরুল হক এমপি নড়াইল-১ মোঃ আশরাফুল আলম মেয়র, সদস্য জেলা মনিটরিং কমিটি। |
| ২৬. | মাগুরা | | ——— |
| ২৭. | যশোর | ৩ | জনাব মহাদেব বিশ্বাস, উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), মশিগশি প্রকল্প, সহকারী পরিচালক জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ইউএনও সদর। |
| ২৮. | ঝিনাইদহ | ৩৪ | ট্রাস্টি জনাব অনিল সরকার, সহকারী শিক্ষক, ডাক্তার, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক, উপ-পরিচালক, কাউন্সিলর, সহকারী পরিচালক, চেয়ারম্যান, পল্লী চিকিৎসক। |
| ২৯. | কুষ্টিয়া | ৬ | অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপ সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। |
| ৩০. | সাতক্ষীরা | ১২০ | সহকারী প্রধান, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপ-শিক্ষা অফিসার, ইউআরডিও, এ্যাডভোকেট, ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যান, সভাপতি, কাউন্সিলর, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সমাজকর্মী, সদস্য, অধ্যক্ষ, ডাক্তার, কৃষি কর্মকর্তা, ইউএনও (শ্যামনগর), সহকারী অধ্যাপক, উপজেলা চেয়ারম্যান পরিষদ, অধ্যক্ষ, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার , ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পারুলিয়া খাদ্য গুদাম), উপ-পুলিশ পরিদর্শক দেবহাটা. শাখা ব্যবস্থাপক তালা, সহঃপল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, মেডিঃ অফিসার, বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি, ইউপি সদস্য, প্রধান শিক্ষিকা। |
| ৩১. | নওগাঁ | ৬৫ | জনাব বীরেন শিকদার, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, মাননীয় সংসদ সদস্য-নওগাঁ-০১, মাননীয় হুইপ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, মাননীয় সংসদ সদস্য-নওগাঁ-০৩, সভাপতি ও সম্পাদক বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, চেয়ারম্যান, মন্দির কমিটির সভাপতি। |
| ৩২. | নীলফামারী | ৫১ | সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, এডিসি, সভাপতি, উপ-পরিচালক, ভাইস চেয়ারম্যান,প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক, ট্রাস্টি, উপাধ্যক্ষ, এডিপিইও, মোঃ খালেদ রহীম, |

| ক্রমিক | জেলার নাম | পরিদর্শন কৃত কেন্দ্র সংখ্যা | বিভিন্ন জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের বিবরণী (পদবী সমূহ) |
|---|---|---|---|
| | | | জেলা প্রশাসক, নীলফামারী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী (কমল কুমার নাথ), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সভাপতি, পূজা উৎযাপন পরিষদ। |
| ৩৩. | পাবনা | ৫ | সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য। |
| ৩৪. | গাইবান্ধা | ৮০ | প্রধান শিক্ষক, ইউপি চেয়ারম্যান ৪ নম্বর, সহকারী শিক্ষক, পোস্টমাস্টার, ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড মেম্বার, বিডিআর, মন্দির কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক, প্যানেল মেয়র, কমিশনার। |
| ৩৫. | সিরাজগঞ্জ | ১২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিটরিং কমিটির সদস্য, প্রধান শিক্ষক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী কমিশনার, হিন্দু সমাজপতি। |
| ৩৬. | বগুড়া | ২ | ভারতীয় হাইকমিশনের ১ম সেক্রেটারী রমাকান্ত গুপ্তা, সহকারী পরিচালক প্রধান কার্যালয়। |
| ৩৭. | ঠাকুরগাঁও | ৫ | ডাঃ সুব্রত কুমার সেন, মেডিকেল অফিসার সদর হাসপাতাল, প্রভাষক মোঃ রেজাউল হক সরকারি কলেজ, সদস্য জেলা মনিটরিং কমিটি, প্রধান শিক্ষক। |
| ৩৮. | কুড়িগ্রাম | ৪৩ | সদস্য জেলা মনিটরিং কমিটি, প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি, প্রকল্প পরিচালক (মশিগশি)। |
| ৩৯. | পঞ্চগড় | ১ | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মশিগশি প্রকল্প। |
| ৪০. | দিনাজপুর | ১ | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মশিগশি প্রকল্প। |
| ৪১. | রংপুর | ১ | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মশিগশি প্রকল্প। |
| ৪২. | রাজশাহী | ২৪ | প্রধান শিক্ষক, সহকারী অধ্যাপক, সচিব, মেয়র, ডাক্তার, মন্দির কমিটির সভাপতি, অধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর। |
| ৪৩. | নাটোর | ১৫ | মেয়র নাটোর পৌরসভা, ট্রাস্টি, সংসদ সদস্য, মন্দির কমিটির সভাপতি, সহকারী পরিচালক (প্রধান কার্যালয়)। |
| ৪৪. | লালমনিরহাট | ১৮৩ | ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্য, মন্দির কমিটির সভাপতি,প্রধান শিক্ষক, সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রভাষক, জেলা রেজিস্টার, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্য, মন্দির কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রভাষক, জেলা রেজিস্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চেয়ারম্যান সদর, কাউন্সিলর সদর, মেম্বার ৯ নং রাজপুর, অধ্যক্ষ, উপজেলা সহঃ কৃষি অফিসার।। |
| ৪৫. | বরিশাল | ৩৭ | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, শ্রী পংকজ কুমার দেবনাথ, এমপি, বরিশাল, সরজ কুমার নাথ, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজপতি, সভাপতি মন্দির কমিটি, শিক্ষক, ডাক্তার, সভাপতি পূজা উদযাপন পরিষদ। |
| ৪৬. | পিরোজপুর | ৮১ | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট,কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি সদস্য, প্রভাস কুমার পাল,সহকারী প্রকৌশলী, বিটিসিএল, ইউপি সদস্য, মোঃ হাসান হাওলাদার, ভুমি উপসহকারী কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক। |
| ৪৭. | পটুয়াখালী | ৬ | প্রধান শিক্ষক, প্রভাষক, অধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক, পূজা উদযাপন পরিষদ, উপাধ্যক্ষ। |
| ৪৮. | বরগুনা | ১১ | প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, মন্দির কমিটির সভাপতি, জেলা প্রানি সম্পদ অফিসার, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, সভাপতি বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রশাসক। |
| ৪৯. | ভোলা | ৩৩ | প্রভাষক, সমাজসেবা অফিসার, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সুপারিনটেনডেন্ট, উপ-পরিচালক, জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। |
| ৫০. | সিলেট | ৯ | জনাব এম.এম.মনিরুজ্জামান, সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়, জনাব একেএম শহীদুল্লাহ, উপ-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়, প্রশিক্ষণ অফিসার, মনিটরিং অফিসার, সহকারী প্রোগ্রামার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। |
| ৫১. | মৌলভীবাজার | | ——— |
| ৫২. | সুনামগঞ্জ | ৩৪ | ডিডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মন্দির কমিটির সদস্য, জেলা মনিটরিং কমিটি, ডিডি সমাজসেবা অধিদপ্তর, সাংবাদিক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা। |
| ৫৩. | হবিগঞ্জ | | ——— |

### ৩.৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আই.এম.ই.ডি ও অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিম্নে উল্লেখিত সময়ে জেলা কার্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

**সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন।** টেবিল ৩.৬

| ক্রমিক | জেলার নাম | পরিদর্শনকারীর নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১) | নীলফামারী | জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান নূর, এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। | ১৪/০২/২০১৭ |
| | | জনাব রথীন্দ্রনাথ রায়, কণ্ঠ শিল্পী, স্বাধীনি বাংলা বেতার কেন্দ্র। | ১২/০২/২০১৭ |
| | | এ্যাডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবুসোনা), ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ২৫/১০/২০১৬ |
| ২) | নড়াইল | এ্যাডভোকেট শেখ হাফিজুর রহমান, সংসদ সদস্য, নড়াইল-২। | ১৪/০২/২০১৭ |
| | | জনাব মোঃ কবিরুল হক, সংসদ সদস্য, নড়াইল-১ | ০৮/০৩/২০১৭ |
| | | জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, মেয়র, লোহাগড়া, পৌরসভা। | ১৬/০২/২০১৭ |
| | | জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন। | ২০/০২/২০১৭ |
| ৩) | গোপালগঞ্জ | প্রফেসর ডঃ খোন্দকার নাসির উদ্দীন, উপাচার্য, বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। | ২৯/০১/২০১৭ |
| | | অধ্যাপক ডঃ অসীম সরকার, প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। | ১৯/১১/২০১৬ |
| | | ডঃ সুজিত কুমার বালা, অধ্যাপক, বুয়েট। | ০২/১১/২০১৬ |
| | | জনাব আশালতা বৈদ্য, ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ১৬/১১/২০১৬ |
| | | ডাঃ অরুণ কান্তি বিশ্বাস, সিভিল সার্জন, ফরিদপুর। | ২৪/১১/২০১৬ |
| ৪) | সাতক্ষীরা | জনাব দিনেশ সরকার, সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। | ১৩/১০/২০১৬ |
| ৫) | ঢাকা | জনাব শংকর চন্দ্র বসু, সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ২০/০৯/২০১৬ |
| ৬) | বগুড়া | জনাব রমা কান্ত গুপ্ত, ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রথম সেক্রেটারী। | ২৫/০২/২০১৭ |
| ৭) | ঝিনাইদহ | জনাব অনীল কুমার সরকার, ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ০৩/০৫/২০১৭ |
| ৮) | সিলেট | জনাব এ,কে.এম শহীদুল্লাহ, উপসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | ০১/০৩/২০১৭ |
| | | জনাব এসএম মনিরুজ্জামান, সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | ০১/০৩/২০১৭ |
| ৯) | বাগেরহাট | জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন। | ১৯/০২/২০১৭ |
| ১০) | রাজবাড়ী | জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন। | ১৮/০২/২০১৭ |
| ১১) | নরসিংদী | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ-পরিচালক, আইএমইডি। | ২৮/০২/২০১৭ |
| ১২) | খুলনা | জনাব শেখ শামছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | ১৫/১২/২০১৬ |
| ১৩) | নাটোর | জনাব উমা চৌধুরী জলি, মেয়র, নাটোর পৌরসভা। | ০৫/০১/২০১৭ |
| | | জনাব অনীল কুমার সরকার, ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ০১/০১/২০১৭ |
| | | জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল, সংসদ সদস্য, নাটোর-২। | ১০/১১/২০১৬ |
| ১৪) | হবিগঞ্জ | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | ২৭/০২/২০১৭ |
| ১৫) | সুনামগঞ্জ | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | ২৬/০২/২০১৭ |
| ১৬) | ফরিদপুর | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | ২৫/০৩/২০১৭ |
| ১৭) | রংপুর | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মশিগশি, প্রকল্প। | ১৫/০৩/২০১৭ |
| ১৮) | পঞ্চগড় | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মশিগশি, প্রকল্প। | ১৬/০৩/২০১৭ |
| ১৯) | কুড়িগ্রাম | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মশিগশি, প্রকল্প। | ১৮/০৩/২০১৭ |
| ২০) | দিনাজপুর | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মশিগশি, প্রকল্প। | ২২/১২/২০১২ |
| ২১) | বগুরা | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মশিগশি, প্রকল্প। | ১৯/০৩/২০১৭ |
| ২২) | যশোর | জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মশিগশি, প্রকল্প। | ০৫/১১/২০১৬ |
| ২৩) | ঝালকাঠি | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ০৪/০৩/২০১৭ |
| ২৪) | ভোলা | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ০৩/০৩/২০১৭ |
| ২৫) | পিরোজপুর | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ০৫/০৩/২০১৭ |
| ২৬) | পাবনা | জনাব কাকলী রাণী মজুমদার, উপ-পরিচালক (অতিঃদাঃ), মশিগশি, প্রকল্প। | ০৪/০৪/২০১৭ |
| ২৭) | নাটোর | জনাব কাকলী রাণী মজুমদার, উপ-পরিচালক (অতিঃদাঃ), মশিগশি, প্রকল্প। | ০৫/০৪/২০১৭ |
| ২৮) | জয়পুরহাট | জনাব কাকলী রাণী মজুমদার, উপ-পরিচালক (অতিঃদাঃ), মশিগশি, প্রকল্প। | ০৬/০৪/২০১৭ |
| ২৯) | ফেনী | জনাব নিত্যজিত মহাজন, সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ), মশিগশি, প্রকল্প। | ০৮/০৩/২০১৭ |

| ক্রমিক | জেলার নাম | পরিদর্শনকারীর নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩০) | চাঁদপুর | জনাব নিত্যজিত মহাজন, সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ), মশিগশি, প্রকল্প | ০৯/০৩/২০১৭ |
| ৩১) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | জনাব নিত্যজিত মহাজন, সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ), মশিগশি, প্রকল্প | ০৪/০৩/২০১৭ |

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ৬৪ জেলার ৫৩ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকৃত রিপোর্ট পর্যালোচনায় প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত মন্তব্য ও সুপারিশ পরিলক্ষিত হয়ঃ

**মন্তব্যঃ**

১. প্রতিষ্ঠানটি এলাকার শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখছে। ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় আচার ও সুশিক্ষিত করার জন্য প্রশিষ্ঠানটির ভূমিকা অপরিসীম।

২. মন্দিরভিত্তিক শিশু শিক্ষার জন্য প্রত্যেক শিশুই গীতা পাঠ এবং ধর্ম সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।

৩. প্রকল্পটি চালু থাকলে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

৪. এ কেন্দ্রের কার্যক্রম এলাকাবাসির মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

৫. এই কার্যক্রম চালু হওয়ায় অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করতে পারছে।

৬. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা পাওয়ায় এলাকাবাসি উৎফুল্ল।

৭. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা অন্তত কিছু শেখার সুযোগ পাচ্ছে।

৮. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে।

৯. কেন্দ্রটির লেখাপড়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, দৈনিক সমাবেশ ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী খুবই ভালো।

১০. ''ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বাগত জানাই।"

১১. অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১২. বর্তমান সরকারের এটা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সনাতন ধর্মানুসারীদের নিকট এটা একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

**সুপারিশ সমূহঃ**

১. এ ধরণের কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার।

২. কেন্দ্র শিক্ষকের সম্মানী বৃদ্ধি করা উচিত।

৩. শিক্ষার্থীদের ড্রেস ও খাবারের ব্যবস্থা করলে আরো ভালো হতো।

৪. প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষক মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে প্রকল্পটি জাতীয়করণ করা প্রয়োজন।

৬. দেশের শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য প্রকল্পটি স্থায়ীকরণ করা প্রয়োজন।

**৩.৬ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা ও জাতীয় সম্মেলনের তথ্যাবলী** টেবিল-৩.৭

| ক্রমিক | কর্মশালার ধরণ | আয়োজনকারী (প্রধান কার্যালয়) | বিষয় | অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| (০১) | জাতীয় কর্মশালা | প্রধান কার্যালয় | শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা | ২৫/০৬/২০১৬ |
| (০২) | জাতীয় কর্মশালা | প্রধান কার্যালয় | শিশুর মেধা, যত্ন ও বিকাশ | ২০/০৬/২০১৭ |
| (০৩) | জাতীয় সম্মেলন | প্রধান কার্যালয় | সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রকল্পের সুফল তুলে ধরা | ২০/০৬/২০১৭ |

**৩.৭ প্রকল্পের সহকারী পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী** টেবিল-৩.৮

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণের ধরণ | প্রশিক্ষণের বিষয় | অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | প্রশিক্ষণের সময়কাল |
|---|---|---|---|---|
| (০১) | সহকারী পরিচালকগণের প্রশিক্ষণ | বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ | ০৯/০২/১৬ থেকে ১১/০২/১৬ | ০৩ দিন |
| (০২) | সহকারী পরিচালকগণের প্রশিক্ষণ | কর্মকালীন প্রশিক্ষণ | ২২/১২/১৬ থেকে ২৪/১২/১৬ | ০৩ দিন |
| (০৩) | কর্মকর্তাগণের Executive Training | "Skill Development Training Program on DPP Preparation & Public Procurement" | ০৯/০৪/১৭ থেকে ২০/০৪/১৭ | ১০দিন |

**৩.৮ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী**

টেবিল-৩.৯

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণের ধরণ | অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | প্রশিক্ষণের সময়কাল |
|---|---|---|---|
| ১) | কম্পিউটার অপারেটরগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ | ১৯/০৫/১৬ থেকে ২১/০৫/১৬ | ০৩ দিন |
| ২) | কম্পিউটার অপারেটরগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ | ১২/০১/১৭ থেকে ১৪/০১/১৭ | ০৩ দিন |
| ৩) | মাস্টার ট্রেইনার/ফিল্ড সুপারভাইজারগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ | ২৯/০৫/১৬ থেকে ৩১/০৫/১৬ | ০৩ দিন |
| ৪) | মাস্টার ট্রেইনার/ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ | ২৯/১২/১৬ থেকে ৩১/১২/১৬ | ০৩ দিন |

**৩.৯ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমন্বয় সভার তথ্যাবলী**

টেবিল-৩.১০

| ক্রমিক | জেলার নাম | ২০১৪-২০১৫ সালের অনুষ্ঠিত সভার তথ্য | ২০১৫-২০১৬ সালের অনুষ্ঠিত সভার তথ্য | ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার তথ্য | মোট সভার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | ঢাকা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০২. | টাংগাইল | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৩. | ময়মনসিংহ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৪. | মুন্সীগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৫. | মানিকগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৬. | নরসিংদী | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৭. | গোপালগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৮. | রাজবাড়ী | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ০৯. | মাদারীপুর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১০. | নেত্রকোনা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১১. | ফরিদপুর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১২. | কিশোরগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৩. | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৪. | কুমিল্লা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৫. | চট্রগ্রাম | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৬. | কক্সবাজার | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৭. | নোয়াখালী | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৮. | রাংগামাটি | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ১৯. | চাঁদপুর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২০. | খুলনা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২১. | বাগেরহাট | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২২. | নড়াইল | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৩. | মাগুরা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৪. | যশোর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৫. | ঝিনাইদহ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৬. | কুষ্টিয়া | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৭. | সাতক্ষীরা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৮. | নওগাঁ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ২৯. | নীলফামারী | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩০. | পাবনা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩১. | গাইবান্ধা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩২. | সিরাজগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩৩. | বগুড়া | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩৪. | ঠাকুরগাঁও | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩৫. | কুড়িগ্রাম | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩৬. | পঞ্চগড় | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩৭. | দিনাজপুর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |

| ক্রমিক | জেলার নাম | ২০১৪-২০১৫ সালের অনুষ্ঠিত সভার তথ্য | ২০১৫-২০১৬ সালের অনুষ্ঠিত সভার তথ্য | ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার তথ্য | মোট সভার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৮. | রংপুর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৩৯. | রাজশাহী | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪০. | লালমনিরহাট | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪১. | বরিশাল | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪২. | পিরোজপুর | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৩. | পটুয়াখালী | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৪. | ভোলা | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৫. | সিলেট | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৬. | মৌলভীবাজার | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৭. | সুনামগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৮. | হবিগঞ্জ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ |
| ৪৯. | নারায়ণগঞ্জ | -- | ৬ | ৬ | ১২ |
| ৫০. | গাজীপুর | -- | ৬ | ৬ | ১২ |
| ৫১. | ফেনী | -- | ৬ | ৬ | ১২ |
| ৫২. | বরগুনা | -- | ৬ | ৬ | ১২ |
| ৫৩. | নাটোর | -- | ৬ | ৬ | ১২ |

* সকল জেলায় অনুষ্ঠিত মোট শিক্ষক সমন্বয় সভা = ৭৮০ টি

### ৩.১০ সহকারী পরিচালকগণের ঢাকায় অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার তথ্যাবলী

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সকল জেলার সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে যে সকল সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার তথ্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

টেবিল-৩.১১

| ক্রমিক | অর্থবছর | সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | মোট সভা |
|---|---|---|---|
| (০১) | ২০১৪-১৫ | ০৪/০৪/২০১৫ | ০১ টি |
| (০২) | ” | ২০/০৬/২০১৫ | ০১ টি |
| (০৩) | ২০১৫-১৬ | ০৩/১০/২০১৫ | ০১ টি |
| (০৪) | ” | ১২/০২/২০১৬ | ০১ টি |
| (০৫) | ” | ২৪/০৬/২০১৬ | ০১ টি |
| (০৬) | ২০১৬-১৭ | ২৪/০৯/২০১৬ | ০১ টি |
| (০৭) | ” | ২১/১২/২০১৬ | ০১ টি |
| (০৮) | ” | ২৭/০৫/২০১৭ | ০১ টি |

*মোট সমন্বয় সভা = ০৮টি

**৩.১১ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :**

টেবিল-৩.১২

| ক্রমিক | অর্থবছর | মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | মোট সভা |
|---|---|---|---|
| ১) | ২০১৪-১৫ | ১১/০৯/২০১৪ | ০১ টি |
| ২) | ” | ২৫/০৬/২০১৫ | ০১ টি |
| ৩) | ২০১৫-১৬ | ৩০/০৯/২০১৫ | ০১ টি |
| ৪) | ” | ১২/১১/২০১৫ | ০১ টি |
| ৫) | ” | ১০/১২/২০১৫ | ০১ টি |
| ৬) | ” | ১৪/০১/২০১৬ | ০১ টি |
| ৭) | ২০১৬-১৭ | ২৯/০৮/২০১৬ | ০১ টি |
| ৮) | ” | ২৩/১০/২০১৬ | ০১ টি |
| ৯) | ” | ১০/১১/২০১৬ | ০১ টি |
| ১০) | ” | ০৮/১২/২০১৬ | ০১ টি |
| ১১) | ” | ৩০/০১/২০১৭ | ০১ টি |

* মোট মাসিক সমন্বয় সভার সংখ্যা = ১১টি

# অধ্যায়-৪
# মূল্যায়ন পদ্ধতি

**৪.১ মূল্যায়ন কার্যক্রমের পটভূমি :**

প্রকল্প মূল্যায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজটি করা হয় সাধারণত প্রকল্পের শুরুতে, মাঝামাঝি সময়ে, প্রকল্পের শেষে আবার কখনওবা প্রকল্পটি শেষ হয়ে যাওয়ারও ৪/৫ বছর পরে। মূল্যায়ন করা হয় মূলত যে লক্ষ্য/উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল তা অর্জিত হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য বা যে লক্ষ্য/উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার অর্জন বিদ্যমান কাঠামোর মধ্য দিয়ে সম্ভব কি না জানার জন্য।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৪খ্রিঃ হতে জুন, ২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটির অনুমোদিত দলিলে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, যেকোন প্রকল্প তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা তথা অপরিহার্যতা নির্ভর করে।

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি তার প্রধান প্রধান লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে তা যাচাই ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এ মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

**৪.২ মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ :**

১. মূল্যায়ন ও গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। শিক্ষা সম্পর্কিত এ প্রকল্পটির মূল্যায়নের উদ্দেশ্য প্রকল্পের শিক্ষার্থীর প্রাক-পঠন, লিখন (রাইটিং), প্রাক-গণিত এবং হিসাব (নিউম্যারিসি ও অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়ে অর্জিত যোগ্যতার গুণগত ও পরিমাণগত মান নিরূপন এবং সমাজে এ প্রকল্প কোন সুফল আনছে কিনা তা যাচাই করা। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রধান কাজ ছিল নির্দিষ্ট কতগুলো নির্ধারক ও প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে এ প্রকল্পের সফলতা, দূর্বলতা ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সমাধানের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিস্ট সুপারিশ প্রনয়ণ করা। সাথে সাথে কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপ করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা সুপারিশ করা।

**২. মূল্যায়নের জন্য উপরোল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।**

১) প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, তবে কতটা ?
২) কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে ?
৩) এ প্রকল্পের কার্যক্রম কতটা কার্যকরী হয়েছে ?
৪) সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীরা কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং এ প্রকল্পের প্রধান প্রধান ফলাফলগুলি কি কি ?
৫) কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা ?
৬) শিক্ষাদানের অগ্রগতি সন্তোষজনক কিনা ?
৭) শিক্ষাপোকরণ যথাসময়ে সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে কিনা ?
৮) প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা? প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটিবিচ্যুতি আছে কিনা ?
৯) প্রকল্পের সংগে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা এবং জনগণের কাছে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা ? প্রকল্পের লক্ষ্য এবং অর্জনসমূহের মধ্যে কি কি বিচ্যুতি ঘটেছে ?
১০) ব্যয়ের হিসাবে প্রকল্পটি সফল কিনা ?
১১) সর্বোপরি প্রকল্পটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সনাতন ধর্মের শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী করে তাদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে?

**৩. এতদভিন্ন নিম্ন-লিখিত বিষয়সমূহকেও মূল্যায়নের অন্তর্ভূক্ত করা হয় :**

(ক) শিক্ষার্থী (খ) শিক্ষক (গ) সংগঠন (ঘ) ব্যবস্থাপনা (ঙ) পরিদর্শন (চ) শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ মুদ্রণ, সংগ্রহ ও বিতরণ (ছ) শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার (জ) পাঠ মূল্যায়ন (ঝ) শিক্ষার মান (লিখিত, মৌখিক, শিক্ষার্থী উপস্থিতি), (ঞ) শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (ট) শিক্ষক সম্মানী (ঠ) শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সুপারভাইজারদের সম্পাদিত কাজের মান (ড) প্রশিক্ষণ (ঢ) স্থানীয় অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ (কমিউনিটি পার্টিসিপেশন) (ণ) শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থান এবং (ত) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়।

### ৪.৩ মূল্যায়ন কমিটি গঠন :

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি ও বাজেট সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে। প্রকল্প দলিলে বর্ণিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নাম সংগ্রহপূর্বক ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এ মূল্যায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি ও মূল্যায়নের জন্য উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক গঠিত এ মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে।

**৪.৩.১ মূল্যায়নের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যগণের তালিকা** টেবিল-৪.১

| | | |
|---|---|---|
| ০১। | জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | সভাপতি |
| ০২। | জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)<br>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৩। | জনাব রঞ্জিত কুমার দাস, সচিব (সরকারের যুগ্ম সচিব), হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট<br>১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৪। | জনাব মোঃ আবদুল হক, যুগ্মসচিব, বাজেট-৭, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৫। | জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৬। | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ-পরিচালক, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৭। | জনাব কাকলী রাণী মজুমদার, উপ-পরিচালক (অতিঃ দাঃ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়, ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৮ | জনাব স্বপন কুমার বড়াল (অতিরিক্ত-সচিব) প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়, ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। | সদস্য সচিব |

**৪.৩.২ মূল্যায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটির সদস্যগণের তালিকা** টেবিল-৪.২

| | | |
|---|---|---|
| ০১। | জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। | সভাপতি |
| ০২। | জনাব মোঃ আবদুল হক, যুগ্ম সচিব, বাজেট-৭, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৩। | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৪। | জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা | সদস্য |
| ০৫। | জনাব শেখ শামছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৬। | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ-পরিচালক, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। | সদস্য |
| ০৭। | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | সদস্য |
| ০৮। | জনাব স্বপন কুমার বড়াল (অতিরিক্ত-সচিব), প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়, ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। | সদস্য সচিব |

### ৪.৪ কার্য পরিধি :

আলোচ্য প্রকল্পের সম্পাদিত কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য উপরে বর্ণিত কমিটি সমূহ কাজ করে। এ মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি ছিল-

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন, পরিস্থিতি যাচাই এবং মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা।
- ভবিষ্যৎ প্রকল্পের কার্যকারিতা নির্ণয় এবং প্রকল্প কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য কি ধরণের উদ্যোগ অথবা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা নির্ণয় করা।
- প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রভাব এবং প্রাসঙ্গিক মান নির্ধারণ করা।
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গতিশীল দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করা।

- কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা এবং সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সমাধানের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করা।
- প্রকল্পের সংগে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা এবং জনগণের কাছে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।
- প্রকল্পের অন্তর্গত বিষয়গুলোর এবং পৃথকভাবে প্রকল্পের উপাদানসমূহের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন করা।

**৪.৫ মূল্যায়ন পদ্ধতি :**

প্রকল্প মূল্যায়নকালে প্রকল্পের শিক্ষার্থী, প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের অর্জিত মানের তারতম্য বিবেচনায় আনা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে করে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটি দায়িত্ব পালন এবং প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন করতে পারে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

**৪.৬ ধারনাগত পরিকাঠামো :**

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারিত/প্রণীত প্রশ্নশৈলী ব্যবহার করে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন করে প্রকল্পের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। এতে গুণবাচক ও পরিমানবাচক উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে লক্ষ্য ও বাস্তবায়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

এ প্রকল্পের লক্ষ্য এবং ফলাফলের মধ্যে কার্য-কারণ সর্ম্পক স্থাপনের ক্ষেত্রে তেমন কোন জটিলতা পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা প্রতি বছরই কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। তবে শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা সমাজে কি ধরনের প্রভাব ফেলছে তা নির্ণয় করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এরপরও প্রকল্প কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কিভাবে এবং কি পরিমান প্রভাব ফেলছে তা নিচে দেখানো হলো ঃ-

**ধারণাগত পরিকাঠামোভিত্তিক প্রকল্পের কার্যক্রম, অর্জন, ফলাফল ও প্রভাব** **টেবিল-৪.৩**

| শিক্ষা কার্যক্রম | প্রক্রিয়া | অর্জন | ফলাফল | প্রভাব |
|---|---|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম | প্রকল্প মেয়াদে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫৭৫০ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। | প্রকল্প মেয়াদের ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৪৯৫,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান এবং ১৮,৭৫০ জন বয়স্ককে সাক্ষরতা দান। চলতি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১,৬৫,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান এবং ৬,২৫০ জন বয়স্ককে সাক্ষরতা দান অব্যাহত রয়েছে। | ৪,৯৫,০০০ জন শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছে। | সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা গ্রহণ ও তা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ। শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, সমাজে অবহেলিত ও বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জীবন প্রণালী, আয় ও পেশায় পরিবর্তন, পারিবারিক জীবন উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন। |
| প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | ৫৩ টি আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের আওতায় মোট ৫৭৫০ জন শিক্ষককে ০৩দিন ব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রতি বছর ০১ দিনের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | প্রকল্প মেয়াদে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৫৭৫০ জন শিক্ষককে ৩ দিন ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ৫৭৫০ জনকে প্রতি বছর ০১ দিনের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক যথাযথ শিক্ষাদান পদ্ধতি আয়ত্বের মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে প্রাণবন্তভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। |

| শিক্ষা কার্যক্রম | প্রক্রিয়া | অর্জন | ফলাফল | প্রভাব |
|---|---|---|---|---|
| প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | ৫৩ টি আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের আওতায় ৫৭৫০ জন শিক্ষককে প্রতি দুই মাসে মাসিক সমন্বয় সভায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | প্রকল্প মেয়াদে ৫৩ টি আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের আওতায় ৫৭৫০ জন শিক্ষককে প্রতি ২ মাসে মাসিক সমন্বয় সভায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | পাঠদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন হয়েছে। পাঠদানের সর্বশেষ উন্নত কৌশলসমূহের প্রয়োগ চর্চা করানো হয়েছে। | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক যথাযথ শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। |

প্রকল্পটি চলমান শিক্ষা কার্যক্রমমূলক প্রকল্প। ফলে প্রকল্প কার্যক্রম সমাজ ও দেশের উপর তাৎক্ষনিক কী প্রভাব বিস্তার করেছে তা নির্ণয় করা হয়নি। সাধারণতঃ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় এবং শিক্ষাবর্ষের শেষে বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে কী প্রভাব বিস্তার করেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**৪.৭ সাধারণ কর্ম পদ্ধতি :**

**মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি ছিল ঃ**

১. শিক্ষার্থী এবং উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মাঠ পর্যায়ের (Grass root level) সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Source/Data)।

২. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি দলিল ও প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক উপাত্ত (Secondary Source/Data)।

৩. যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে সেগুলো ছিল গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় প্রকৃতির। পরিমাণবাচক উপাত্তের উৎস প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেয়া তথ্যসমূহ আর গুনগত উপাত্তের উৎস ছিল বাছাইকৃত কেন্দ্রের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুপারভাইজার, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির (CMC) সদস্য, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি।

৪. সেকেন্ডারি উপাত্তগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র এবং প্রকল্প অফিসে রক্ষিত দাপ্তরিক দলিলপত্র থেকে। শিক্ষার্থীদের মান যাচাই এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিকের উপর মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাদের মতামত সংগ্রহের জন্য কতগুলো সুনির্দিস্ট প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

**৪.৮ পূর্ববর্তী বিভিন্ন মূল্যায়ন কাজের নিরীক্ষণ :**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মান নির্ধারণ এবং উপকরণ তৈরি করার জন্য পূর্ববর্তী বিভিন্ন মূল্যায়ন ও গবেষণা কাজ নিরীক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক দলিল পত্রসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মূল্যায়ন কমিটি প্রাথমিক দলিলগুলি সংগ্রহ করেছে। বর্তমান মূল্যায়নে মূল কমিটি নিচের দলিলগুলোকে প্রাসঙ্গিক বলে চিহ্নিত করেছে। এগুলো থেকেই এ গবেষণার জন্য নমুনা, নকশা ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র (উপকরণ) এবং বিশ্লেষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে ঃ

- মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ডিপিপি
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির রুটিন
- ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ এর বার্ষিক অগ্রতির প্রতিবেদন
- পরিদর্শনসহ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ছক
- প্রাসঙ্গিক যাবতীয় দলিল

মূল্যায়ন কমিটি উপরোল্লিখিত দলিলগুলো ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছে। এ পর্যালোচনা থেকে বর্তমান প্রকল্প মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় উপাত্তের উৎস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পাওয়া গেছে।

**৪.৯ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা :**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আলোচনা যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। এ আলোচনা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে মূল্যায়ন কমিটিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

**৪.১০ প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা :**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, লক্ষ্যিত দলসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এ প্রকল্পের অর্জন ও ফলাফল সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার জন্য কমিটির সদস্যগণ ২৪টি জেলার ১২০টি শিক্ষা কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

শিক্ষামূলক এ প্রকল্পের গতিশীল কর্ম পদ্ধতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রকল্প কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের সঠিক দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণা কাজের নিরীক্ষণ।

**৪.১১ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ :**

গভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য এ মূল্যায়ন কর্মকান্ডে পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় প্রকার উপাত্তের প্রয়োজন হয়েছে। প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকে উভয় প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

চলমান এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর পরিমাণবাচক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় । পূর্ব প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতির মান নির্ধারণ ছিল এ নমুনা জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য।

উত্তর দাতার শ্রেণি বিন্যাস ঃ

- দৈবচয়নকৃত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের শিক্ষার্থীগণ।
- দৈবচয়নকৃত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ।
- শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের নিমিত্তে নিয়োজিত ফিল্ড সুপারভাইজারগণ।
- স্থানীয় অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।
- জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ।
- প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

এ গবেষণার তথা মূল্যায়ন কাজের লক্ষ্য ছিল পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ করা । গুণবাচক উপাত্তের জন্য সর্বমোট ১২০টি কেন্দ্র থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

**৪.১২ মূল্যায়ন কৌশল :**

প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত কাজের পরিধি থেকে মূল্যায়ন কাজ এবং নমুনা নকশা তৈরির ক্ষেত্রে কিছুটা সহযোগিতা পাওয়া গেছে। মূল্যায়নের নকশার ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সুপারভাইজারসহ সকলের কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর আলোকপাত করা উচিত, সংশ্লিস্ট নমুনাগুলি এবং ফলাফলসমূহ আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা উচিত, চাহিদা অনুযায়ী সকল স্তরের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক নকশা ব্যবহার করা উচিত। আলোচ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলো কিছুটা অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

**৪.১৩ নমুনায়ন কৌশল :**

মূল্যায়নকে অধিকতর তথ্যভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের নির্ধারিত ৫৩টি জেলার মধ্যে ২৪টি (৫০%) জেলাকে নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত ২৪টি জেলার প্রতিটিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৪টি ও বয়স্ক স্তরের ১টি কেন্দ্র নমুনা হিসেবে নিয়ে প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরিদর্শনকালে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় বাস্তবসম্মত ১টি প্রশ্নশৈলী প্রস্তুত করা হয়। মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য দৈবচয়ন নমুনা নির্ধারণের ভিত্তিতে কেন্দ্র নির্বাচিত করে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুপারভাইজার, জেলা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণকে উত্তরদাতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও প্রণীত নীতিমালাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এর কতটা বাস্তবায়িত/অর্জিত হয়েছে এবং অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার ব্যবহারিক ও গুণগতমান কোন পর্যায়ে তা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**৪.১৪ জেলা, কেন্দ্র ও শিক্ষার্থী নির্বাচন :**

মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা তথা কেন্দ্র নির্বাচন করে কর্মসুচীর সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুপারভাইজার, জেলা কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উত্তরদাতা হিসেবে নমুনাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের মোট ৫৩ টি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্য থেকে ২৪টি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন ২৪ জেলা থেকে (প্রতি জেলায় ৪টি প্রাক-প্রাথমিক ও ১টি বয়স্ক কেন্দ্র থেকে) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৪.১৫ মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত ও পরিদর্শনকৃত জেলা ও উপজেলাসমূহের তথ্য :**

মূল্যায়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ২৭/১২/২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত (সংযোজনী-১) অনুসারে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত জেলার পরিদর্শনকৃত কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**টেবিল-৪.৪**

| ক্রমিক | মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | পরিদর্শনকৃত কেন্দ্র সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১। | জনাব স্বপন কুমার বড়াল (অতিরিক্ত-সচিব) প্রকল্প পরিচালক মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়। | রংপুর | সদর, গংগাচড়া | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | পঞ্চগড় | সদর, বোদা, অটায়ারী | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |

| ক্রমিক | মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | পরিদর্শনকৃত কেন্দ্র সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | কুড়িগ্রাম | সদর, উলিপুর, ফুলবাড়ি | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০২। | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন<br>উপ-সচিব<br>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | হবিগঞ্জ | চুনারুঘাট | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | সুনামগঞ্জ | সদর, জামালগঞ্জ | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | ফরিদপুর | সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০৩। | জনাব শেখ শামছুর রহমান<br>সিনিয়র সহকারী প্রধান<br>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | খাগড়াছড়ি | সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | বান্দরবান | সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | সাতক্ষীরা | সদর, তালা, কালীগঞ্জ | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০৪। | জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী<br>উপ-পরিচালক<br>আইএমইডি<br>শেরে বাংলা নগর, ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | রূপগঞ্জ, সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | নেত্রকোনা | মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, সদর, পূর্বধলা | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | নরসিংদী | সদর, রায়পুরা, পলাশ | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০৫। | জনাব তওহীদ আহমদ সজল<br>সিনিয়র সহকারী প্রধান<br>পরিকল্পনা কমিশন<br>শেরেবাংলা নগর, ঢাকা | রাজবাড়ী | গোয়ালন্দ, সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | নড়াইল | সদর, কালিয়া, লোহাগড়া | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | বাগেরহাট | সদর, মোল্লাহাট, কচুয়া | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০৬। | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস<br>ফিল্ড অফিসার<br>হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ঝালকাঠি | সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | ভোলা | তজুমুদ্দিন, দৌলতখান, সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | পিরোজপুর | সদর, নাজিরপুর, ভান্ডারিয়া | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০৭। | জনাব কাকলী রাণী মজুমদার<br>উপ-পরিচালক (অঃ দাঃ)<br>মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা<br>কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প<br>হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | পাবনা | সদর, আটঘরিয়া | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | নাটোর | সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | জয়পুরহাট | সদর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| ০৮। | জনাব নিত্যজিত মহাজন<br>সহকারী পরিচালক<br>মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা<br>কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প<br>হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। | ফেনী | সদর, দাগনভূঞা, সোনাগাজী | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | চাঁদপুর | সদর, মতলব দক্ষিণ | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | সদর, বিজয়নগর ও নাসিরনগর | প্রাক্-প্রাথমিক - ৪টি<br>বয়স্ক - ১টি | |
| | **মোট** | **২৪ টি** | **৫৩ টি** | **প্রাক্ প্রাথমিক- ৯৬টি**<br>**বয়স্ক - ২৪টি**<br>**সর্বমোট - ১২০টি** | |

**৪.১৬ প্রশ্নশৈলী তৈরি :**

মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নশৈলী চূড়ান্ত করে। (সংযোজনী-০৯,১০)

**৪.১৭ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণসমূহ :**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে মূলতঃ দু'ধরণের উপকরণ ব্যবহার করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে উত্তরদাতাদের এ গবেষণার আওতাভূক্ত করা হয়। এই উপকরণ গুলো হচ্ছে ঃ- (১) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান সংক্রান্ত মূল্যায়ন (সরেজমিনে কেন্দ্র পরিদর্শন করে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করে মান যাচাই করা হয়েছে) এবং (২) প্রশ্নমালা।

**৪.১৮ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন :**

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের চলতি শিক্ষাবর্ষে নির্বাচিত কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠ অগ্রগতির অর্জিত মান যাচাই বা পরীক্ষা করার জন্য সরেজমিনে কেন্দ্র পরিদর্শনকালীন তাদের পাঠ্য বইয়ের বর্তমান সময় পর্যন্ত পঠিত বিষয়সমূহের উপর মৌখিক ও অনুশীলন খাতার মাধ্যমে লেখার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষার্থীদের মনঃস্তাত্ত্বিক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রশ্ন করা হয়েছে। মূল্যায়নকালীন কেন্দ্রের পরিবেশ আনন্দঘন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের সকল উপকরণ সময় মতো পেয়েছে কিনা তা সম্মিলিতভাবে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৪.১৯ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ :**

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র মোতাবেক প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতির মান পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সরেজমিনে কেন্দ্র পরিদর্শন করে তাদের ক্যাটাগরি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাসস্থান, সম্মানী প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, শিক্ষাদানে সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রটির অনুলিপি প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে (সংযোজনী-০৮, ০৯)।

**৪.২০ সুপারভাইজার এবং সহকারী পরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :**

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ফিল্ড সুপারভাইজারগণ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত সহকারী পরিচালকদের জন্য সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং চিহ্নিত সমস্যাসমূহ ও তার সমাধানের উপায় নির্ধারণেও তাঁদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে আলাদা কোন সাক্ষাৎকার তফসিল প্রণয়ন ও তা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও নানান কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

**৪.২১ প্রকল্পের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয় হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরিদর্শকের মতামত :**

প্রশ্নশৈলীর 'ঙ' অংশে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত কিছু প্রশ্নমালা রয়েছে। এসকল প্রশ্নমালা পুরণে উক্ত কর্মকর্তাগণ শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, স্থানীয় হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

**৪.২২ প্রকল্প অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ :**

প্রকল্প অফিস থেকে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য আলাদা কোন ফরমেট ব্যবহার করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক যাবতীয় ফর্ম এবং রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৪.২৩ উপকরণ চূড়ান্তকরণ :**

সকল উপকরণ চূড়ান্ত করা হয় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সভার মাধ্যমে। উপকরণগুলি চূড়ান্ত করণের ক্ষেত্রে প্রি-টেস্টের মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করে তা চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমানে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

**৪.২৪ মাঠ পর্যায়ে জরিপ :**

**৪.২৪.১ নিয়োগের জন্য বাছাই ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা এবং প্রশিক্ষণ :**

মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জরিপ করা হয়। জরিপ কাজের জন্য আলাদা কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। মূল্যায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যগণই জরিপ কাজ পরিচালনা করেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিল্ড সুপারভাইজার এবং জেলা কর্মকর্তাগণ জরিপ কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এ সকল কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ছাড়া প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রয়োজন হয়নি।

**৪.২৪.২ মাঠ পর্যায়ের কাজ :**

তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয় ফেব্রুয়ারি ও মার্চ, ২০১৭ সময়কালে। মূল্যায়নে যাতে বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় সেজন্য শহর অঞ্চলের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকেও কেন্দ্র নির্বাচন করে সেখানে গমন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচিত প্রতিটি জেলায় ২টি স্তরের কমপক্ষে ৫টি কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক প্রশ্নশৈলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ০৮ জন সদস্য ২৪ জেলার ৫৩ টি উপজেলার ১২০টি শিক্ষা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরিদর্শনকালে জেলা কর্মকর্তা, ফিল্ড সুপারভাইজার, কেন্দ্র শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং জেলা, উপজেলা ও কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

**৪.২৪.৩ প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ :**

উপাত্ত সংগ্রহকালে প্রত্যেক সদস্য প্রশ্নপত্র পূরণ করে তা পুনরায় যাচাই করেছেন। এতে করে বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতি, অ-নমুনায়ন, ভুল-ত্রুটি এবং অস্পস্টতা দূরীভূত হয়। সংগৃহীত উপাত্তসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। কম্পিউটারে উপাত্ত সংশ্লিস্ট যে কাজগুলি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে উপাত্তসমূহ কম্পিউটারে এন্ট্রি করা। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্লেষণ এবং ট্যাবুলেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী উপাত্তসমূহ প্রক্রিয়া করা হয়।

এই বিশ্লেষণ প্রকল্প কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের মান ভাল ও মন্দ হবার পেছনে কী কী বিষয় কাজ করে সেগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছে।

**৪.২৫.৪ মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতাসমূহ :**

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্রটির কোন প্রি-টেস্ট করা হয়নি। ফলে তথ্য সংগ্রহকালে কোন কোন আইটেমে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতির মান যাচাইয়ের জন্য কোন উপকরণ প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সার্বিক মান যাচাই করা কঠিন হয়েছে। এতে সময়েরও বেশ অপচয় ঘটেছে। এ প্রকল্প থেকে যারা সাক্ষরতা অর্জন করেছে তারা ব্যক্তি, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কি ধরণের প্রভাব তথা অবদান রাখছে তা যাচাই করার জন্য কোন ব্যবস্থা (Impact study) মূল্যায়ন কাজে ছিল না। ফিল্ড সুপারভাইজার, শিক্ষক, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত এবং আলাদাভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন পরিচালনা করা প্রয়োজন ছিল। এ মূল্যায়ন কাজে তা করা সম্ভব হয়নি। জেলা কর্মকর্তা, প্রকল্প কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের জন্য আলাদা আলাদা সাক্ষাৎকার এবং চেকলিষ্ট প্রণয়ন করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয়নি। মূল্যায়ন কাজে প্রকল্প অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্যও চেকলিষ্ট ফর্ম প্রণয়ন করা প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়নি। এছাড়া উপাত্ত যাচাই তালিকাও এ মূল্যায়ন কাজে ছিল না। মূল্যায়ন কাজে আর্থিক বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা এবং অপ্রতুল সময় এসব সীমাবদ্ধতার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

# অধ্যায়- ৫
# প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম ৫৩টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জেলাভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা আদমশুমারী -২০১১ এর হিন্দু জনসংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের জেলা কার্যালয়সমূহের মধ্য থেকে ৮টি বিভাগের ২৪টি জেলাকে নির্বাচন করে নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালিত হয়।

নির্বাচিত ২৪ জেলার প্রত্যেকটি জেলা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৪টি প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং ১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র মোট ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র এবং ২৪ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের সরেজমিনে সংগ্রহকৃত প্রাইমারী তথ্য উপাত্ত এবং প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের রিপোর্ট এবং অন্যান্য দলিল পত্রাদি থেকে সেকেন্ডারী তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

**৫.১ প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের জরীপে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ :**

মূল্যায়ন কমিটির ৮ জন সদস্য প্রকল্পভুক্ত ২৪টি জেলা থেকে প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রতি জেলা থেকে ০৪টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ০১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সদস্যগণ সরেজমিনে ঐ সকল শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। এ পর্যায়ে ০৮ জন সদস্য প্রকল্পভুক্ত ২৪টি জেলার ৫৩টি উপজেলা থেকে সর্বমোট ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ২৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে সরেজমিন মূল্যায়ন ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করে। কমিটির সদস্যদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা নিম্নরূপঃ

**৫.১.১ শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থান :**

নমুনা হিসেবে গৃহীত প্রকল্পের ১২০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌত অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

**শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌত অবস্থান** টেবিল-৫.১

| | মন্দির | মঠ | আশ্রম | স্কুলগৃহ | কাচারী | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সংখ্যা | ১১৫ | -- | ০৪ | -- | ০১ | -- | ১২০ |

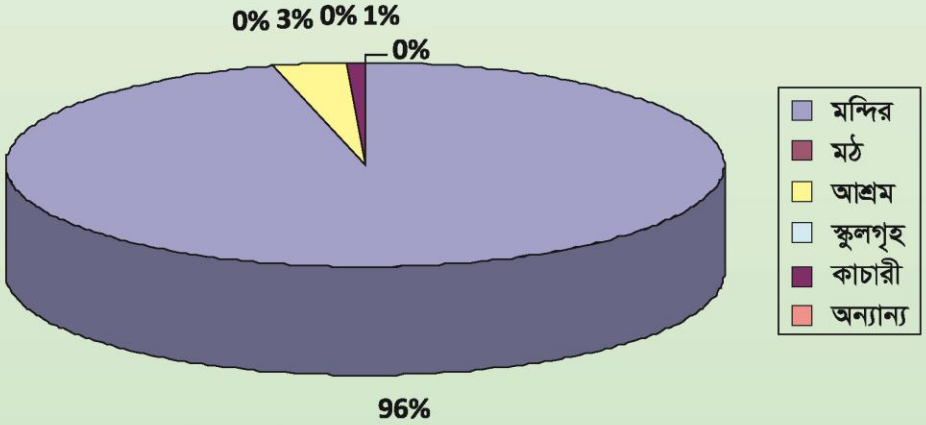


**চিত্র- ৫.১ শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌত অবস্থান**

নমুনায়িত ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের ৯৬% শিক্ষাকেন্দ্র মন্দিরে অবস্থিত। ৩% শিক্ষাকেন্দ্র আশ্রমে, ১% কাচারীতে অবস্থিত। মঠ, স্কুলগৃহ বা অন্যান্য স্থানে কোন শিক্ষাকেন্দ্র নেই।

### ৫.১.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি এবং শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন :

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা নিম্নরূপঃ

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি এবং শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন** টেবিল -৫.২

| ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা | জন্মনিবন্ধন সনদধারী শিক্ষার্থী সংখ্যা | জন্ম সনদধারী শিক্ষার্থীর শতকরা হার |
|---|---|---|
| ২৮৮০ জন | ২৩৮৯ জন | ৮৩% |

**চিত্র - ৫.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্মনিবন্ধন**

প্রকল্পের শিক্ষকের প্রতি অন্যতম নির্দেশনা ছিল ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং সে আলোকে দেখা যায় যে, নমুনায়িত কেন্দ্রগুলোর ৮৩% শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে।

### ৫.১.৩ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার :

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে কি কি ধরনের শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হয় এ বিষয়ে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক ও ২৪ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিম্নরূপঃ

**শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার** টেবিল- ৫.৩

| | | প্রাক-প্রাথমিক | | বয়স্ক | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক | শিক্ষাপোকরণের নাম | ব্যবহারকারী কেন্দ্র সংখ্যা | শতকরা হার | ব্যবহারকারী কেন্দ্র সংখ্যা | শতকরা হার |
| ১। | বই | ৯৬ | ১০০% | ২৪ | ১০০% |
| ২। | ক্যালেন্ডার | ৯৬ | ১০০% | ২৪ | ১০০% |
| ৩। | অনুশীলন খাতা | ৯৬ | ১০০% | ২৪ | ১০০% |
| ৪। | মাদুর | ৯৬ | ১০০% | ২৪ | ১০০% |
| ৫। | পেন্সিল | ৯৬ | ১০০% | ২৪ | ১০০% |
| ৬। | ব্লাকবোর্ড | ৯৬ | ১০০% | ২৪ | ১০০% |
| ৭। | রং পেন্সিল | ৯৬ | ১০০% | -- | -- |
| ৮। | ড্রয়িং পেপার | ৯৬ | ১০০% | -- | -- |
| ৯। | কাঁচি | ৯৬ | ১০০% | -- | -- |
| ১০। | অন্যান্য | ৬৭ | ৭০% | ১২ | ৫০% |

শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করা হয় কি না এ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১০০% শিক্ষাকেন্দ্রেই বই, ক্যালেন্ডার, অনুশীলন খাতা, মাদুর, চক, ব্লাকবোর্ড, রং পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার, কাঁচি প্রভৃতি শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হয়। তদুপরি ৬৭% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে এবং ৫০% বয়স্ক কেন্দ্রে নির্ধারিত শিক্ষাপোকরণ ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়। শতভাগ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেই পেন্সিল ও অনুশীলন খাতা ব্যবহার হয়ে থাকে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে রং পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার এবং কাঁচি সরবরাহ করা হয় না।

### ৫.১.৪ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপোকরণ প্রাপ্তির সময় :

প্রকল্পের মূল্যায়নাধীন ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনায় চলতি ২০১৭শিক্ষাবর্ষে প্রকল্পের শিক্ষাপোকরণ যথা বই, অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি প্রাপ্তির ছক নিম্নরূপঃ

**শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাপোকরণ প্রাপ্তির সময়** টেবিল-৫.৪

| ক্রমিক | মাসের নাম | উপকরণ প্রাপ্ত কেন্দ্রের সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১। | জানুয়ারি ২০১৭ | ১২০ টি | ১০০% |
| ২। | ফেব্রুয়ারি ২০১৭ | -- | -- |

শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষাপোকরণ প্রাপ্তির সময় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নমুনায়িত ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রেই (১০০%) জানুয়ারি ১৭ মাসে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাপোকরণ পৌছেছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অনুশীলন খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি উপকরণ শিক্ষার্থীদের লেখা শুরু করার সময় প্রয়োজন হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক জেলা কার্যালয় থেকে তা পরবর্তীতে নিয়ে থাকতে পারেন। সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাপোকরণ পৌছানো শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং এ প্রকল্পে সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাপোকরণ পৌছেছে।

### ৫.১.৫ শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়ন :

প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে তুলতে সাময়িক মূল্যায়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যে সকল যোগ্যতা নিয়ে যাওয়ার কথা সেগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানার জন্য পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত বিষয় ভিত্তিক প্রত্যাশিত যোগ্যতার আলোকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক একটি তারিখ নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা শিক্ষক সংরক্ষণ করে থাকেন। বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য অঞ্চল/জেলা কার্যালয় থেকে সহকারী পরিচালক ১০০ নম্বরের (৩০ লিখিত এবং ৭০ মৌখিক) প্রশ্নপত্র তৈরী করে ডিসেম্বর মাসের ৪-১২ তারিখের মধ্যে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফল প্রধান কার্যালয়সহ সকল জেলা অফিসে সংরক্ষণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ১২০টি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

**প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়ন** টেবিল-৫.৫

| শিক্ষাকেন্দ্র | পরিদর্শিত কেন্দ্র সংখ্যা | সাপ্তাহিক | ত্রৈমাসিক | ষান্মাষিক | বার্ষিক | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক | ৯৬ | ৬৪ (৬৬.৬৭%) | ৮২ (৮৫.৪২%) | ৬৩ (৬৫.৬৩%) | ৯৬ (১০০%) | ২ (২.০৮%) |
| বয়স্ক | ২৪ | ১৫ (৬২.৫০%) | ২২ (৯১.৬৭%) | ১২ (৫০%) | ২৪ (১০০%) | ২ (৮.৩৩%) |
| মোট | ১২০ | ৭৯ (৬৫.৮৩%) | ১০৪ (৮৬.৬৭%) | ৭৫ (৬২.৫%) | ১২০ (১০০%) | ৪ (৩%) |

শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাক প্রাথমিক এবং বয়স্ক সকল শিক্ষাস্তরেই শতভাগ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করেছে। তদুপরি, শিক্ষার্থী-দের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা সারিয়ে তুলতে ৬৫.৮৩% শিক্ষাকেন্দ্রে সাপ্তাহিক, ৮৬.৬৭% কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক এবং ৬২.৫০% কেন্দ্রে ষান্মাষিক ভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হয়েছে।

### ৫.১.৬ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান :

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার সাথে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, ছড়া, গান, গল্প, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারুকাজ এবং চিত্রাংকন প্রভৃতি বিষয় শেখানো হয়। শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিতকল্পে ছড়া, গান, গল্প, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, দৈনিক সমাবেশ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের জরিপে ৯৬ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি উল্লিখিত বিষয়গুলি শেখানো সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান** টেবিল-৫.৬

| ক্রমিক | বিষয়ের নাম | যতটি কেন্দ্রে শেখানো হয় | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ০১। | ক্রীড়া ও শরীরচর্চা | ৯৬ টি | ১০০% |
| ০২। | ছড়া, গান ও গল্প | ৯৬ টি | ১০০% |
| ০৩। | সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য | ৯৬ টি | ১০০% |
| ০৪। | চারু ও কারুকাজ | ৯৬ টি | ১০০% |
| ০৫। | চিত্রাংকন | ৯৬ টি | ১০০% |

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ১০০ ভাগ কেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত ছড়া, গান-গল্প, ক্রীড়া ও শরীর চর্চা, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারু কাজ এবং চিত্রাংকন বিষয়গুলো শিখানো হয়।

**৫.১.৭ শিক্ষাকেন্দ্রের অর্জিত শিক্ষার মান ও গ্রেডিং মান :**

নমুনায়িত শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে তথ্য সংগ্রহের সময় কেন্দ্রে শিক্ষার্থী উপস্থিতি, মৌখিক ও লিখিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মান সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতদসংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**শিক্ষাকেন্দ্রের অর্জিত শিক্ষার মান ও গ্রেডিং মান** টেবিল-৫.৭

| ক্রমিক | বিষয় | প্রাক-প্রাথমিক | | | | বয়স্ক | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | খুব ভালো (৮০-১০০%) | ভালো (৭০-৭৯%) | সন্তোষজনক (৬০-৬৯%) | সন্তোজনক নয় (৬০ এর নীচে) | খুব ভালো (৮০-১০০%) | ভালো (৭০-৭৯%) | সন্তোষজনক (৬০-৬৯%) |
| ১। | শিক্ষার্থীর মান (মৌখিক) | ৮০% | ১৮.৬৫% | ১.৩৫% | -- | ৫৫.২৫% | ৩৫.৭৮% | ৮.৯৭% |
| ২। | শিক্ষার্থীর মান (লিখিত) | ৬৫.৩০% | ৩২.৫০% | ২.২০% | -- | ২৫% | ৫০% | ২৫% |
| ৩। | শিক্ষার্থী উপস্থিতি | ৮৩.৩৩% | ১৫.৫৬% | ১.১১% | -- | ৫০% | ৪৫% | ৫% |

শিক্ষার্থী উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার মান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৮৩.৩৩% শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী উপস্থিতি খুবই ভালো (৮০% এর অধিক), ১৫.৫৬% কেন্দ্রে ভালো এবং ১.১১% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। শিক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষার মান ৮০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ১৮.৬৫% কেন্দ্রে ভালো, ১.৩৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। ৬৫.৩০% কেন্দ্রে শিক্ষার লিখিত মান খুব ভালো, ৩২.৫০% কেন্দ্রে ভালো এবং ২.২০ কেন্দ্রে সন্তোষজনক। অপরদিকে, বয়স্ক স্তরে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ৫০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৪৫% কেন্দ্রে ভালো এবং ৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। শিক্ষার মৌখিক মান ৫৫.২৫% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৩৫.৭৮% কেন্দ্রে ভালো, ৮.৯৭% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং লিখিত মান ২৫% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৫০% কেন্দ্রে ভালো এবং ২৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। শিক্ষার্থী উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয় এমন কোন শিক্ষাকেন্দ্র নমুনা বিশ্লেষণে পাওয়া যায়নি।

**৫.১.৮ কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা সংক্রান্ত :**

কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যের সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

**কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা** টেবিল- ৫.৮

| শিক্ষাস্তর | নমুনায়িত কেন্দ্র | গড় বার্ষিক সভা | কেন্দ্র প্রতি গড় (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬) | বার্ষিক গড় |
|---|---|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক | ৯৬ টি | ৮১২ টি | ৮.৪৫ টি | ৪.২২ টি |
| বয়স্ক | ২৪ টি | ১৭৭ টি | ৭.৩৮ টি | ৩.৬৯ টি |
| **মোট** | **১২০ টি** | **৯৮৯ টি** | **৮.২৪ টি** | **৪.১২ টি** |

কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূল্যায়নাধীন ৯৬টি প্রাক প্রাথমিক এবং ২৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সভার সংখ্যা যথাক্রমে ৮১২ টি এবং ১৭৭ টি। অর্থাৎ কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক গড় সভার সংখ্যা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৪.২২ টি এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩.৬৯ টি।

**৫.১.৯ কেন্দ্র পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য :**

মূল্যায়নকালে ১২০টি কেন্দ্রের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত প্রতিটি কেন্দ্র মাসে দুইবার পরিদর্শন করার কথা। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ, জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক, ফিল্ড সুপারভাইজার, কেন্দ্র কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দের সামগ্রিক পরিদর্শনের তথ্য চিত্র নিম্নরূপঃ

**প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন** টেবিল- ৫.৯

| পরিদর্শনকারী | কেন্দ্র সংখ্যা | | ৩ বছরে মোট পরিদর্শন (বার/দিন) | | কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক গড় পরিদর্শন (বার) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক |
| প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা | ৯৬ টি | ২৪ টি | ৪০ বার | ৪ বার | ১৪.০৯ বার | ৯.৮৮ বার |
| সহকারী পরিচালক (জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়) | ৯৬ টি | ২৪ টি | ১১৮৪ বার | ২২৫ বার | | |
| ফিল্ড সুপারভাইজার | ৯৬ টি | ২৪ টি | ২২১৮ বার | ৩৭৮ বার | | |

| পরিদর্শনকারী | কেন্দ্র সংখ্যা | | ৩ বছরে মোট পরিদর্শন (বার/দিন) | | কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক গড় পরিদর্শন (বার) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক | প্রাক-প্রাথমিক | বয়স্ক |
| মাস্টার ট্রেইনার | ৯৬ টি | ২৪ টি | ৭৫ বার | ১৫ বার | | |
| জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য | ৯৬ টি | ২৪ টি | ৩৮৫ বার | ৩৫ বার | | |
| অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা | ৯৬ টি | ২৪ টি | ১৫৭ বার | ৫৪ বার | | |
| **মোট** | **৯৬ টি** | **২৪ টি** | **৪০৫৯ বার** | **৭১১ বার** | | |

নমুনায়িত ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে ৩ বছরে মোট পরিদর্শন হয়েছে ৪০৫৯ বার অর্থাৎ কেন্দ্র প্রতি বাষিক পরিদর্শন ১৪.০৯ বার এবং ২৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৩ বছরে পরিদর্শন হয়েছে ৭১১ বার অর্থাৎ কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক পরিদর্শন ৯.৮৮ বার।

**৫.১.১০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী এবং ড্রপ-আউট সংক্রান্ত তথ্য :**

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সময় নমুনায়িত ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী ও ড্রপ আউট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বছর ভিত্তিক ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর তুলনামূলক বিবরণী এবং ড্রপ আউট সংক্রান্ত তথ্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং ড্রপ-আউট** টেবিল ঃ ৫.১০

| শিক্ষাবর্ষ | কেন্দ্র সংখ্যা | ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী | ছাত্র সংখ্যা | শতকরা হার | ছাত্রী সংখ্যা | শতকরা হার | ড্রপ আউটকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা | ড্রপ আউট (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৪ | ৯৬ টি | ২,৮৮০ জন | ১৬৩২ জন | ৫৬.৬৭% | ১২৪৮ জন | ৪৩.৩৩% | ২৮ জন | ০.৯৭% |
| ২০১৫ | ৯৬টি | ২,৮৮০ জন | ১৫৩৬ জন | ৫৩.৩৩% | ১৩৪৪ জন | ৪৬.৬৭% | ২৫ জন | ০.৮৬% |
| ২০১৬ | ৯৬টি | ২,৮৮০ জন | ১৩৪৪ জন | ৪৬.৬৭% | ১৫৩৬ জন | ৫৩.৩৩% | ৩০ জন | ১.০৪% |
| **মোট** | **২৮৮ টি** | **৮৬৪০ জন** | **৪৫১২ জন** | **–** | **৪১২৮ জন** | **–** | **৮৩ জন** | **–** |
| | কেন্দ্র প্রতি গড় | ৩০ জন | ১৫.৬৭ জন | ৫২.২২% | ১৪.৩৩ জন | ৪৭.৭৮% | – | – |

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং ড্রপ-আউট সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, নমুনা হিসেবে গৃহীত ৯৬টি শিক্ষাকেন্দ্র ২০১৪ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে প্রতি বছর গড়ে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত যথাক্রমে ৫৬.৬৭:৪৩.৩৩, ৫৩.৩৩:৪৬.৬৭ এবং ৪৬.৬৭:৫৩.৩৩। প্রতি শিক্ষাবর্ষে গড় ড্রপ আউটের পরিমাণ মাত্র ০.৯৫%। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং ড্রপ-আউট দেখানো হলো।

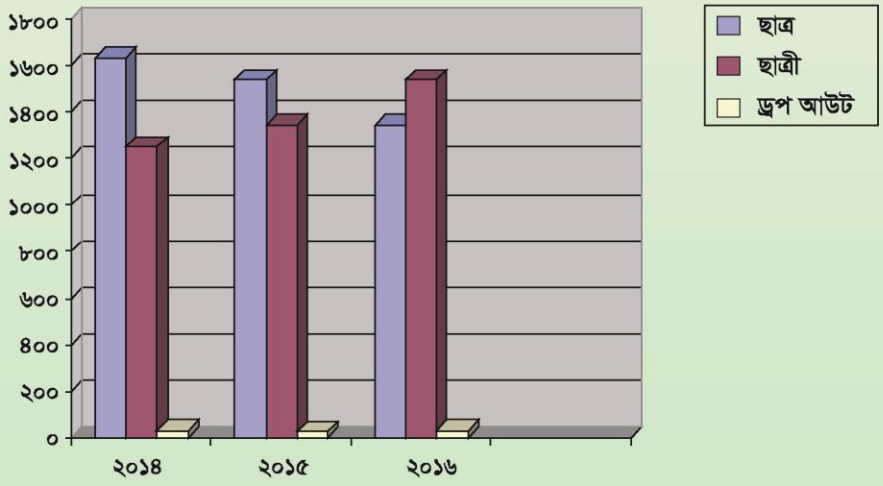


**চিত্র- ৫.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং ড্রপ-আউট**

### ৫.১.১১ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য :

মূল্যায়নের জন্য নমুনায়নকৃত ২৪ টি বয়স্ক কেন্দ্রের ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিকৃত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীর তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

**বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি**

টেবিল-৫.১১

| শিক্ষাবর্ষ | কেন্দ্র সংখ্যা | ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী | পুরুষ শিক্ষার্থী | শতকরা হার | মহিলা শিক্ষার্থী | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৪ | ২৪ টি | ৬০০ জন | ৭৫ জন | ১২.৫০% | ৫২৫ জন | ৮৭.৫% |
| ২০১৫ | ২৪ টি | ৬০০ জন | ৯২ জন | ১৫.৩৩% | ৫০৮ জন | ৮৪.৬৭% |
| ২০১৬ | ২৪ টি | ৬০০ জন | ৭৮ জন | ১৩% | ৫২২ জন | ৮৭% |
| **মোট** | **৭২ টি** | **১৮০০ জন** | **২৪৫ জন** | **–** | **১৫৫৫জন** | **–** |
| | কেন্দ্র প্রতি গড় | ২৫ জন | ২.৫৫ জন | ১৩.৬১% | ২১.৬০ জন | ৮৬.৩৯% |

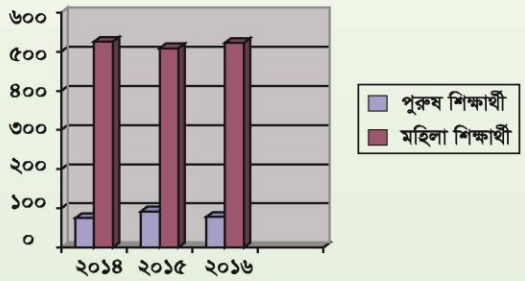


**চিত্র- ৫.৪ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি**

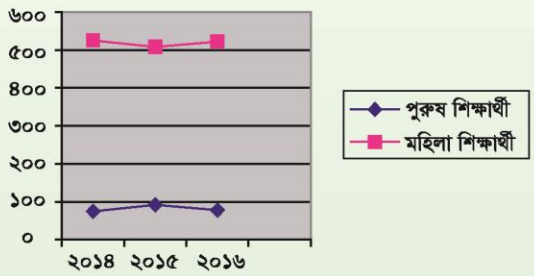


**চিত্র-৫.৫ বছর ভিত্তিক ভর্তিকৃত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থী**

বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৬ গুণ এবং মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। পুরুষেরা পারিবারিক/অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে বাইরে থাকার কারণে তাদের অংশগ্রহণ কম। অন্যদিকে, মহিলারা গৃহস্থালী কাজ শেষে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কাজের সময় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পড়ালেখার সুযোগ পাওয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বেশি।

### ৫.১.১২ শিক্ষার্থী উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য :

মূল্যায়নকালে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাসিক উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা নিম্নরূপঃ

**২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি**

টেবিল-৫.১২

| শিক্ষাস্তর | সর্বোচ্চ উপস্থিতি | | সর্বনিম্ন উপস্থিতি | | মাসিক গড় উপস্থিতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা (%) | সংখ্যা | শতকরা | সংখ্যা | শতকরা |
| প্রাক-প্রাথমিক | ৩০ জন | ১০০% | ২৫ জন | ৮৩% | ২৭ জন | ৯০% |
| বয়স্ক | ২৪ জন | ১০০% | ১৭ জন | ৭১% | ২০ জন | ৮৩% |

মূল্যায়নাধীন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বয়স্ক কেন্দ্রের তুলনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ভালো। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮৩% শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকলেও বয়স্ক কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তা ৭১%। প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক স্তরে মাসিক গড় উপস্থিতি যথাক্রমে ৯০% এবং ৮৩%।

### ৫.১.১৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি, কোর্স সম্পন্নকারী এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য :

নমুনায়িত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি, কোর্স সম্পন্নকারী, ড্রপ আউট এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি, কোর্স সম্পন্নকারী এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি** টেবিল-৫.১৩

| মোট ভর্তি | ছাত্র | ছাত্রী | কোর্স সম্পন্নকারী | ছাত্র | ছাত্রী | কোর্স সম্পন্নের হার | ড্রপ আউট | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি | ভর্তি না হওয়া শিক্ষার্থী সংখ্যা | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮৮০ জন | ১৩৪৪ জন | ১৫৩৬ জন | ২৮৫০ জন | ১৩৪০ জন | ১৫১০ জন | ৯৮.৯৫% | ৩০ জন | ২৭৩০ জন | ১২০ জন | ৯৫.৭৯% |

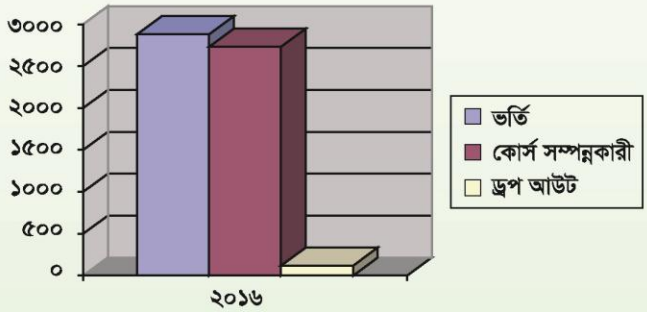


**চিত্র- ৫.৬ ঃ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত, কোর্স সম্পন্নকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী**

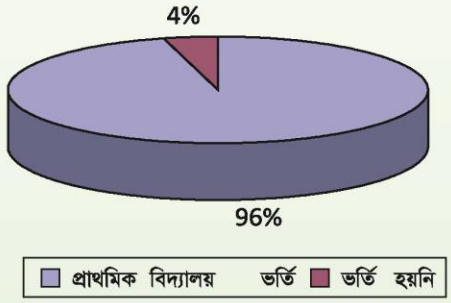


**চিত্র- ৫.৭ ঃ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি**

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি, কোর্স সম্পন্নকারী, ড্রপ আউট এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নমুনায়িত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী ২৮৮০ জন এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৫০ জন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৮.৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করেছে। ২০১৬ সালে মাত্র ৩০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়েছে/ড্রপ আউট হয়েছে যার হার মাত্র ১.০৪%। অপরদিকে, কোর্স সম্পন্নকারী ২৮৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ২৭৩০ জন। অর্থাৎ মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৫.৭৯% ।

**৫.১.১৪ প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া সংক্রান্ত তথ্য :**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিস্ট্য হলো প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার সংক্রান্ত তথ্য (টেবিল ৫.১৩) বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী মোট ১২০ জন শিক্ষার্থী (৪.২১%) কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি। কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী-দের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হওয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার কারণ** টেবিল-৫.১৪

| ক্রমিক | শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ার কারণ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১। | দরিদ্রতা | ০৮ জন | ৬.৬৭% |
| ২। | পিতা-মাতার অবহেলা | ১০ জন | ৮.৩৩% |
| ৩। | কাছাকাছি স্কুল না থাকা | ০৭ জন | ৫.৮৩% |
| ৪। | শিক্ষার্থীর অনীহা | ০৩ জন | ২.৫০% |
| ৫। | মেধার দুর্বলতা | ১৩ জন | ১০.৮৩% |
| ৬। | পারিবারিক কাজে সহায়তা | ০৪ জন | ৩.৩৩% |
| ৭। | বয়স কম থাকা | ৬০ জন | ৫০% |
| ৮। | অভিভাবকের এলাকা ত্যাগ | ১৫ জন | ১২.৫০% |
| | মোট | ১২০ জন | ১০০% |

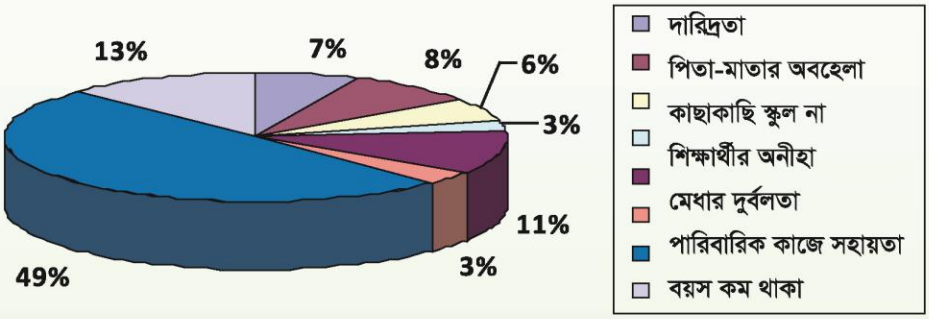


**চিত্র- ৫.৮ প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার কারণ**

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৯৬ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০% শিক্ষার্থী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি বয়স কম থাকার কারণে, ১২.৫% শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি অভিভাবকের এলাকা ত্যাগের কারণে। আবার দরিদ্রতার কারণে ৬.৬৭%, মেধার দুর্বলতার কারণে ১০.৮৩%, পিতামাতার অবহেলার কারণে ৮.৩৩%, পারিবারিক কাজে সহায়তার কারণে ৩.৩৩%, কাছাকাছি স্কুল না থাকার কারণে ৫.৮৩% এবং শিক্ষার্থীর নিজের অনিহার কারণে ২.৫০% শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি।

**৫.১.১৫ শিক্ষক সহায়িকা মোতাবেক পাঠদান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্য :**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাক্রম আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। কারিকুলামে পাঠ্যবই বহির্ভুত বিষয়সমূহ দৈনিক সমাবেশ, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, ছড়া, গান, গল্প, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারুকাজ এবং চিত্রাংকন প্রভৃতি) শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত বাৎসরিক ও দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে পাঠদানের নির্দেশনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শিক্ষকগণের শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

**শিক্ষক সহায়িকা মোতাবেক পাঠদান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে সনদপত্র প্রদান** টেবিল-৫.১৫

| ক্রমিক | বিষয় | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| ১। | শিক্ষক সহায়িকা মোতাবেক পাঠদান | ১২০ জন (১০০%) | -- |
| ২। | শিক্ষা সমাপনান্তে সনদপত্র প্রদান | ১২০ জন (১০০%) | -- |

নমুনায়িত ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্র শিক্ষক সহায়িকা মোতাবেক পাঠদান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শতভাগ শিক্ষকই শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান করেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে শতভাগ শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

**৫.১.১৬ প্রকল্পের শিক্ষক শিক্ষিকা সংক্রান্ত তথ্য :**

প্রকল্পের বাস্তবায়ন নীতিমালায় প্রকল্পের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশনা রয়েছে। মূল্যায়নে নমুনা হিসেবে গৃহীত ১২০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**প্রকল্পের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা** টেবিল-৫.১৬

| ক্রমিক | লিঙ্গ | শিক্ষক সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১। | পুরুষ | ১৯ জন | ১৫.৮৩% |
| ২। | মহিলা | ১০১ জন | ৮৪.১৭% |
| | মোট | ১২০ জন | ১০০% |

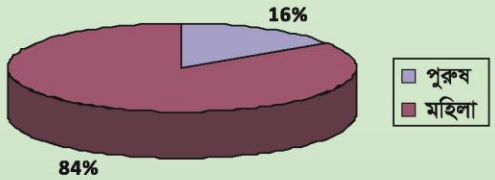


**চিত্র- ৫. ৯ প্রকল্পের শিক্ষক শিক্ষিকা**

প্রকল্পের নমুনায়িত শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মোট শিক্ষকের ৮৪% মহিলা এবং ১৬% পুরুষ শিক্ষক। এখানে উল্লেখ্য, প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ৮০% এর অধিক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং এ প্রকল্প মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃস্টি এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে।

**৫.১.১৭ শিক্ষকদের ক্যাটাগরি :**

মূল্যায়নাধীন ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের ক্যাটাগরি সংক্রান্ত উপাত্ত নিম্নরূপ ঃ

**শিক্ষকদের ক্যাটাগরি** টেবিল- ৫.১৭

| ক্রমিক | ধরণ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১। | পুরোহিত | ৫ জন | ৪.১৭% |
| ২। | সেবাইত | ৮ জন | ৬.৬৭% |
| ৩। | সাধারণ/অন্যান্য | ১০৭ জন | ৮৯.১৬ % |
| | মোট | ১২০ জন | ১০০% |

মূল্যায়নে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিক্ষক এসেছে সাধারণ তথা অন্যান্য ক্যাটাগরি থেকে যা প্রায় ৮৯.১৬%। পুরোহিত ক্যাটাগরি থেকে ৪.১৭% এবং সেবাইত ক্যাটাগরি থেকে ৬.৬৭% প্রকল্পের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

**৫.১.১৮ শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :**

প্রকল্পের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যুনতম যোগ্যতা এসএসসি পাশ। তবে, ন্যুনতম যোগ্যতা এসএসসি হলেও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ প্রকল্পে শিক্ষক হিসেবে রয়েছে। নমুনায়নকৃত কেন্দ্র সমূহের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

**প্রকল্পের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা** টেবিল- ৫.১৮

| ক্রমিক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | শিক্ষক সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১। | এসএসসি | ৫৩ জন | ৪৪.১৬% |
| ২। | এইচএসসি | ৪৮ জন | ৪০% |
| ৩। | স্নাতক | ১৭ জন | ১৪.১৭% |
| ৪। | স্নাতকোত্তর | ০২ জন | ১.৬৭% |
| | মোট | ১২০ জন | ১০০% |

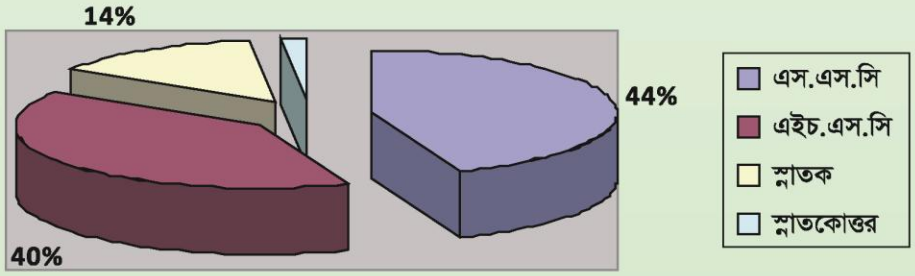


**চিত্র- ৫.১০ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা**

নমুনায়নকৃত কেন্দ্রসমূহের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১২০জন কেন্দ্রশিক্ষকের ১৪.১৭% স্নাতক ডিগ্রীধারী, এইচএসসি পাশ ৪০%, এসএসসি পাশ ৪৪.১৬% এবং ১.৬৭% স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষক রয়েছেন।

**৫.১.১৯ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :**

প্রকল্পের শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি, রিফ্রেশার্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। মূল্যায়নে তথ্য সংগ্রহকালে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় ঃ

**প্রকল্পের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ** টেবিল- ৫.১৯

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণের নাম | মোট শিক্ষক সংখ্যা | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ১। | বুনিয়াদি | ১২০ জন | ১২০ জন | ১০০% |
| ২। | রিফ্রেশার্স (দ্বি-মাসিক) | ১২০ জন | ১২০ জন | ১০০% |
| ৩। | অন্যান্য (বিশেষ) | ১২০ জন | ৩৫ জন | ২৯% |

শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নমুনায়নকৃত ১২০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের মধ্যে ১০০% বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে, ১০০% শিক্ষক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ এবং ২৯% শিক্ষক অন্যান্য (বিশেষ) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রকল্পের কোন একটি শিক্ষাকেন্দ্র ও একজন শিক্ষকের স্থায়িত্ব নির্ভর করে শিক্ষার্থী প্রাপ্যতার উপর। শিক্ষার্থী না থাকলে উক্ত কেন্দ্রটি অন্যত্র স্থানান্তর করে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে শুধুমাত্র একবার (প্রথম বছর) শিক্ষকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই প্রথম বছরেই সকল শিক্ষক নিযোগের পর বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**৫.১.২০। শিক্ষকদের বাসস্থান, সম্মানীভাতা প্রাপ্তি, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় উপস্থিতি ও কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ :**
প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে সকল নমুনায়নকৃত শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যার বিবরণ নিম্নরুপ

**শিক্ষকদের বাসস্থান, সম্মানীভাতা প্রাপ্তি, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় উপস্থিতি ও কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ এবং সমস্যা** টেবিল- ৫.২০

| ক্রমিক | বিষয় | হ্যাঁ | | না | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার |
| ১। | সমন্বয় সভায় উপস্থিত ও কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন কিনা | ১২০ জন | ১০০% | -- | -- |
| ২। | সম্মানীভাতা সময়মতো পান কিনা | ১২০ জন | ১০০% | -- | -- |
| ৩। | শিক্ষা প্রদানে সমস্যা হয় কিনা | ২০ জন | ১৬.৬৭% | ১০০ জন | ৮৩.৩৩% |
| ৪। | শিক্ষকের বাসস্থান কেন্দ্রের পাশে কিনা | ১১৫ জন | ৯৫.৮৩% | ৫ জন | ৪.১৭% |

বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পভুক্ত নমুনায়নকৃত সকল শিক্ষক মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকেন ও কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন এবং সকল শিক্ষক যথাসময়ে সম্মানীভাতা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শতভাগ হ্যাঁ সূচক জবাব প্রদান করেছেন যা প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, ৩য় ক্রমিকের শিক্ষা প্রদানে সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে ৮৩.৩৩% না সূচক জবাব প্রদান করলেও ১৬.৬৭% শিক্ষক হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সমস্যা আছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে ঐ সকল শিক্ষক যে সকল সমস্যার বিবরণ দিয়েছেন তা মূলত মন্দিরের অবকাঠামো, শৌচাগারের অভাব, সম্মানী ভাতা কম, শিক্ষার্থীদের টিফিন, ব্যাগ, ড্রেস, উন্নত শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ সংক্রান্ত।

**৫.১.২১ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :**
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা, শিক্ষক পুণর্মিলনী ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত এ সকল অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ** টেবিল- ৫.২১

| ক্রমিক | কেন্দ্র শিক্ষক | অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারী শিক্ষক সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ১২০ জন | কর্মশালা | ৮০ জন | ৬৬.৬৭% |
| ৩। | | শিক্ষক পুণর্মিলনী | ১২০ জন | ১০০% |
| ৪। | | অন্যান্য | ৭০ জন | ৫৮.৩৩% |
| | | **মোট (গড়)** | **৯০ জন** | **৭৫%** |

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, নমুনায়নকৃত ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের মধ্যে ৯০ জন অর্থাৎ ৭৫% শিক্ষক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আয়োজিত কোন না কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

**৫.১.২২ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণের মতামত :**

এ বিষয়ে মূল্যায়নকালে প্রশ্নশৈলীর 'ঙ' অংশে প্রশ্নের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতদ্‌সংক্রান্ত ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

**প্রকল্প সম্পর্কে মূল্যায়ন কারী কর্মকর্তাগণের মতামত** টেবিল- ৫.২২

| ক্রমিক | প্রশ্নের বিষয় | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রতিদিন দৈনিক সমাবেশ হয় কি না (প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে) | ১০০% | -- |
| ২। | শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা | ১০০% | -- |
| ৩। | শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠদান বহি ব্যবহার করা হয় কিনা | ১০০% | -- |
| ৪। | মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আনন্দ পায় কিনা | ১০০% | -- |
| ৫। | মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে কিনা | ১০০% | -- |
| ৬। | মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন আছে কিনা | ৯৫% | ৫% |
| ৭। | এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার শিক্ষার্থীদের পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃস্টি হচ্ছে কিনা | ১০০% | -- |
| ৮। | ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে এ কার্যক্রম সমাজে ভূমিকা রাখছে কিনা | ১০০% | -- |
| ৯। | শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরণের ব্যবস্থা আছে কিনা | ১০০% | -- |

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নমুনা হিসেবে গৃহীত শতভাগ (১০০%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে দৈনিক সমাবেশ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে প্রকল্পটি তার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশাত্ববোধ জাগ্রত করণে ভূমিকা পালন করছে, যা প্রকল্পের একটি ইতিবাচক দিক।

শতভাগ (১০০%) শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হয় যা শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমকে সহজতর করেছে। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, শতভাগ (১০০%) শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠদান বই ব্যবহার করেন। দৈনিক পাঠদান বই ব্যবহার শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতার পরিমাপক।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, সকল মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা (১০০%) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আনন্দ পায় এবং এ কার্যক্রম এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃস্টি করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এ প্রকল্প আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভুত ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন। যা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম শক্তিশালী দিক নির্দেশক।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ সৃস্টি ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সমাজে ভূমিকা রাখছে বলে সকলে মতামত দিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচনান্তে পুরস্কৃতকরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে শতভাগ উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন । শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচন ও তাদের পুরস্কৃতকরণের ব্যবস্থা করে প্রকল্পটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের মাঝে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃস্টি করেছে, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও মান উন্নয়নে সহায়তা করছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ৯৫% উত্তরদাতা সম্প্রসারণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রাণবন্তকরণে কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে এমন মতামতের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেন ঃ

# শিক্ষক সম্মানী বৃদ্ধি
# শিক্ষদের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ
# শিক্ষকদের জন্য ব্যাগ, ছাতা, চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা
# শিক্ষকের যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি
# পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি
# কেন্দ্রে সাবান সরবরাহ
# শিক্ষাকেন্দ্রে দেয়াল ঘড়ি, ফ্যান প্রদান
# শিক্ষার্থীদের ড্রেস, ব্যাগের ব্যবস্থা
# কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের টিফিনের ব্যবস্থা
# শিক্ষাকেন্দ্রে পানিয়জল ও টয়লেটের ব্যবস্থা
# শিক্ষাকেন্দ্রে খেলা-ধূলার সরঞ্জাম, গল্পের বই প্রদান
# বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন
# আলাদা শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা

**৫.২ প্রকল্প সংক্রান্ত সেকেন্ডারী তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ :**

**৫.২.১. শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য**

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের রিপোর্ট ও নথি পত্রাদি থেকে সংগৃহীত সেকেন্ডারী তথ্য উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

**বছরভিত্তিক প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার্থী** টেবিল- ৫.২৩

| ক্রমিক | শিক্ষাবর্ষ | শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা | | | শিক্ষার্থী সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রাক্-প্রাথমিক | বয়স্ক | মোট | প্রাক্-প্রাথমিক | বয়স্ক | মোট |
| ৩। | ২০১৪ | ৫০০০টি | ২৫০টি | ৫২৫০টি | ১,৫০,০০০ জন | ৬,২৫০ জন | ১,৫৬,২৫০ জন |
| ৪। | ২০১৫ | ৫৫০০টি | ২৫০টি | ৫৫৫০টি | ১,৬৫,০০০ জন | ৬,২৫০ জন | ১,৭১,২৫০ জন |
| ৫। | ২০১৬ | ৫৫০০টি | ২৫০টি | ৫৫৫০টি | ১,৬৫,০০০ জন | ৬,২৫০ জন | ১,৭১,২৫০ জন |
| ৬। | ২০১৭ | ৫৫০০টি | ২৫০টি | ৫৫৫০টি | ১,৬৫,০০০ জন | ৬,২৫০ জন | ১,৭১,২৫০ জন |
| | | | | মোট | **৬,৪৫,০০০ জন** | **২৫,০০০ জন** | **৬,৭০,০০০ জন** |

প্রধান কার্যালয়ের রিপোর্ট ও নথি পত্রাদি থেকে সংগৃহীত সেকেন্ডারী তথ্য উপাত্ত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ তিন শিক্ষাবর্ষে মোট ৪,৮০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থী ও ১৮,৭৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থী মোট ৪,৯৮,৭৫০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ শেষে পাঠদানকৃত সর্বমোট প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৬,৪৫,০০০ জন এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫,০০০ জনে অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন হবে।

**৫.২.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ভর্তিকৃত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পাঠ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ড্রপ আউট সংক্রান্ত তথ্য :**

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য ও উপাত্ত অনুসারে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা, পাঠ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং ড্রপ আউটের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ভর্তিকৃত, পাঠ সমাপ্তকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী** টেবিল- ৫.২৪

| ক্র | শিক্ষাবর্ষ | শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা | শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা | পাঠ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা | পাঠ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর হার | ড্রপ আউটের সংখ্যা | ড্রপ আউটের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ২০১৪ | ৫০০০ টি | ১,৫০,০০০ জন | ১,৪৮,৪৭০ জন | ৯৮.৯৮% | ১,৫ | ১.০২% |
| ২। | ২০১৫ | ৫৫০০ টি | ১,৬৫,০০০ জন | ১,৬৩, ২৮৫ জন | ৯৮.৯৬% | ১,৭ | ১.০৪% |
| ৩। | ২০১৬ | ৫৫০০টি | ১,৬৫,০০০ জন | ১,৬৩,৩৫০ জন | ৯৯% | ১,৬৫০ জন | ১% |
| ৪। | ২০১৭ | ৫৫০০টি | ১,৬৫,০০০ জন | চলমান | -- | | -- |

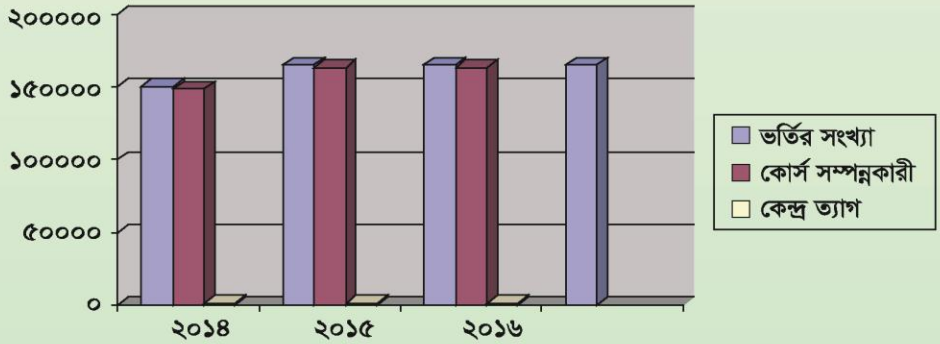


**চিত্র ৫.১১ - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ভর্তিকৃত, পাঠ সমাপ্তকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী :**

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে ভর্তিকৃত, পাঠ সমাপ্তকারী ও ড্রপ আউট শিক্ষার্থী সংক্রান্ত সেকেন্ডারী তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০১৪ সালে ৯৮.৯৮%, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ৯৮.৯৬% এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৯৯% শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে ড্রপ-আউটের পরিমান ১% থেকে ১.০৪%।

### ৫.২.৩ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য :

প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যের ছক নিম্নরূপ ঃ

**প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** টেবিল- ৫.২৫

| অর্থ বছর | শিক্ষা বছর | এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | শিক্ষাকেন্দ্র সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা (মোট শিক্ষার্থী) ডিপিপি অনুযায়ী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা | বাস্তবায়ন (সম্পূর্ণ কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা) | ড্রপ আউট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ২০১৩-১৪ | ২০১৪ | ২৭০০.০০ | ৫২৫০ টি | ১,৫৬,২৫০ জন | ১,৫৬,২৫০ জন | ১,৫৪,৪৫০ জন | ১৮০০ জন |
| ২০১৪-১৫ | ২০১৫ | ২৭০০.০০ | ৫৭৫০ টি | ১,৭১,২৫০ জন | ১,৭১,২৫০ জন | ১,৬৯,৪৩৫ জন | ১৮১৫ জন |
| ২০১৫-১৬ | ২০১৬ | ৩৩০০.০০ | ৫৭৫০ টি | ১,৭১,২৫০ জন | ১,৭১,২৫০ জন | ১,৬৯,৭৫০ জন | ১৫০০ জন |
| ২০১৬-১৭ | ২০১৭ | ৩৭০০.০০ | ৫৭৫০ টি | ১,৭১,২৫০ জন | ১,৭১,২৫০ জন | চলমান | -- |

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এডিপি বরাদ্দ এবং শিক্ষার্থীর পাঠদানের লক্ষ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

### ৫.২.৪ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে মে' ২০১৬ পর্যন্ত অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিবরণ :

এ সংক্রান্ত তথ্যের সার সংক্ষেপ পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকে প্রদান করা হলো ঃ

**প্রকল্পের সামগ্রিক অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ** টেবিল- ৫.২৬

| ক্রমিক | ব্যয়ের খাত | ডিপিপি মূলে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত | ২০১৬-২০১৭ অর্থ সালের মে' ১৪ পর্যন্ত | জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত | ২০১৬-১৭ অর্থসালে | সর্বমোট ২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত |
| ১। | যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম | ৪০.৮৪ | ৩৯.০০ | -- | ৬০০০.০০ | ৩৭০০.০০ | ৯৭০০.০০ |
| ২। | আসবাবপত্র | ৭২.২৭ | ৭১.২০ | -- | | | |
| ৩। | যানবাহন | ৪৭.৩০ | ৪৬.৯৮ | -- | | | |
| ৪। | শিক্ষা কার্যক্রম | ৬৭৩০.৯৬ | ৪১২৯.৫৮ | ১৬৪৫.৩৯ | | | |
| ৫। | প্রশিক্ষণ ব্যয় | ১০৩.২০ | ৮৮.৭৮ | ১১.১৩ | | | |
| ৬। | কমিটি সভা | ১৫৩.২৪ | ৭০.৩৬ | ৩৯.৫৩ | | | |
| ৭। | কর্মশালা/সম্মেলন | ৩০.০০ | ৫.০০ | -- | | | |
| ৮। | জনশক্তি | ১৬১৪.৩৪ | ৮৩৮.৯৮ | ৬৩৪.৩৮ | | | |
| ৯। | অফিস ভাড়া | ২৭৮.৬৪ | ১৬১.৫০ | ৬২.৪২ | | | |
| ১০। | গ্যাস ও জ্বালানী | ১২৯.১২ | ৭৮.৪০ | ৩২.২২ | | | |
| ১১। | টেলিফোন বিল | ২৩.৮০ | ১৩.৮০ | ৫.০৪ | | | |
| ১২। | অফিস স্টেশনারী | ৪২.৬৬ | ২৬.৯৬ | ১০.১১ | | | |
| ১৩। | বিজ্ঞাপন | ৯.০০ | ৪.২১ | ১.১১ | | | |
| ১৪। | পাবলিকেশন্স | ৯.৪৫ | ০.৮০ | -- | | | |
| ১৫। | আপ্যায়ন | ১১০.১০ | ৫.৯৮ | ২.৪৫ | | | |
| ১৬। | পরিবহন ব্যয় | ৫.০০ | ৮০.৪০ | ৪৩.১০ | | | |
| ১৭। | সুপারভিশন ও মনিটরিং | ১৪৩.২৫ | ৮২.২৫ | ৩৪.৩৪ | | | |
| ১৮। | ডাক | ৭.১৭ | ৩.৫৬ | ১.৬৭ | | | |
| ১৯। | পানির বিল | ৭.২৬ | ৩.৪৩ | ১.৬০ | | | |
| ২০। | বিদ্যুৎ বিল | ৩১.০২ | ১৮.৭৪ | ৭.৯২ | | | |
| ২১। | ব্যাংক চার্জ | ১৬.৯৫ | ৭.৬৫ | ২.৪১ | | | |
| ২২। | পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা | ৪৪.৫২ | ২৪.৯২ | ১১.৬৬ | | | |
| | নিরাপত্তা | ৭৭.৯১ | ৪৫.৬২ | ২০.২০ | | | |
| ২৩। | মূল্যায়ন | ৪.১০ | -- | -- | | | |
| ২৪। | রক্ষণাবেক্ষণ | ৫৬.৯৪ | ৩০.৫৬ | ১০.৫৫ | | | |
| ২৫। | নিয়োগ ব্যয় | ১০.৮৩ | ৭.০৪ | -- | | | |
| ২৬। | বিবিধ | ১৩১.১৯ | ২১.৩০ | ৭.৮২ | | | |
| | **সর্বমোট** | **৯৯৩১.০৬** | **৫৯০৭.০০** | **২৫৮৫.০৫** | | | |

প্রাপ্তি ও পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ ডিপিপিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ছাড়কৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

# অধ্যায়-৬
# ফলাফল

মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত ২৪টি জেলার প্রতি জেলা থেকে ০৪টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ০১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করে। কমিটির ০৮ জন সদস্য প্রকল্পভুক্ত ২৪টি জেলার ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক এবং ২৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে সরেজমিন মূল্যায়ন ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করেন। তথ্য-উপাত্ত সমূহ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায় -

১। শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ১১৫টি শিক্ষাকেন্দ্র মন্দিরে অবস্থিত। ৪টি শিক্ষাকেন্দ্র আশ্রম এবং ০১টি কাচারীতে অবস্থিত।

২। প্রকল্পের শতভাগ তথা ১০০% শিক্ষাকেন্দ্রেই প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত বই, ক্যালেন্ডার, অনুশীলণ খাতা, ড্রয়িং পেপার, রং পেন্সিল, কাঁচি, পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, মাদুর, চক, ব্লাকবোর্ড প্রভৃতি শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হয়। প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক উভয় ধরণের শিক্ষাকেন্দ্রেই পেন্সিল ও অনুশীলণ খাতা ব্যবহার হয়ে থাকে।

৩। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১০০% শিক্ষাকেন্দ্রেই জানুয়ারি/১৭ মাসে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাপোকরণ পৌঁছেছে।

৪। প্রাক প্রাথমিক এবং বয়স্ক সকল শিক্ষাস্তরেই শতভাগ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করেছে। তদুপরি, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা সারিয়ে তুলতে ৬৬.৬৭% শিক্ষাকেন্দ্রে সাপ্তাহিক ৮৫.৪২% কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক এবং ৬৫.৬৩% কেন্দ্রে ষান্মাষিক ভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৫। শতকরা ১০০ ভাগ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত ছড়া, গান ও গল্প বিষয়টি শেখানো হয়। এ সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনেক বেশী থাকায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, চারু ও কারুকাজ, চিত্রাংকন এবং সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়টি শেখানো হয়।

৬। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৮৩.৩৩% শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী উপস্থিতি খুবই ভালো, ১৫.৫৬% কেন্দ্রে ভালো এবং ১.১১% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং বয়স্ক স্তরে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ৫০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৪৫% কেন্দ্রে ভালো এবং ৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে মৌখিক বিষয়ে শিক্ষার মান ৮০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ১৮.৬৫% কেন্দ্রে ভালো, ১.৩৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং লিখিত বিষয়ে ৬৫.৩০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৩২.৫০% কেন্দ্রে ভালো এবং ২.২০% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। অপরদিকে বয়স্ক স্তরে মৌখিক বিষয়ে শিক্ষার মান ৫৫.২৫% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৩৫.৭৮% কেন্দ্রে ভালো, ৮.৯৭% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং লিখিত বিষয়ে শিক্ষার মান ২৫% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৫০% কেন্দ্রে ভালো এবং ২৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। শিক্ষার্থী উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয় এমন কোন শিক্ষাকেন্দ্র পাওয়া যায়নি।

৭। কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক মনিটরিং কমিটির গড় সভার সংখ্যা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৪.২২টি এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩.৬৯টি। প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র বছরে গড়ে ১৪.০৯ বার পরিদর্শন হয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন হয়েছে ৯.৮৮ বার।

৮। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে প্রতি বছর গড়ে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে কেন্দ্রসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত যথাক্রমে (৫৬.৬৭:৪৩.৩৩)%, (৫৩.৩৩:৪৬.৬৭)% এবং (৪৬.৬৭:৫৩.৩৩)%। অপরদিকে, উল্লেখিত বছরে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীর অনুপাত যথাক্রমে (১২.৫০:৬৭.০৫)%, (১৫.৩৩:৮৪.৬৭)% এবং (১৩:৮৭)% অর্থাৎ মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৬ গুণ এবং মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রতি শিক্ষাবর্ষে গড় ড্রপ আউটের পরিমাণ মাত্র ১%।

৯। ফলাফলে দেখা যায়, বয়স্ক কেন্দ্রের তুলনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ভালো। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮৩% শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকলেও বয়স্ক কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তা ৭১%। প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক স্তরে মাসিক গড় শিক্ষার্থী উপস্থিতি যথাক্রমে ৯০% এবং ৮৩%।

১০। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৮.৯৬% শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের ৯৯.৩৭% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। কোর্স সম্পন্নকারী কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ৩% শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫.৬৩% শিক্ষার্থী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি বয়স কম থাকার কারণে, ৩৫.৬৩% শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি অভিভাবকের এলাকা ত্যাগের কারণে, ৯.২০% দরিদ্রতার কারণে, ৯.২০% মেধার দুর্বলতার কারণে, ৪.৬০% পিতামাতার অবহেলার কারণে, ২.৮৭% পারিবারিক কাজে সহায়তার কারণে, ১.১৫% কাছাকাছি স্কুল না থাকার কারণে এবং ১.৭২% শিক্ষার্থীর নিজের অনিহার কারণে ভর্তি হতে পারেনি। শিক্ষা সমাপনান্তে শতভাগ শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

১১। প্রকল্পের শিক্ষকের ৮৪.১৭% মহিলা এবং ১৫.৮৩% পুরুষ শিক্ষক। মোট শিক্ষকের ৪.১৭% পুরোহিত, ৬.৬৭% সেবাইত এবং ৮৯.১৬% সাধারণ বা অন্যান্য ক্যাটাগরির শিক্ষক রয়েছেন। প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষকদের ১৪.১৭% স্নাতক ডিগ্রীধারী, ৪০% এইচএসসি, ৪৪.১৬% এসএসসি পাশ এবং ১.৬৭% স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী। শিক্ষকদের মধ্যে ১০০% বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ এবং ২৯% শিক্ষক অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। শতভাগ (১০০%) শিক্ষকই শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান করেন। মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থেকে কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন ১০০% শিক্ষক এবং প্রতি শিক্ষক যথাসময়ে সম্মানীভাতা পেয়ে থাকেন। ৫৮.৩৩% শিক্ষক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আয়োজিত কোন না কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

১২। শিক্ষকগণের ৮৩.৩৩% শিক্ষা প্রদানে কোন সমস্যা নেই বললেও ১৬.৬৭% বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে, শিক্ষকগণ যে সকল সমস্যার বিবরণ দিয়েছেন তা মূলত মন্দিরের অবকাঠামোগত সমস্যা, শৌচাগারের অভাব, সম্মানী ভাতা কম, শিক্ষার্থীদের টিফিন, ব্যাগ, ড্রেস, উন্নত শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ সংক্রান্ত।

১৩। শতভাগ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রেই দৈনিক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। শতভাগ (১০০%) শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হয়, ১০০% কেন্দ্রে পাঠদান বই ব্যবহৃত হয় এবং মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আনন্দ পায় এবং এ কার্যক্রম এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। আবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচন ও তাদের পুরস্কৃতকরণের ব্যবস্থা করে প্রকল্পটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের মাঝে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করেছে যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও মান উন্নয়নে সহায়তা করছে বলে ১০০% মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৪। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ সৃস্টি ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সমাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে মর্মে সকলে মতামত দিয়েছেন এবং এ প্রকল্প আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভুত ভূমিকা রাখছে মর্মে সকলে স্বীকার করেছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ৯৫% উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১৫। বিগত তিন বছরে (২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে) এ প্রকল্পে ৪,৯৫,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থী ও ১৮,৭৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থী মোট ৫,১৩,৭৫০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাঠদানরত শিক্ষার্থী সংখ্যা শিশু ১,৬৫,০০০ জন এবং বয়স্ক ৬২৫০ জন।

## সংযোজনী-১

### মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

সহকারী পরিচালকগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

কম্পিউটার অপারেটরগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

মাস্টার ট্রেইনার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত শিক্ষকগণের বিশেষ প্রশিক্ষণ (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ)

নির্বাচিত শিক্ষকগণের বিশেষ প্রশিক্ষণ (ঢাকা বিভাগ)

নির্বাচিত শিক্ষকগণের বিশেষ প্রশিক্ষণ (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

নির্বাচিত শিক্ষকগণের বিশেষ প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)

সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয় সভা

ফরিদপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

ঝালকাঠী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

কুড়িগ্রাম জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বিশেষ প্রশিক্ষণ

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

সহকারী পরিচালকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

কম্পিউটার অপারেটরগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

মাদারীপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

নাটোর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

নরসিংদী জেলার একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

মেহেরপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

বরিশাল জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

কক্সবাজার জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

গাইবান্ধা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

কিশোরগঞ্জ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

লালমনিরহাট জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, ঝিনাইদহ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা, সুনামগঞ্জ জেলা

নোয়াখালী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

ময়মনসিংহ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

গাজীপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

বরগুনা জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

মাগুরা জেলার শিক্ষক প্রশিক্ষণ

হবিগঞ্জ জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মুন্সীগঞ্জ জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নীলফামারী জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

কুমিল্লা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

কুষ্টিয়া জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

সিলেট জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

চাঁদপুর জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মানিকগঞ্জ জেলার উন্নয়ন মেলার একাংশ

নওগাঁ জেলার 'জেলা মনিটরিং কমিটির' একাংশ

ঠাকুরগাঁও জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

সিরাজগঞ্জ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

সাতক্ষীরা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

রাঙ্গামাটি জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

রাজশাহী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

রাজবাড়ী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

পটুয়াখালী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

পাবনা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

# অধ্যায়-৭
# পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা

## ৭.১ পর্যালোচনা

১. মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায়ের মেয়াদে (জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭) অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৩য় পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও ৪র্থ পর্যায়ে তা ৬৪টি জেলার ৪৯১টি উপজেলায় অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে।

২. মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ অধিকাংশ মন্দির গৃহে অবস্থিত (৯৬%)। প্রকল্পের ১০০% শিক্ষাকেন্দ্রেই প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত বই, ক্যালেন্ডার, রং পেন্সিল, ড্রইং পেপার, অনুশীলন খাতা, মাদুর, ব্লাকবোর্ড, সাইনবোর্ড প্রভৃতি শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হয় এবং বইসহ সকল শিক্ষাপোকরণ শিক্ষাবর্ষ শুরুর সময়ে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছেছে।

৩. প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগতমান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে তিনটি পাঠ্যবই এর পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ইসিসিডি (শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ) প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো-২০০৮, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ এর আলোকে প্রণীত হয়েছে। যার ফলে শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে স্নেহ, মায়া, মমতার মধ্যে খেলাধূলা, ছড়া, গল্প, গান, ক্রীড়া/শরীরচর্চা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে শিখতে পারছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০০% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত ছড়া, গান ও গল্প, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, চারু ও কারুকাজ, চিত্রাংকন এবং সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়টি শেখানো হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

৪. মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাক্রম আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। কারিকুলামে পাঠ্যবই বহির্ভুত বিষয়সমূহ যেমন দৈনিক সমাবেশ, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা, ছড়া, গান, গল্প, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারুকাজ, চিত্রাংকন প্রভৃতি শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত বাৎসরিক ও দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে পাঠদানের নির্দেশনা রয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ১০০% শিক্ষক 'শিক্ষক সহায়িকার' নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন।

৫. প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে কেন্দ্র প্রতি বার্ষিক মনিটরিং কমিটির গড় সভা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৪.২২ টি এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩.৬৯টি। প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র বছরে গড়ে ১৪.০৯ বার পরিদর্শন হয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন হয়েছে ৯.৮৮ বার।

৬. প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে মৌখিক বিষয়ে শিক্ষার মান ৮০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ১৮.৬৫% কেন্দ্রে ভালো, ১.৩৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং লিখিত বিষয়ে ৬৫.৩০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৩২.৫০% কেন্দ্রে ভালো এবং ২.২০% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। অপরদিকে বয়স্ক স্তরে মৌখিক বিষয়ে শিক্ষার মান ৫৫.২৫% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৩৫.৭৮% কেন্দ্রে ভালো, ৮.৯৭% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং লিখিত বিষয়ে শিক্ষার মান ২৫% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৫০% কেন্দ্রে ভালো এবং ২৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে তা ছিল ৭৬% কেন্দ্রে খুব ভালো, ১৯.৭৯% কেন্দ্রে ভালো এবং ৪.১৬% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। অপরদিকে বয়স্ক স্তরে ৫০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৪৫% কেন্দ্রে ভালো, ৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। শিক্ষার্থী উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয় এমন কোন শিক্ষাকেন্দ্র কোন পর্যায়েই পাওয়া যায়নি।

৭. প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৮৩.৩৩% শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী উপস্থিতি খুবই ভালো, ১৫.৫৬% কেন্দ্রে ভালো এবং ১.১১% কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং বয়স্ক স্তরে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ৫০% কেন্দ্রে খুব ভালো, ৪৫% কেন্দ্রে ভালো এবং ৫% কেন্দ্রে সন্তোষজনক। শিক্ষার্থী উপস্থিতির ক্ষেত্রে বয়স্ক কেন্দ্রের তুলনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ভালো।

৮. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৮.৯৬% শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করেছে। ড্রপ-আউট হয়েছে মাত্র ১.০৪% শিক্ষার্থী। ৩য় পর্যায় প্রকল্পে এ ড্রপ-আউটের হার ছিল ১%। আবার কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের ৯৯.৩৭% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যেতে পারে যে, এ প্রকল্পটি তার কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করে সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যে সরকারের লক্ষ্য তা অর্জনে অনেকাংশে সহায়তা করছে অর্থাৎ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

৯. প্রকল্পের সাফল্য অথবা ব্যর্থতার চিত্র বাস্তবে অনুধাবনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন কমিটির ৮ জন সম্মানিত সদস্য গত মার্চ-২০১৭ মাসে সংমগ্র বাংলাদেশের ২৪ টি জেলার ৫৩ টি উপজেলায় ১২০ টি শিক্ষাকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। সরেজমিন পরিদর্শন থেকে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রকল্পের সঠিক সাফল্যের চিত্র ফুটে উঠেছে।

১০. মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষকরা যথাসময়ে সম্মানীভাতা পেয়ে থাকেন। শতভাগ (১০০%) শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষাপোকরণ ও পাঠদান বই ব্যবহৃত হয় এবং এ কার্যক্রম এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখার প্রতি ব্যপক আগ্রহ সৃস্টি করেছে বলে শতভাগ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা অভিমত দিয়েছেন। অভিভাবক, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ প্রকল্পটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১১. প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই ২০১৪ থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে বাস্তবায়নাধীন এ কার্যক্রম মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা ছিল। বর্তমানে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা কতটুকু কাংখিত অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এ সমস্ত বিষয়গুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামী ৫ম পর্যায়ের প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। সর্বোপরি, বিদ্যমান প্রকল্প দলিলে কি কি বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে যাতে করে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করা যায়।

**৭.২ প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য সুপারিশমালা :**

১) দেশব্যাপী মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প সমাপ্ত হবে বিধায় দ্রুত ৫ম পর্যায় প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা যেতে পারে।

২) দিনদিন প্রকল্পের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং বাকী ১১টি জেলা কার্যালয়ের সংখ্যা যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩) প্রকল্পের গুরুত্ব ও আকার বিবেচনায় পরবর্তী প্রকল্পে সহকারী পরিচালকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪) সকল বিভাগে উপ-পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে ০৮ বিভাগে ০৮ জন উপ-পরিচালক নিয়োগ আবশ্যক।

৫) বর্তমানে মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য প্রতি ১০০ কেন্দ্রের জন্য ০১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার রয়েছে। জেলা সদর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে এত অধিক সংখ্যক কেন্দ্র পরিদর্শন করা সুপারভাইজারের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। সে কারণে এ জাতীয় প্রকল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে ফিল্ড সুপারভাইজারের সংখ্যা যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬) পরিবর্তিত ও আধুনিকায়নকৃত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানে শিক্ষকগণ যাতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া উচিত।

৭) বাংলাদেশের ০৮ বিভাগের মধ্যে ৭ বিভাগে মাস্টার ট্রেইনার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাকী ০১টি বিভাগের জন্যও ০১ জন মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৮) প্রতিটি জেলায় ২ জন করে শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। যাদের মাধ্যমে জেলার সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দান সহজতর হবে।

৯) কর্মরত জনবলের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য পরবর্তী পর্যায়ের জনবল নিয়োগে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

১০) মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রমকে বেগবান ও জোরদার করার জন্য সহকারী পরিচালক, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের জন্য আলাদা আলাদা মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১১) শিক্ষকগণের মাসিক সম্মানী কমপক্ষে ৫০০০/= টাকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ, ইউনিফর্ম, টিফিন ও উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায়।

১২) প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষকের জন্য ০১টি চেয়ার, ০১টি টেবিল, ০১টি পেটাঘন্টা সরবরাহ করা প্রয়োজন।

১৩) শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের পুরস্কারের অর্থের পরিমান বৃদ্ধি এবং ০১টি করে ক্রেস্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
১৪) কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্যগণের ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিতির জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
১৫) জাতীয় দিবস সমূহ পালন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
১৬) মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ।
১৭) প্রতি বছর জেলা/জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান করে সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
১৮) প্রাক-প্রাথমিক স্তরে 'আমার প্রথম পড়া' ও 'আমরা শিখি গণিত' বই দুটির সমন্বয়ে একটি বই করা যায়।
১৯) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-লিখন, প্যাটার্ণ, বর্ণাংশ, বর্ণমালা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য একটি অনুশীলন খাতা তৈরী করে সরবরাহ করা যেতে পারে।
২০) প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমপক্ষে ৭ দিন এবং প্রতিবছর রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে।
২১) সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণের চাহিদা থাকায় গীতা শিক্ষা স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে।
২২) প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যায়। এছাড়া গণমাধ্যমের সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়।
২৩) প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিদর্শন, সুপারভিশন, মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করা যায়।
২৪) প্রতি বছর বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা যায়।
২৫) শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পানিয় জল ও টয়লেটের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
২৬) শিক্ষাকেন্দ্রে আরো ভালো বসার ব্যবস্থা করা দরকার এবং শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা যায়।
২৭) দুর্বল মন্দিরের অবকাঠামো উন্নয়ন করলে ভালো হয়।
২৮) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য উপজেলা মনিটরিং কমিটির সভা পুনরায় চালু করা এবং জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে সম্মাণী ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার।
২৯) বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাকার্যক্রমকে প্রানবন্ত ও অর্থবহ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

**উপসংহার ঃ**

শিক্ষাই একটি জাতিকে দিতে পারে অর্থনৈতিক মুক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রায় ৬০% শিক্ষিত। একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিতে পারে। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রণীত হয়েছে বহু আকাঙ্খিত "জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০"। শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের মধ্য থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। নারীর ক্ষমতায়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন, সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবে রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন সামগ্রী আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করে প্রস্তুত করা হয়েছে। পাঠ্য বইসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিত ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে কেন্দ্রসমূহে শিক্ষকগণ আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত পাঠদান কৌশল প্রয়োগ করতে পারছেন। শিশুদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদের বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ (শারীরিক বা চলন ক্ষমতার বিকাশ, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, ভাষাগত বা যোগাযোগ ভিত্তিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, আবেগমূলক বিকাশ, আত্ম-সচেতনতার বিকাশ, নৈতিকতার বিকাশ) শিক্ষার্থীগণ যাতে অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষকের করণীয় বিষয় শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং শিক্ষকগণ তা অনুসরণ করছেন। শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখার জন্য আধুনিক পদ্ধতি (প্রি-রাইটিং ,প্যাটার্ণ, বর্ণাংশ, বর্ণ শিক্ষা),প্যাটার্ণ থেকে চিত্রাঙ্কন, শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকায় সকল প্রকার নির্দেশনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং শিক্ষকগণ তা প্রয়োগ করছেন। সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশের ৩০-৩৫ লক্ষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতই "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিবছর দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে। অধিকন্তু ১৮,৭৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে নিরক্ষর মুক্ত করে উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে মন্দিরের অবকাঠামো ব্যবহার করে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয় বিধায় স্বল্পব্যয়ে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে প্রকল্পটি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

## সংযোজনী-২

**''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটির (তথ্য সংগ্রহকারী) সদস্যগণের তালিকা ও স্বাক্ষর ঃ**

**(নিত্যজিত মহাজন)**
সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

**(কাকলী রাণী মজুমদার)**
উপ-পরিচালক (অতিঃ দাঃ)
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়,
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

**(প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস)**
ফিল্ড অফিসার
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

**(শেখ শামছুর রহমান)**
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**(তওহীদ আহমদ সজল)**
সিনিয়র সহকারী প্রধান
শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

**(আফরোজা আকতার চৌধুরী)**
উপ-পরিচালক
আইএমইডি
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

**(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)**
উপ-সচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**(স্বপন কুমার বড়াল)**
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব)
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

**''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের উপ-কমিটি।**

## সংযোজনী-৩

**''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে গঠিত মূল্যায়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের তালিকা ও স্বাক্ষর ঃ**

**(কাকলী রাণী মজুমদার)**
উপ-পরিচালক (অতিঃ দাঃ)
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়,
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

**(তওহীদ আহমদ সজল)**
সিনিয়র সহকারী প্রধান
শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

**(আফরোজা আকতার চৌধুরী)**
উপ-পরিচালক
আইএমইডি
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

(রঞ্জিত কুমার দাস)
সচিব (সরকারে যুগ্ম সচিব)
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

**(মোঃ আবদুল হক)**
যুগ্মসচিব, বাজেট-৭, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**(মোঃ হাফিজুর রহমান)**
যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**(স্বপন কুমার বড়াল)**
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব)
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

**(মোঃ আব্দুল জলিল)**
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি।**

# সংযোজনী-৪

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
☑ সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ, অর্থ ও সেবা)
☐ সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও বাস্তঃ)
☐ সহকারী পরিচালক (প্রশিঃ গবেঃ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রাপ্তি নং ৪২৭
তারিখ ঃ ১১/১/১৭
প্রকল্প পরিচালক
☐ উপ পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)
☐ উপ পরিচালক (কার্যঃ ও বাস্তঃ)

বিষয়ঃ **মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।**

গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুল জলিল-এর সভাপতিত্বে ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

১) জনাব শংকর চন্দ্র বসু, সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা ।
২) জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক, মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৩) জনাব মো: আবদুল হক, যুগ্ম-সচিব, বাজেট-৭, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) জনাব আফরোজা আকতার, চৌধুরী, উপ পরিচালক, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬) জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) জনাব শেখ শামছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮) জনাব কাকলী রানী মজুমদার, উপ পরিচালক (অঃ দাঃ), মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালককে সভার বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন ২০১৭ মাসে শেষ হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ যেহেতু আর ০৬(ছয়) মাস অবশিষ্ট আছে সেহেতু প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রম এখনই শুরু করা আবশ্যক। এলক্ষ্যে মূল্যায়নের কর্ম পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ধারন করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পাদন করা হবে সে বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অবহিত হতে চান । এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ৩য় পর্যায় প্রকল্পে মূল্যায়নের জন্য দুটি কমিটি ছিল। একটি কমিটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের সভাপতিত্বে প্রশ্নমালা প্রণয়নসহ তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেছে এবং অপর কমিটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মুল্যায়নের সার্বিক বিষয় তত্বাবধান করেছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সচিব মহোদয় বলেন আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়নের বিষয়ে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য একটি উপ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উপ-কমিটির সভাপতি হিসাবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন) এবং সদস্য সচিব হিসাবে প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব মো: আবদুল হক, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (উন্নয়ন) ও সিনিয়র সহকারী সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা উইংয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান জনাব তওহীদ আহমদ সজল, আইএমইডির উপ পরিচালক জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি মহোদয় আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উপ কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষন করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তসমূহঃ

৩.১ আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়নের বিষয়ে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।

(চলমান পৃ:/২)

৩.২ প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য নিম্নরুপে একটি উপ কমিটি গঠন করা হল :

| | | |
|---|---|---|
| ১. | জনাব মো: হাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ২. | জনাব মো: আবদুল হক, যুগ্ম-সচিব, বাজেট-৭, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৩. | উপ-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৪. | জনাব আফরোজা আকতার, চৌধুরী, উপ পরিচালক, আইএমইডি | সদস্য |
| ৫. | জনাব তওহীদ আহমদ সজল,সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন | সদস্য |
| ৬. | জনাব শেখ শামছুর রহমান,সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৭. | জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | সদস্য |
| | জনাব স্বপন কুমার বড়াল,প্রকল্প পরিচালক, মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | সদস্য-সচিব |

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের যাবতীয় কাজ সম্পাদন।

(খ) প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) প্রয়োজনবোধে কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:/-০৮/০১/২০১৭ খ্রিঃ
**মোঃ আব্দুল জলিল**
**সচিব**
**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**ও**
**সভাপতি**
**মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়**
**শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি।**

নং-১৬.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৯৮.১৬/১৪ তারিখঃ ১০/০১/২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ : কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব (বাজেট-৭)]।
২। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
[জনাব তওহীদ আহমদ সজল,সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিক্ষা উইং]।
৪। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব আফরোজা আকতার, চৌধুরী, উপ পরিচালক,আইএমইডি]।
৫। সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৬। প্রকল্প পরিচালক, "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৭। উপ পরিচালক (কার্যক্রম), "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প,ঢাকা।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

শেখ শামছুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান

# সংযোজনী-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

বিষয়ঃ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

গত ৩১/০১/২০১৭ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

১) জনাব স্বপন কুমার বড়াল, প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
২) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) জনাব আফরোজা আকতার, চৌধুরী, উপ-পরিচালক, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) জনাব শেখ শামছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) জনাব প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিল্ড অফিসার, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী প্রধান জানান যে, ''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সভা গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুল জলিল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মূল্যায়নের প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। অত:পর প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ''মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পটি মূল্যায়নকালে ৮ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ২৪টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত মূল্যায়নের সময় প্রত্যেক কর্মকর্তা ৩টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রতিটি জেলার ৪টি প্রাক-প্রাথমিক ও ১টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৩য় ও ৪র্থ পর্যায় প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম একই ধরনের হওয়ায় ৩য় পর্যায় প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, বিবেচ্য প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

| ক্রঃনং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ৩.১ | সভায় আলোচনা হয় যে, ৩য় পর্যায় প্রকল্পে যে ২৪টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, উক্ত ২৪টি জেলা ব্যতিত শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বিবেচনা করে সর্বাধিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে এরুপ ২৪টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। জেলাসমূহ হচ্ছে : বাগেরহাট, নড়াইল, রাজবাড়ি, রংপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, ঝালকাঠি, ভোলা, পিরোজপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট, সাতক্ষীরা,বান্দরবান, খাগড়াছড়ি । এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তা ৩টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। | ২৪টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মকর্তা ৩টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করবেন ।জেলাসমূহ হচ্ছে-<br>(ক) বাগেরহাট, নড়াইল, রাজবাড়ি<br>(খ) রংপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম<br>(গ) ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া<br>(ঘ) ঝালকাঠি, ভোলা, পিরোজপুর<br>(ঙ) হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর<br>(চ) নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা<br>(ছ) পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট<br>(জ) সাতক্ষীরা,বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।<br>কর্মকর্তাগণ পারস্পরিক আলোচনাক্রমে পরিদর্শনের জন্য জেলা নির্বাচন করবেন। | প্রকল্প পরিচালক এবং কমিটির সদস্যগণ |

(চলমান পৃ:/২)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩.২ | সভায় আলোচনা হয় যে, দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রতিটি জেলার ৪টি প্রাক-প্রাথমিক ও ১টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) তথ্য সংগ্রহের কাজটি সার্বিকভাবে মনিটরিং করবেন বিধায় তাঁর পক্ষে কোন নির্দিষ্ট জেলার তথ্য সংগ্রহের কাজ করা সম্ভব হবে না। এছাড়া, অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সম্পৃক্ত হতে পারছেন না মর্মে টেলিফোনে জানিয়েছেন। সে কারণে তথ্য সংগ্রহের জন্য আরও দুইজন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করে পূরণকৃত প্রশ্নমালা আগামী ১৫ মার্চ/২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রকল্প কার্যালয়ে জমা প্রদান করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়। | ক) দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রতিটি জেলার ৪টি প্রাক-প্রাথমিক ও ১টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।<br>খ) তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করে পূরণকৃত প্রশ্নমালা আগামী ১৫ মার্চ/২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রকল্প কার্যালয়ে জমা প্রদান করতে হবে।<br>গ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) তথ্য সংগ্রহের কাজটি সার্বিকভাবে মনিটরিং করবেন।<br>ঘ) তথ্য সংগ্রহের জন্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (দেবোত্তর ও অডিট)-কে এবং বর্ণিত প্রকল্পের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-কে কো-অপ্ট করা হ'ল। | প্রকল্প পরিচালক এবং কমিটির সদস্যগণ |
| ৩.৩ | সভায় প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রশ্নমালা উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্য প্রশ্নমালার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। কতিপয় সংশোধনী সাপেক্ষে প্রশ্নমালা ২টি যথাযথ আছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। সংশোধনীসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রশ্নমালা ২টি চূড়ান্ত মর্মে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত প্রশ্নমালার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তাদের নিকট জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | ক) কতিপয় সংশোধনী সাপেক্ষে প্রস্তাবিত প্রশ্নমালা ২টি চূড়ান্ত করা হ'ল।<br>খ) প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত প্রশ্নমালার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তাদের নিকট আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক |

৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:/-০৫/০২/২০১৬খ্রি:
মোঃ হাফিজুর রহমান
যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও সভাপতি
''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়''
শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ কমিটি।

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৯৮.১৬/ ৬১ তারিখ: ০৫/০২/২০১৭ খ্রি:

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)।

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব (বাজেট-৭)]।
২। প্রকল্প পরিচালক, "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান]।
৪। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ পরিচালক]।
৫। উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৯। যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

শেখ শামছুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান

# সংযোজনী-৬

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
☐ সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ, অর্থ ও সেবা)
☐ সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও বাস্তঃ)
☐ সহকারী পরিচালক (প্রশিঃ গবেঃ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা।

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রাপ্তি নং ৬৩১৮৬
তারিখ ঃ ৩১/৫/১৭

বিষয় : ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

২২/০৫/২০১৭ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালককে সভার বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির ৮জন সদস্য তাদের নির্ধাতির জেলাসমূহ পরিদর্শন করত: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রকল্প কার্যালয়ে দাখিল করেছেন । ০৮জন সদস্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মহোদয়ের নির্দেশক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব রুহুল আমিনের পরিবর্তে প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জনাব কাকলী রানী মজুমদার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। নির্ধারিত মোট ২৪টি জেলা থেকে ৫৩টি উপজেলার ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক ও ২৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন তথ্য উপাত্তসমূহ যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তথ্য উপাত্তসমূহ নিয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য নির্ভর এবং প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত ছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য প্রতিবেদনে সংযোজন করা আবশ্যক। যেমন-

* জেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটির সভা।
* জাতীয় কর্মশালা।
* সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয় সভা।
* প্রধান কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভা।
* সহকারী পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজার কর্তৃক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন।
* সরকারী অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শিক্ষাকেন্দ্র ও অফিস পরিদর্শন।
* প্রকল্প কর্মকর্তাদের শিক্ষাকেন্দ্র ও অফিস পরিদর্শন।
* জেলা শিক্ষক সমন্বয় সভা ও জেলা পর্যায়ে মত বিনিময় সভা, ইত্যাদি।

৩। বর্ণিত বিষয়সমূহ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য সমৃদ্ধ হবে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উত্থাপিত বর্ণিত প্রকল্পের তথ্যসমূহ নিয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

৪। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে কাজ করার জন্য একটি কমিটি করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান জনাব শেখ শামছুর রহমান, আইএমইডি'র উপ পরিচালক জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জনাব কাকলী রানী মজুমদার, সহকারী পরিচালক জনাব নিত্যজিত মহাজন এবং কম্পিউটার কাজে সহযোগিতার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: ছাইদুল ইসলাম ও সুবল চন্দ্র মন্ডল এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষন করেন।

(চলমান পৃ:/২)

৫। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

| ক্রম. | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ৫.১ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে এবং আগামী সভায় তা উপস্থাপন করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক |
| ৫.২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য উপাত্তসমূহের যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক |
| ৫.৩ | প্রতিবেদন তথ্য নির্ভর এবং প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্য সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের পাশাপাশি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সভায় উপস্থাপিত বিষয়সমূহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক |
| ৫.৪ | প্রতিবেদন প্রণয়েন কাজ করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্তণালয়ের সিনিয়র সহকার প্রধান জনাব শেখ শামছুর রহমান, আইএমইডি'র উপ পরিচালক জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জনাব কাকলী রানী মজুমদার, সহকারী পরিচালক জনাব নিত্যজিত মহাজন এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল। উক্ত কমিটির কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে এবং তথ্য একীভুতকরণের কাজে সহযোগিতা করবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: ছাইদুল ইসলাম ও সুবল চন্দ্র মন্ডল। | প্রকল্প পরিচালক |

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:/-৩০/০৫/২০১৭ খ্রি.
(মোঃ হাফিজুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটি

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৯৮.১৬/ ২২৬ তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব (বাজেট-৭)]।
২। প্রকল্প পরিচালক, "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প,
১/আই, পরিবাগ, ঢাকা ।
৩। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারী প্রধান]।
৪। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ পরিচালক]।
৫। উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৬। সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। অফিস কপি/মাস্টার কপি ।

৩০/০৫/১৭
শেখ শামছুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান

# সংযোজনী-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা।

বিষয় : ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

১১/০৬/২০১৭ তারিখে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালককে সভার বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২২/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে, যা আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির সকল সদস্যের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনের বিষয়ে সদস্যদের কোন মতামত/সুপারিশ থাকলে তা প্রতিফলন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। সভায় উপস্থাপিত খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদেনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বানান ভুল সংশোধন ও সদস্যদের মতামত/সুপারিশ প্রতিফলন সাপেক্ষে খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

| ক্রম. | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ৩.১ | বানান ভুল সংশোধন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটির সদস্যদের মতামত/সুপারিশ প্রতিফলন সাপেক্ষে খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হ'ল। | প্রকল্প পরিচালক ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৩.২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। | ঐ |

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:/-১৯/০৬/২০১৭ খ্রি.
(মো: হাফিজুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন উপ-কমিটি

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৯৮.১৬/ ২৭৩ তারিখঃ ১৯/০৬/২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব (বাজেট-৭)]।
২। প্রকল্প পরিচালক, "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা ।
৩। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ পরিচালক]।
৫। উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৬। সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। ফিল্ড অফিসার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। অফিস কপি/মাস্টার কপি ।

শেখ শামছুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান

# সংযোজনী-৮

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
☐ সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ, অর্থ ও সেবা)
☐ সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও বাস্তঃ)
☐ সহকারী পরিচালক (প্রশিঃ গবেঃ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা।

শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রাপ্তি নং ৫৩৩১
তারিখ ১২/৭/১৭

বিষয় : ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

২১/০৬/২০১৭ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল জলিল এর সভাপতিত্বে ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালককে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পটি মূল্যায়নের লক্ষ্যে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সভা ২৭/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জনাব মো: হাফিজুর রহমানকে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়। ৩১/০১/২০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত উপ কমিটির সভায় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং ২৪টি জেলা হতে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রতিটি জেলার ৪টি প্রাক-প্রাথমিক ও ১টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং উপ কমিটির সদস্যসহ মোট ৮ জন সদস্যের প্রত্যেক সদস্য ৩টি জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য এবং প্রকল্পের অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে একটি খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ণের লক্ষ্যে ২২/০৫/২০১৭ তারিখে উপ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্তণালয়ের সিনিয়র সহকার প্রধান জনাব শেখ শামছুর রহমান, আইএমইডি'র উপ পরিচালক জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জনাব কাকলী রাণী মজুমদার, সহকারী পরিচালক জনাব নিত্যজিত মহাজন এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় । প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ১১/০৬/২০১৭ তারিখে মূল্যায়ন উপ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন উপ কমিটির সদস্যগণের মতামত/সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সংশোধন করা হয়েছে। খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সভায় উপস্থাপন করা হলে উপস্থিত সকল সদস্য তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

| ক্রম. | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ৩.১ | ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পটির ওপর প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হ'ল। | প্রকল্প পরিচালক ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৩.২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | প্রকল্প পরিচালক |

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:/-০৬.০৭.২০১৭ খ্রি.
মো: আব্দুল জলিল
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও সভাপতি
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি।

(চলমান পৃ:/২)

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৯৮.১৬/ ২৯০ তারিখঃ ১১/০৭/২০১৭ খ্রি.

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব (বাজেট-৭)]।

২। প্রকল্প পরিচালক, "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প,
১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।

৩। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৫। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
[দৃ: আ: জনাব আফরোজা আকতার চৌধুরী, উপ পরিচালক]।

৬। উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

১১/০৭/২০১৭

মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব (উন্নয়ন)
ফোন : ৯৫৭৬৬৬০

# সংযোজনী-৯

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

**অংশ-ক**

(বিঃ দ্রঃ-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (✓) চিহ্ন দিন)।
প্রাক- প্রাথমিক কেন্দ্র মূল্যায়নের জন্য)

**১.০ শিক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী :**

১.১ কেন্দ্রের নাম ঃ

১.২ গ্রাম/মহল্লার নাম ঃ

১.৩ উপজেলা/থানা ঃ

১.৪ জেলা ঃ

১.৫ কেন্দ্র কোড ঃ

১.৬ কেন্দ্রের অবস্থান ঃ

মন্দির | মঠ | আশ্রম | স্কুলগৃহ | কাচারী | অন্যান্য

১.৭ চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা [ ] জন।

১.৮ চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতজনের জন্মনিবন্ধন করা সনদ রয়েছে [ ] জন।

১.৯ কেন্দ্রের (১ কি.মি. মধ্যে) চলমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও কেন্দ্র থেকে এগুলোর দুরত্ব ঃ

| ক্রমিক নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ (সরকারি/বেসরকারি ইত্যাদি) | কেন্দ্র থেকে দুরত্ব (আনুমানিক ০১ কিঃমিঃ এর মধ্যে) |
|---|---|---|---|
| (০১) | | | |
| (০২) | | | |
| (০৩) | | | |
| (০৪) | | | |

অন্যান্য

**অংশ-খ**

**২.০ শিক্ষা উপকরণ সর্ম্পকিত তথ্যাবলী :**

২. ১ শিক্ষাকেন্দ্রে কী কী শিক্ষাউপকরণ ব্যবহৃত হয় ?

বই | ক্যালেন্ডার | অনুশীলন খাতা | মাদুর | পেন্সিল | ব্লাকবোর্ড | কাঁচি | ড্রয়িং পেপার

রং পেন্সিল | ট্রাংক | অন্যান্য

২.২ চলতি (২০১৭) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা উপকরণ (বই,অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি) কোন মাসে পেয়েছে ?

জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ

২.৩ কেন্দ্রে অতিরিক্ত কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা ?

CD | শিক্ষক কর্তৃক উদ্ভাবিত উপকরণ | অন্যান্য | ডিজিটাল বই

## ৩.০ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কিত তথ্য :

৩.১ শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা ঃ সাপ্তাহিক | ত্রৈমাসিক | ষান্মাষিক | বার্ষিক | অন্যান্য

৩.২ কেন্দ্রে পাঠ্য বই এর অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়ের মধ্যে কোনগুলো শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় ?

ক্রীড়া ও শরীর চর্চা | ছড়া,গল্প, গান ইত্যাদি | সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য | চারু ও কারু কাজ | চিত্রাঙ্কন | অন্যান্য

৩.৩ বিগত শিক্ষাবর্ষে (২০১৬) শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষার মান (শতকরা নম্বর) ঃ

| বিষয় | খুব ভাল (৮০-১০০) | ভাল (৭০-৭৯) | সন্তোষজনক (৬০-৬৯) | সন্তোষজনক নয়(৬০এর নীচে) |
|---|---|---|---|---|
| মৌখিক | | | | |
| লিখিত | | | | |

৩.৪ কেন্দ্রের সার্বিক গ্রেডিং মান (শতকরা নম্বর) ঃ

| বিষয় | খুবভাল (৮০-১০০) | ভাল (৭০-৭৯) | সন্তোষজনক (৬০-৬৯) | সন্তোষজনক নয় (৬০এর নীচে) |
|---|---|---|---|---|
| শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার | | | | |
| কেন্দ্রের অবকাঠামো | | | | |

৩.৫ কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভার সংখ্যা (জানুয়ারি/২০১৫থেকে ডিসেম্বর/২০১৬) ঃ----------টি

৩.৬ কেন্দ্র পরিদর্শন (জানুয়ারি/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬) ঃ

(০১) প্রকল্প কর্মকর্তা(প্রকল্প পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/প্র কা) ঃ----------বার

(০২) প্রকল্পের সহকারী পরিচালক(সংশ্লিস্ট জেলা ) ঃ----------বার

(০৩) ফিল্ড সুপারভাইজার ঃ ----------বার

(০৪) জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য ঃ---------- বার

(০৫) প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর ঃ---------- বার

(০৬) অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ঃ----------বার

৩.৭ শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান সম্পন্ন হচ্ছে কি না ? হ্যাঁ | না

৩.৮ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ

| শিক্ষাবর্ষ | ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী | ছাত্র | ছাত্রী | মন্তব্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ) |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৪ | | | | |
| ২০১৫ | | | | |
| ২০১৬ | | | | |
| মোট | | | | |

৩.৯ কোর্স চলাকালীন মোট ড্রপ আউট শিক্ষার্থী সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূরণ করতে হবে ) ঃ

| শিক্ষাবর্ষ | মোট ড্রপ আউট শিক্ষার্থী | ছাত্র | ছাত্রী | মন্তব্য/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৪ | | | | |
| ২০১৫ | | | | |
| ২০১৬ | | | | |
| মোট | | | | |

৩.১০ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাসিক উপস্থিতি ঃ সর্বোচ্চ [ ] ন্যূনতম [ ] গড় [ ]

৩.১১ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা

| কোর্স সম্পন্নকারী মোট শিক্ষার্থী | ছাত্র | ছাত্রী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | | |

৩.১২ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী---------- জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মোট কতজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে/স্কুলে ভর্তি হয়েছে ? [ জন। ]

৩.১৩ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী---------- জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হওয়া বা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ার কারণ ঃ

| কারণ | জন | | কারণ | জন |
|---|---|---|---|---|
| দারিদ্রতার কারণে | | | মেধার দূর্বলতা | |
| পিতামাতার অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে | | | পারিবারিক কাজে সহায়তা | |
| কাছাকাছি স্কুল না থাকার কারণে | | | বয়স না হওয়ার কারণ | -- |
| শিক্ষার্থীর পড়ালেখার প্রতি অনীহার কারণে | | | অন্যান্য (লিখুন) ঃ | |

৩.১৪ শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয় কিনা ? [ হ্যাঁ ] [ না ]

## অংশ-ঘ

**৪.০ শিক্ষক সম্পর্কিত তথ্য :**

৪.১ শিক্ষকের নাম ঃ ৪.২ শিক্ষকের বয়স ঃ ৪.৩ লিঙ্গ [ পুরুষ ] [ মহিলা ]

৪.৪ শিক্ষকের ধরন ঃ [ পুরোহিত ] [ সেবাইত ] [ অন্যান্য ]

৪.৫ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

[ এস.এস .সি ] [ এইচ.এস.সি ] [ স্নাতক ] [ অন্যান্য ]

৪.৬ শিক্ষকের বাসস্থান কেন্দ্রের আশেপাশে কি না ? [ হ্যাঁ ] [ না ]

৪.৭ আপনার মাসিক সম্মানী সময়মত পান কিনা ? [ হ্যাঁ ] [ না ]

৪.৮ প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কোন কোন ধরনের প্রশিক্ষন পেয়েছেন ?

[ নির্বাচিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ] [ ফাউন্ডেশন ] [ রিফ্রেসার্স ] [ অন্যান্য ]

৪.৯ শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় আপনি নিয়মিত উপস্থিত হন কিনা এবং কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করেন কিনা ?

[ হ্যাঁ ] [ না ]

৪.১০ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে শিক্ষক হিসেবে কখনও অংশগ্রহন করেছেন কি?

[ সেমিনার ] [ কর্মশালা ] [ শিক্ষক পুনর্মিলনী ] [ অন্যান্য ]

৪.১১ শিক্ষা প্রদানে কোন সমস্যা আছে কি? [ হ্যাঁ ] [ না ]

৪.১২ উত্তর হ্যাঁ হলে কী ধরণের সমস্যা হচ্ছে ?

| সমস্যার বিবরণ | | সুপারিশ |
|---|---|---|
| | | |

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)

## অংশ-ঙ

### ৫.০ বিবিধ তথ্যাবলী :

৫.১ প্রতিদিন দৈনিক সমাবেশের আয়োজন করা হয় কি না? হ্যাঁ না

৫.২ শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা? হ্যাঁ না

৫.৩ শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠটীকা/পাঠদান বই ব্যবহার করা হয় কিনা ? হ্যাঁ না

৫.৪ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে পড়তে বেশি পছন্দ করে ?

ছড়া,গল্প ও গান | ক্রীড়া ও শরীরচর্চা | চারু ও কারুকাজ | ধর্মীয় ও নৈতিকতা | অন্যান্য

৫.৫ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে পড়ালেখায় শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় কি না? হ্যাঁ না

৫.৬ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরন করা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ না

### ৬.০ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার মতামত :

| | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|
| ৬.১ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে কিনা? | | |
| ৬.২ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন আছে কিনা? | হ্যাঁ | না |
| ৬.৩ এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃস্টি হচ্ছে কিনা? | হ্যাঁ | না |
| ৬.৪ ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে এ কার্যক্রম সমাজে ভূমিকা রাখছে কিনা? | হ্যাঁ | না |

৬.৫ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য/প্রাণবন্তকরনে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে? হ্যাঁ না

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ)

৬.৬ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার আর কোন অভিমত/ সুপারিশ যদি থাকে (প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যেতে পারে)।

# সংযোজনী-১০

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

### অংশ-ক

(বিঃ দ্রঃ-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (✓) চিহ্ন দিন)।
(বয়স্ক কেন্দ্র মূল্যায়নের জন্য)

**১.০ শিক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী :**

১.১ কেন্দ্রের নাম ঃ

১.২ গ্রাম/মহল্লার নাম ঃ

১.৩ উপজেলা/থানা ঃ

১.৪ জেলা ঃ

১.৫ কেন্দ্র কোড ঃ

১.৬ কেন্দ্রের অবস্থান ঃ

মন্দির | মঠ | আশ্রম | স্কুলগৃহ | কাচারী | অন্যান্য

১.৭ চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা [ ] জন।

১.৮ কেন্দ্রের (১ কিঃমিঃ মধ্যে) বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কিনা ? হ্যাঁ | না

### অংশ-খ

**২.০ শিক্ষা উপকরণ সর্ম্পকিত তথ্যাবলী :**

২.১ শিক্ষাকেন্দ্রে কী কী শিক্ষাউপকরণ ব্যবহৃত হয় ?

বই | ক্যালেন্ডার | ট্রাঙ্ক | মাদুর | ব্লাকবোর্ড | পেন্সিল | অনুশীলন খাতা | অন্যান্য

২.২ চলতি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা উপকরণ (বই,অনুশীলন খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি) কোন মাসে পেয়েছে ?

জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ

### অংশ-গ

**৩.০ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কিত তথ্য :**

৩.১ শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা ঃ সাপ্তাহিক | ত্রৈমাসিক | ষান্মাষিক | বার্ষিক | অন্যান্য

৩.২ বিগত শিক্ষাবর্ষে (২০১৬) শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষার মান (শতকরা নম্বর) ঃ

| বিষয় | খুব ভাল (৮০-১০০) | ভাল (৭০-৭৯) | সন্তোষজনক (৬০-৬৯) | সন্তোষজনক নয় (৬০এর নীচে) |
|---|---|---|---|---|
| মৌখিক | | | | |
| লিখিত | | | | |

৩.৩ কেন্দ্রের সার্বিক গ্রেডিং মান (শতকরা নম্বর) ঃ

| বিষয় | খুবভাল (৮০-১০০) | ভাল (৭০-৭৯) | সন্তোষজনক (৬০-৬৯) | সন্তোষজনক নয় (৬০ এর নীচে) |
|---|---|---|---|---|
| শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার | | | | |
| কেন্দ্রের অবকাঠামো | | | | |

৩.৪ কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভার সংখ্যা (জানুয়ারি/২০১৫ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬) ঃ----------টি

৩.৫ কেন্দ্র পরিদর্শন (জানুয়ারি/২০১৫ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬) ঃ

(০১) প্রকল্প কর্মকর্তা(প্রকল্প পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/প্র কা) ঃ----------বার

(০২) প্রকল্পের সহকারী পরিচালক(সংশ্লিস্ট জেলা ) ঃ----------বার

(০৩) ফিল্ড সুপারভাইজার ঃ ----------বার

(০৪) জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য ঃ---------- বার

(০৫) মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর ঃ---------- বার

(০৬) অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ঃ----------বার

৩.৬ শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান সম্পন্ন হচ্ছে কি না ? হ্যাঁ না

৩.৭ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ

| শিক্ষাবর্ষ | ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ) |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৪ | | | | |
| ২০১৫ | | | | |
| ২০১৬ | | | | |
| ২০১৭ | | | | |
| মোট | | | | |

৩.৮ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাসিক উপস্থিতি ঃ সর্বোচ্চ ____ ন্যূনতম ____ গড় ____

৩.৯ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

| কোর্স সম্পন্নকারী মোট শিক্ষার্থী | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | | |

৩.১০ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের গণশিক্ষা কেন্দ্র ত্যাগের কারণ ও কেন্দ্র ত্যাগী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ঃ

| | |
|---|---|
| অভিভাবকের অনীহার কারনে | |
| এলাকা ত্যাগের কারনে | |
| শিক্ষার্থীর অনীহার কারনে | |
| পাঠদান আকর্ষনীয় না হওয়ার কারনে | |
| দারিদ্রতার কারনে | |
| শিক্ষকের অত্যধিক কড়াকড়ির কারনে | |
| শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য/উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা না থাকার কারনে | |
| পারিবারিক কাজে সহায়তা | |
| অর্থ উপার্জনের জন্য | |
| অন্যান্য (লিখুন) | |

৩.১১ শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয় কিনা ? হ্যাঁ না

## অংশ-ঘ

**৪.০ শিক্ষক সম্পর্কিত তথ্য :**

৪.১ শিক্ষকের নাম ৪.২ শিক্ষকের বয়স ঃ ৪.৩ লিঙ্গ [পুরুষ] [মহিলা]

৪.৪ শিক্ষকের ধরন ঃ [পুরোহিত] [সেবাইত] [অন্যান্য]

৪.৫ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

[এস.এস .সি] [এইচ.এস.সি] [স্নাতক] [অন্যান্য]

৪.৬ শিক্ষকের বাসস্থান কেন্দ্রের আশেপাশে কি না ? [হ্যাঁ] [না]

৪.৭ আপনার মাসিক সম্মানী সময়মত পান কিনা ? [হ্যাঁ] [না]

৪.৮ প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কোন কোন ধরনের প্রশিক্ষন পেয়েছেন?

[নির্বাচিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষন] [ফাউন্ডেশন] [রিফ্রেসার্স] [অন্যান্য]

৪.৯ শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভায় আপনি নিয়মিত উপস্থিত হন কিনা এবং কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করেন কিনা?

[হ্যাঁ] [না]

৪.১০ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে শিক্ষক হিসেবে কখনও অংশগ্রহন করেছেন কি?

[সেমিনার] [কর্মশালা] [শিক্ষক পূনর্মিলনী] [অন্যান্য]

৪.১১ শিক্ষা প্রদানে কোন সমস্যা আছে কি? [হ্যাঁ] [না]

৪.১২

| সমস্যার বিবরণ | | সুপারিশ |
|---|---|---|
| | | |

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)

## অংশ-ঙ

**৫.০ বিবিধ তথ্যাবলী :**

৫.১ শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ উপযোগী শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় কিনা? [হ্যাঁ] [না]

৫.২ শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠটীকা/পাঠদান বই ব্যবহার করা হয় কিনা ? [হ্যাঁ] [না]

৫.৩ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে পড়তে বেশি পছন্দ করে?

[আমাদের পড়ালেখা] [সনাতন ধর্ম শিক্ষা] [আসুন হিসাব শিখি] [ব্যবহারিক তথ্য বার্তা]

৫.৪ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে পড়ালেখায় শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় কি না? [হ্যাঁ] [না]

৫.৫ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরনের ব্যবস্থা আছে কিনা? [হ্যাঁ] [না]

## ৬.০ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার মতামত :

৬.১ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন আছে কিনা ? হ্যাঁ না

১.২ এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃস্টি ও স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা?
হ্যাঁ না

৬.৩ ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে এ কার্যক্রম সমাজে ভূমিকা রাখছে কিনা? হ্যাঁ না

৬.৪ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ না

৬.৫ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য/প্রাণবন্তকরনে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে?

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ)

৬.৬ কেন্দ্র সচল করণে বা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে কেন্দ্রে আরও কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে?

ক.

খ.

গ.

৬.৭ মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার আর কোন অভিমত/ সুপারিশ যদি থাকে (প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যেতে পারে)।

# সংযোজনী-১১

সংস্থা : হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রকল্পের নাম : মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
অগ্রগতির রিপোর্ট : ২০১৪-২০১৫ অর্থ সালের জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত
প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি : ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা।
মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪ ইং

লক্ষ টাকায়

| অংশ/খাতের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী: কাজের পরিমাণ | ডিপিপি অনুযায়ী: প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপির বরাদ্দ) | ডিপিপি অনুযায়ী: বাস্তব কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় | তৌলমান (৪+মোট বাস্তব কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়ের যোগফল) | জুন, ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: বাস্তব: পরিমান ও অংশের % (৬+২) × ১০০ | জুন, ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: বাস্তব: পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৬ =৭) | জুন, ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: আর্থিক | ২০১৪-২০১৫ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা: বাস্তব: পরিমান ও অংশের % (৯+২) × ১০০ | ২০১৪-২০১৫ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা: বাস্তব: পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৯ =১০) | ২০১৪-২০১৫ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা: আর্থিক | ২০১৪-২০১৫ সালের জুন ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব: পরিমান ও অংশের % (১২+২) × ১০০ | ২০১৪-২০১৫ সালের জুন ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব: পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ১২ =১৩) | ২০১৪-২০১৫ সালের জুন ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি: আর্থিক | জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: বাস্তব: পরিমান ও অংশের % (৬+১২ =১৫) | জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: বাস্তব: পূর্ণ প্রকল্পের % (৭+১৩= ১৬) | জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: আর্থিক (৮+১৪=১৭) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ফিজিক্যাল কার্যক্রম : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১.যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম<br>কম্পিউটার - ০৯টি<br>প্রিন্টার - ০৯ টি<br>ইউপিএস - ০৯ টি<br>ফটোকপি - ০২টি<br>এসি - ০৫টি<br>ল্যাপটপ - ০৮ টি<br>প্রজেক্টর - ০৭ টি<br>ক্যাক্স মেশিন - ৫৫ টি<br>সিসি ক্যামেরা - ০১<br>ইউনিট<br>ডিজিটাল ক্যামেরা - ০১টি<br>টেলিভিশন - ০১ টি<br>ফ্রীজ - ০১ টি<br>ভিডিও ক্যামেরা - ০১টি<br>ইন্টারনেট মডেম - ৬০ টি<br>ফ্যান - ১৫টি<br>টিউব লাইট - ১৫টি<br>ক্যালকুলেটর - ০৬টি<br>অন্যান্য -৪৬ টি<br>মোট - ২৫৪ টি | ২৫৪ টি | ৪০.৮৪ | ৪০.৮৪ | ০.০০৬ | | | | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৪০.২৩ | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৩৯.০০ | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৩৯.০০ |
| ২. আসবাবপত্র<br>টেবিল - ৪০টি<br>চেয়ার - ৪০ টি<br>কনফারেন্স টেবিল - ০১ সেট<br>সোফা - ০১<br>সেট আলমিরা - ২৮ টি<br>সাইড র‍্যাক - ১৪টি<br>ফুট রেষ্ট - ১৪টি<br>ট্রাকে - ৫৭৫০টি<br>ভিজিটর চেয়ার ২৫ টি<br>মোট - ৫৯১৩টি | ৫৯১৩ টি | ৭২.২৭ | ৭২.২৭ | ০.০১০ | | | | ১৬৩ টি (২.৭৬%) | ০.০৩% | ১৪.৭৭ | ১৬৩ টি (২.৭৬%) | ০.০৩% | ১৩.২০ | ১৬৩ টি (২.৭৬%) | ০.০৩% | ১৩.২০ |
| ৩. যানবাহন ক্রয় (নতুন)<br>মোটর সাইকেল- ২৬ টি<br>বাই-সাইকেল-০৫টি | ৩১ টি | ৪৭.৩০ | ৪৭.৩০ | ০.০০৭ | | | | ৩১ টি (১০০%) | ০.৭০% | ৪৭.০০ | ৩১ টি (১০০) | ০.৭০% | ৪৬.৯৮ | ৩১ টি (১০০) | ০.৭০% | ৪৬.৯৮ |
| ৪. শিক্ষা কার্যক্রম<br>মোট শিক্ষার্থী - ৫,১৩,৭৫০জন মোট কেন্দ্র- ৫৭৫০ টি | ৫,১৩,৭৫০ জন<br>প্রাক-প্রাথমিক : কেন্দ্র-৫৫০০ টি শিক্ষার্থী-৪,৯৫,০০০ জন<br>বয়স্ক : কেন্দ্র-২৫০টি শিক্ষার্থী-১৮,৭৫০জন | ৬৭৩০.৯৬ | ৬৭৩০.৯৬ | ০.৯৩৮ | | | | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক : কেন্দ্র-৫৫০০ টি শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক : কেন্দ্র-২৫০টি শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ১৯০২.১৫ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩৯%)<br>প্রাক-প্রাথমিক : কেন্দ্র-৫৫০০ টি শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক : কেন্দ্র-২৫০টি শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ১৮৮৯.৪৫ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক : কেন্দ্র-৫৫০০ টি শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক : কেন্দ্র-২৫০টি শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ১৮৮৯.৪৫ |
| ৫. প্রশিক্ষন ব্যয়<br>(কর্মকর্তা, সহায় পরিচালক, সিওসি, ফিল্ড সুপারভাইজার ও শিক্ষক) | ৬৩৪৭ জন<br>কর্মকর্তা-২৪ জন, সহায় পরিচালক-২০০ জন (প্রবাহ), সিওসি-৫০জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৭০জন ও শিক্ষক-১৫,৭৫০জন | ১০৩.২০ | ১০৩.২০ | ০.০১৪ | | | | ৩২৭ জন (৫.১৫%) সহকারী পরিচালক-৫৬জন, কম্পিউ অপারে ৫৬ জন, মাঃ ট্রেইং ও ফিল্ড সুপারভাইজার-৮৭জন, শিক্ষক-১২৮জন | ০.০৭% | ১২.৬৯ | | | | | ০.০০% | ০.০০ |

| ডিপিপি অনুযায়ী | | | | তৌলমান | জুন, ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | ২০১৪-২০১৫ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা | | | ২০১৪-২০১৫ সালের জুন ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | | | জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অংগ/খাতের নাম | কাজের পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপির বরাদ্দ) | বাস্তব কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় | (৪+মোট বাস্তব কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়ের যোগফল) | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | | | পরিমান ও অংগের % (৬÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৬ =৭) | | পরিমান ও অংগের % (৯÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৯ =১০) | | পরিমান ও অংগের % (১২÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ১২ =১৩) | | পরিমান ও অংগের % (৬+১২ =১৫) | পূর্ণ প্রকল্পের % (৭+১৩= ১৬) | (৮+১৪=১৭) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৬. কমিটি সভা (ষ্টিয়ারিং, বাস্তবায়ন, নিয়োগ ও অন্যান্য কমিটি সভা) | ২৩৫৫ টি ষ্টিয়ারিং -১১টি, বাস্তবায়ন-১০টি, জেলা মনিটরিং-৬৭২টি ও উপজেলা মনিটরিং-৪৯৭৮টি ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-২০৭৬টি, অন্যান্য-৭৮৫টি | ১৫৩.২৪ | ১৫৩.২৪ | ০.০২১ | | | | ৭৮৬ টি (৩৩.৩৮%) ষ্টিয়ারিং-৩টি, বাস্তবায়ন -৬টি, ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৯টি | ০.৭০% | ২৩.৯৩ | ৭৮০ টি (১৯.১১%) বাস্তবায়ন ০২টি, স্টিয়ারিং-০১টি, শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৯টি | ০.৭০% | ২০.০০ | ৭৮০ টি (১৯.১১%) বাস্তবায়ন ০২টি, স্টিয়ারিং-০১টি, শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৯টি | ০.৭০% | ২০.০০ |
| ৭. ওয়ার্কশপ | ০৪ টি | ৩০.০০ | ৩০.০০ | ০.০০৪ | | | | ০১ টি (২৫%) | ০.১০% | ৫.০০ | | | | ৮ টি (১০০%) | ০.০০% | ০.০০ |
| ক) ফিজিক্যাল কাজের উপমোট | | ৭১৭৭.৮১ | ৭১৭৭.৮১ | ১.০০ | | ০.০০% | ০.০০ | | ৩৩.৪৬% | ২০৪৫.৭৭ | | ৩৩.২৯% | ২০০৮.৬৩ | | ৩৩.২৯% | ২০০৮.৬৩ |
| নন-ফিজিক্যাল কার্যক্রম ঃ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮. বেতন ভাতা | ২৭৩ জন | ১৬১৪.৩৪ | ১৬১৪.৩৪ | -- | | | | ২৭৩ জন | -- | ৩৪৯.৯৭ | ২৩০ জন | -- | ৩৩৮.৯৮ | ২৩০ জন | -- | ৩৩৮.৯৮ |
| ৯. অফিস ভাড়া (প্রঃ কার্যালয় ১টি, জেলা কার্যালয় ৫৪টি) | ৫৪ টি | ২৭৮.৬৪ | ২৭৮.৬৪ | -- | | | | ৫৪ টি | -- | ৭৮.৩০ | ৫৪ টি | -- | ৭০.০০ | ৫৪ টি | -- | ৭০.০০ |
| ১০. গ্যাস ও জ্বালানী (প্রঃ কার্যালয় ৬টি, জেলা কার্যালয় ৮০টি) | ৮৬ টি | ১২৯.১২ | ১২৯.১২ | -- | | | | ৭৫ টি | -- | ৪০.০০ | ৭৫ টি | -- | ৩৫.৭০ | ৭৫ টি | -- | ৩৫.৭০ |
| ১১. টেলিফোন বিল (প্রঃ কার্যালয় ৮টি, জেলা কার্যালয় ৫৩টি) | ৬১ টি | ২৩.৮০ | ২৩.৮০ | -- | | | | ৬১ টি | -- | ৮.২০ | ৬১ টি | -- | ৬.৫০ | ৫৭ টি | -- | ৬.৫০ |
| ১২. অফিস ষ্টেশনারী | লট | ৪২.৬৬ | ৪২.৬৬ | -- | | | | লট | -- | ১৪.২২ | লট | -- | ১৩.৫০ | লট | -- | ১৩.৫০ |
| ১৩. বিজ্ঞাপন | | ৫.০০ | ৫.০০ | | | | | লট | | ২.০০ | লট | | ২.০০ | লট | | ২.০০ |
| ১৪. পাবলিকেশন্স | | ৯.০০ | ৯.০০ | | | | | লট | | ৩.০০ | লট | | ০.৫০ | লট | | |
| ১৫. রিফ্রেশমেন্ট/আপ্যায়ন | | ৯.৪৫ | ৯.৪৫ | | | | | লট | | ৩.১৫ | লট | | ৩.০০ | লট | | |
| ১৬. পরিবহন ব্যয় | লট | ১১০.১০ | ১১০.১০ | -- | | | | লট | -- | ৩৬.৭০ | লট | -- | ৩৬.৭০ | লট | -- | ৩৬.৭০ |
| ১৭. সুপারভিশন ও মনিটরিং | | ১৪৩.২৫ | ১৪৩.২৫ | -- | | | | -- | | ৩৫.০০ | -- | -- | ৩৪.৫০ | -- | -- | ৩৪.৫০ |
| ১৮. ডাক | লট | ৭.১৭ | ৭.১৭ | -- | | | | লট | -- | ২.৩৯ | -- | -- | ১.৫০ | -- | -- | ১.৫০ |
| ১৯. পানির বিল | ৫৪ টি | ৭.২৬ | ৭.২৬ | -- | | | | ৫৪ টি | | ২.৪২ | ৫৪ টি | -- | ১.৩০ | ৫৪ টি | -- | ১.৩০ |
| ২০. বিদ্যুৎ বিল | ৫৪ টি | ৩১.০২ | ৩১.০২ | -- | | | | ৫৪ টি | | ১০.৩৪ | ৫৪ টি | -- | ৮.৫০ | ৫৪ টি | -- | ৮.৫০ |
| ২১. ব্যাংক চার্জ | লট | ১৬.৯৫ | ১৬.৯৫ | -- | | | | লট | | ৫.৬৫ | লট | -- | ৩.০০ | লট | -- | ৩.০০ |
| ২২. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা | ৫৩টি | ৪৪.৫২ | ৪৪.৫২ | -- | | | | ৫৩ টি | | ১০.০৮ | ৫৩ টি | -- | ১০.০৮ | ৫৩ টি | -- | ১০.০৮ |
| ২৩. নিরাপত্তা | ৫৩ টি | ৭৭.৯১ | ৭৭.৯১ | | | | | ৫৩ টি | | ২০.১৬ | ৫৩ টি | | ২০.১৬ | ৫৩ টি | | ২০.১৬ |
| ২৪. মূল্যায়ন | ১ টি | ৪.১০ | ৪.১০ | -- | | | | -- | -- | | -- | -- | | -- | -- | |
| ২৫. রক্ষণাবেক্ষণ | ৮৬ টি | ৫৬.৯৪ | ৫৬.৯৪ | -- | | | | ৮৬ টি ও লট | -- | ১৬.০০ | ৭৫ টি ও লট | -- | ১৬.০০ | ৭৫ টি ও লট | -- | ১৬.০০ |
| ২৬. জনবল নিয়োগ | | ১০.৮৩ | ১০.৮৩ | | | | | | | ৫.৬৫ | | | ৩.৫৫ | | | ৩.৫৫ |
| ২৭. বিবিধ | -- | ১৩১.১৯ | ১৩১.১৯ | -- | | | | -- | -- | ১১.০০ | -- | -- | ১০.৯০ | -- | -- | ১০.৯০ |
| খ) নন-ফিজিক্যাল কাজের উপমোট | | ২৭৫৩.২৫ | ২৭৫৩.২৫ | -- | -- | -- | ০.০০ | -- | | ৬৫৪.২৩ | -- | -- | ৬১৬.৩৭ | -- | -- | ৬১৬.৩৭ |
| মোট (ক+খ) | | ৯৯৩১.০৬ | ৯৯৩১.০৬ | ১.০০ | | ০.০০% | ০.০০ | -- | ৩৩.৪৬% | ২৭০০.০০ | -- | ৩৩.২৯% | ২৬২৫.০০ | -- | ৩৩.২৯% | ২৬২৫.০০ |

(স্বপন কুমার বড়াল)
প্রকল্প পরিচালক
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

সংস্থা ঃ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রকল্পের নাম ঃ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
অগ্রগতির রিপোর্ট ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ সালের মে ২০১৭ মাস পর্যন্ত
প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ঃ ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা।
মেয়াদকাল ঃ জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭ ইং

লক্ষ টাকায়

| ডিপিপি অনুযায়ী | | | | তৌলমান | জুন, ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | ২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা | | | ২০১৬-২০১৭ সালের মে ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি | | | মে ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অংগ/খাতের নাম | কাজের পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপির বরাদ্দ) | বাস্তব কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় | (৪+মোট বাস্তব কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়ের যোগফল) | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | | | পরিমান ও অংগের % (৬÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৬ =৭) | | পরিমান ও অংগের % (৯÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৯ =১০) | | পরিমান ও অংগের % (১২÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ১২ =১৩) | | পরিমান ও অংগের % (৬+১২ =১৫) | পূর্ণ প্রকল্পের % (৭+১৩= ১৬) | (৮+১৪=১৭) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| **ফিজিক্যাল কার্যক্রম ঃ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১.যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম<br>কম্পিউটার - ০৯টি<br>প্রিন্টার - ০৯ টি<br>ইউপিএস - ০৯ টি<br>ফটোকপি - ০৫টি<br>এসি - ০৫টি<br>ল্যাপটপ - ০৮ টি<br>প্রজেক্টর - ০৭ টি<br>ফ্যাক্স মেশিন - ৫৫ টি<br>সিসি ক্যামেরা - ০১<br>ইউনিট<br>ডিজিটাল ক্যামেরা - ০১টি<br>টেলিভিশন - ০১ টি<br>ফ্রীজ - ০১ টি<br>ভিডিও ক্যামেরা - ০১টি<br>ইন্টারনেট মডেম - ৬০ টি<br>ফ্যান - ১৫টি<br>টিউব লাইট - ১৫টি<br>ক্যালকুলেটর - ০৬টি<br>অন্যান্য -৪৬ টি<br>মোট - ২৫৪ টি | ২৫৪ টি | ৪০.৮৪ | ৪০.৮৪ | ০.০০৬ | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৩৯.০০ | | | | | | | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৩৯.০০ |
| ২. আসবাবপত্র<br>টেবিল - ৪০টি<br>চেয়ার - ৪০ টি<br>করফারেন্স টেবিল - ০১ সেট<br>সোফা - ০১<br>সেট আলমিরা - ২৮ টি<br>সাইড র‍্যাক - ১৪টি<br>ফুট রেষ্ট - ১৪টি<br>ট্রাকে - ৫৭৫০টি<br>ভিজিটর চেয়ার ২৫ টি<br>মোট - ৫৯১৩টি | ৫৯১৩ টি | ৭২.২৭ | ৭২.২৭ | ০.০১০ | ৫৯১৩ টি (১০০%) | ১.০০% | ৭১.২০ | | | | | | | ৫৯১৩ টি (১০০%) | ১.০০% | ৭১.২০ |
| ৩. যানবাহন ক্রয় (নতুন)<br>মোটর সাইকেল- ২৬ টি<br>বাই-সাইকেল-০৫টি | ৩১ টি | ৪৭.৩০ | ৪৭.৩০ | ০.০০৭ | ৩১ টি (১০০) | ০.৭০% | ৪৬.৯৮ | | | | | | | ৩১ টি (১০০) | ০.৭০% | ৪৬.৯৮ |
| ৪. শিক্ষা কার্যক্রম<br>মোট শিক্ষার্থী - ৫,১৩,৭৫০জন মোট কেন্দ্র- ৫৭৫০ টি | ৫,১৩,৭৫০ জন<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-৪,৯৫,০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-১৮,৭৫০জন | ৬৭৩০.৯৬ | ৬৭৩০.৯৬ | ০.৯৩৮ | ৩৪২৫০০ জন (৬৬.৬৭%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-৩৩০০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-১২৫০০জন | ৬২.৫২% | ৪১২৯.৫৮ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ২২২২.৭৫ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ২৮.৬৬% | ১৬৪৫.৩৯ | ৫১৩৭৫০ জন (১০০%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-৪৯৫০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-১৮৭৫০জন | ৯১.১৮% | ৫৭৭৪.৯৭ |
| ৫. প্রশিক্ষন ব্যয়<br>(কর্মকর্তা, সহ্য পরিচালক, সিওসি, ফিল্ড সুপারভাইজার ও শিক্ষক) | ৬৩৪৭ জন<br>কর্মকর্তা-১৫ জন, সহ্য পরিচালক-১৬৮ জন (৩বার), মাস্টার ট্রেইনার-১৪জন, সিওসি-১১২জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-১৬০জন ও শিক্ষক-৫৮৭৮জন | ১০৩.২০ | ১০৩.২০ | ০.০১৪ | ৬০৭৭ জন (৯৫.৭৪%)<br>সহকারী পরিচালক ৫৬ জন, মাস্টার ট্রেইনার-০৭জন, কম্পিউটার অপারেটর-৫৬জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৮০জন,শিক্ষক-৫৮৭৮ জন। | ১.৩৪% | ৮৮.৭৮ | ২১৪ জন (৩.৩৭%) কর্মকর্তা-১৫ জন, সহকারী পরিচালক-৫৬জন, মাস্টার ট্রেইনার-০৭জন, কম্পিউটার অপারেটর-৫৬জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৮০জন | ০.০৫% | ১২.২৯ | ১৯৯ জন (৩.১৩%) সহকারী পরিচালক-৫৬জন, মাস্টার ট্রেইনার-০৭জন, কম্পিউটার অপারেটর-৫৬জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৮০জন | ০.০৫% | ১১.১৩ | ৬২৭৬ জন (৯৮.৮৮%)<br>সহকারী পরিচালক ১১২ জন, মাস্টার ট্রেইনার-১৪জন, কম্পিউটার অপারেটর-১১২জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-১৬০জন,শিক্ষক-৫৮৭৮ জন। | ১.৩৯% | ৯৯.৯১ |

| ডিপিপি অনুযায়ী | | | | তৌলমান | জুন, ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | ২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা | | | ২০১৫-২০১৬ সালের জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি | | | জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অংগ/খাতের নাম | কাজের পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপির বরাদ্দ) | বাস্তব কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় | (৪+মোট বাস্তব কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়ের যোগফল) | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | | | পরিমান ও অংগের % (৬÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৬ =৭) | | পরিমান ও অংগের % (৯÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৯ =১০) | | পরিমান ও অংগের % (১২÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ১২ =১৩) | | পরিমান ও অংগের % (৬÷১২ =১৫) | পূর্ণ প্রকল্পের % (৭+১৩= ১৬) | (৮+১৪=১৭) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৬. কমিটি সভা (ট্রিয়ারিং, বাস্তবায়ন, নিয়োগ ও অন্যান্য কমিটি সভা) | ২৩৫৫ টি ট্রিয়ারিং -১১টি, বাস্তবায়ন-১০টি, জেলা মনিটরিং-৬৭২টি ও উপজেলা মনিটরিং-৪৯৭৮টি ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-২০৭৬টি, অন্যান্য-৭৮৫টি | ১৫৩.২৪ | ১৫৩.২৪ | ০.০২১ | ৭৮০ টি (৩৩.১২%) বাস্তবায়ন ০২টি, স্টিয়ারিং-০১টি, শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৯টি | ০.৭০% | ২০.০০ | ৭৮৩ টি (৩৩.২৫%) ট্রিয়ারিং-৩টি, বাস্তবায়ন -৬টি, ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৬টি | ০.৭০% | ৫০.৮৮ | ৭৭৭ টি (৩৩.১২%) ট্রিয়ারিং-২টি, বাস্তবায়ন -২টি, ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৫টি | ০.৭০% | ৫০.৩৬ | ১৫৫৭ টি (৬৬.২৪%) স্টিয়ারিং-০৩টি, বাস্তবায়ন ০৪টি, শিক্ষক সমন্বয় সভা-৬৭৬টি, অন্যান্য-৮৭৪টি | ১.৪০% | ৭০.৩৬ |
| ৭. ওয়ার্কশপ | ০৪ টি | ৩০.০০ | ৩০.০০ | ০.০০৪ | | ০.০০% | ০.০০ | ০১ টি (২৫%) | ০.১০% | ৫.০০ | ০১ টি (২৫%) | ০.১০% | ৫.০০ | ০১ টি (২৫%) | ০.১০% | ৫.০০ |
| **ক) ফিজিক্যাল কাজের উপমোট** | | ৭১৭৭.৮১ | ৭১৭৭.৮১ | ১.০০ | | ৩৩.২৯% | ২০০৮.৬৩ | | ৩৪.৩৭% | ২৪৪৭.৮৬ | | ৩৪.৩৭% | ২৪৪২.২৭ | | ৬৭.৬৬% | ৪৪৫০.৯০ |
| **নন-ফিজিক্যাল কার্যক্রম ঃ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮. বেতন ভাতা | ২৭৩ জন | ১৬১৪.৩৪ | ১৬১৪.৩৪ | -- | ২৩০ জন | -- | ৩৩৮.৯৮ | ২৭৩ জন | -- | ৫০০.০০ | ২৭৩ জন | -- | ৫০০.০০ | ২৭৩ জন | -- | ৮৩৮.৯৮ |
| ৯. অফিস ভাড়া (প্রঃ কার্যালয় ১টি, জেলা কার্যালয় ৫৪টি) | ৫৪ টি | ২৭৮.৬৪ | ২৭৮.৬৪ | -- | ৫৪ টি | -- | ৭০.০০ | ৫৪ টি | -- | ৯২.৮৮ | ৫৪ টি | -- | ৯১.৫০ | ৫৪ টি | -- | ১৬১.৫০ |
| ১০. গ্যাস ও জ্বালানী (প্রঃ কার্যালয় ৬টি, জেলা কার্যালয় ৮০টি) | ৮৬ টি | ১২৯.১২ | ১২৯.১২ | -- | ৭৫ টি | -- | ৩৫.৭০ | ৮৬ টি | -- | ৪৩.০৪ | ৮৬ টি | -- | ৪২.৭০ | ৮৬ টি | -- | ৭৮.৪০ |
| ১১. টেলিফোন বিল (প্রঃ কার্যালয় ৮টি, জেলা কার্যালয় ৫৩টি) | ৬১ টি | ২৩.৮০ | ২৩.৮০ | -- | ৫৭ টি | -- | ৬.৫০ | ৬১ টি | -- | ৭.৮০ | ৬১ টি | -- | ৭.৩০ | ৬১ টি | -- | ১৩.৮০ |
| ১২. অফিস ষ্টেশনারী | লট | ৪২.৬৬ | ৪২.৬৬ | -- | লট | -- | ১৩.৫০ | লট | -- | ১৪.২২ | লট | -- | ১৩.৪৬ | লট | -- | ২৬.৯৬ |
| ১৩. বিজ্ঞাপন | | ৫.০০ | ৫.০০ | | লট | | ২.০০ | লট | | ২.৫০ | লট | | ২.২১ | লট | | ৪.২১ |
| ১৪. পাবলিকেশন্স | | ৯.০০ | ৯.০০ | | লট | | ০.৫০ | লট | | ৩.০০ | লট | | ০.৩০ | লট | | ০.৮০ |
| ১৫. রিফ্রেসমেন্ট/আপ্যায়ন | | ৯.৪৫ | ৯.৪৫ | | লট | | ৩.০০ | লট | | ৩.১৫ | লট | | ২.৯৮ | লট | | ৫.৯৮ |
| ১৬. পরিবহন ব্যয় | লট | ১১০.১০ | ১১০.১০ | -- | লট | -- | ৩৬.৭০ | লট | -- | ৪৩.৭৫ | লট | -- | ৪৩.৭০ | লট | -- | ৮০.৪০ |
| ১৭. সুপারভিশন ও মনিটরিং | | ১৪৩.২৫ | ১৪৩.২৫ | -- | -- | -- | ৩৪.৫০ | -- | | ৪৭.৭৫ | -- | -- | ৪৭.৭৫ | -- | -- | ৮২.২৫ |
| ১৮. ডাক | লট | ৭.১৭ | ৭.১৭ | -- | -- | -- | ১.৫০ | লট | -- | ২.৩৯ | -- | -- | ২.৩৬ | -- | -- | ৩.৫৬ |
| ১৯. পানির বিল | ৫৪ টি | ৭.২৬ | ৭.২৬ | -- | ৫৪ টি | -- | ১.৩০ | ৫৪ টি | | ২.৪২ | ৫৪ টি | -- | ২.১৩ | ৫৪ টি | -- | ৩.৪৩ |
| ২০. বিদ্যুৎ বিল | ৫৪ টি | ৩১.০২ | ৩১.০২ | -- | ৫৪ টি | -- | ৮.৫০ | ৫৪ টি | | ১০.৩৪ | ৫৪ টি | -- | ১০.২৪ | ৫৪ টি | -- | ১৮.৭৪ |
| ২১. ব্যাংক চার্জ | লট | ১৬.৯৫ | ১৬.৯৫ | -- | লট | -- | ৩.০০ | লট | | ৫.৬৫ | লট | -- | ৪.৬৫ | লট | -- | ৭.৬৫ |
| ২২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | ৫৩টি | ৪৪.৫২ | ৪৪.৫২ | -- | ৫৩ টি | -- | ১০.০৮ | ৫৩ টি | | ১৪.৮৪ | ৫৩ টি | -- | ১৪.৮৪ | ৫৩ টি | -- | ২৪.৯২ |
| ২৩. নিরাপত্তা | ৫৩ টি | ৭৭.৯১ | ৭৭.৯১ | | ৫৩ টি | | ২০.১৬ | ৫৩ টি | | ২৫.৯৭ | ৫৩ টি | | ২৫.৪৬ | ৫৩ টি | | ৪৫.৬২ |
| ২৪. মূল্যায়ন | ১ টি | ৪.১০ | ৪.১০ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| ২৫. রক্ষণাবেক্ষণ | ৮৬ টি | ৫৬.৯৪ | ৫৬.৯৪ | -- | ৭৫ টি ও লট | -- | ১৬.০০ | ৮৬ টি ও লট | -- | ১৮.৪৮ | ৮৬ টি ও লট | -- | ১৪.৫৬ | ৮৬ টি ও লট | -- | ৩০.৫৬ |
| ২৬. জনবল নিয়োগ | | ১০.৮৩ | ১০.৮৩ | | | | ৩.৫৫ | | | ৩.৫০ | | | ৩.৪৯ | | | ৭.০৪ |
| ২৭. বিবিধ | -- | ১৩১.১৯ | ১৩১.১৯ | -- | -- | -- | ১০.৯০ | -- | -- | ১০.৪৬ | -- | -- | ১০.৪০ | -- | -- | ২১.৩০ |
| **খ) নন-ফিজিক্যাল কাজের উপমোট** | | ২৭৫৩.২৫ | ২৭৫৩.২৫ | -- | -- | -- | ৬১৬.৩৭ | -- | | ৮৫২.১৪ | -- | -- | ৮৩৯.৭৩ | -- | -- | ১৪৫৬.১০ |
| **মোট (ক+খ)** | | ৯৯৩১.০৬ | ৯৯৩১.০৬ | ১.০০ | | ৩৩.২৯% | ২৬২৫.০০ | -- | ৩৪.৩৭% | ৩৩০০.০০ | -- | ৩৪.৩৭% | ৩২৮২.০০ | -- | ৬৭.৬৬% | ৫৯০৭.০০ |

(স্বপন কুমার বড়াল)
প্রকল্প পরিচালক
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

সংস্থা ঃ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রকল্পের নাম ঃ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
অগ্রগতির রিপোর্ট ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ সালের জুন ২০১৬ মাস পর্যন্ত
প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ঃ ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা।
মেয়াদকাল ঃ জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭ ইং

লক্ষ টাকায়

| ডিপিপি অনুযায়ী | | | | তৌলমান | জুন, ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | ২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা | | | ২০১৫-২০১৬ সালের জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি | | | জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অংগ/খাতের নাম | কাজের পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপির বরাদ্দ) | বাস্তব কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় | (৪+মোট বাস্তব কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়ের যোগফল) | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | | | পরিমান ও অংগের % (৬÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৬ =৭) | | পরিমান ও অংগের % (৯÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৯ =১০) | | পরিমান ও অংগের % (১২÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ১২ =১৩) | | পরিমান ও অংগের % (৬+১২ =১৫) | পূর্ণ প্রকল্পের % (৭+১৩= ১৬) | (৮+১৪=১৭) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| **ফিজিক্যাল কার্যক্রম ঃ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১.যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম<br>কম্পিউটার - ০৯টি<br>প্রিন্টার - ০৯ টি<br>ইউপিএস - ০৯ টি<br>ফটোকপি - ০৫টি<br>এসি - ০৫টি<br>ল্যাপটপ - ০৮ টি<br>প্রজেক্টর - ০৭ টি<br>ক্যাক্স মেশিন - ৫৫ টি<br>সিসি ক্যামেরা - ০১<br>ইউনিট<br>ডিজিটাল ক্যামেরা - ০১টি<br>টেলিভিশন - ০১ টি<br>ফ্রীজ - ০১ টি<br>ভিডিও ক্যামেরা - ০১টি<br>ইন্টারনেট মডেম - ৬০ টি<br>ফ্যান - ১৫টি<br>টিউব লাইট - ১৫টি<br>ক্যালকুলেটর - ০৬টি<br>অন্যান্য -৪৬ টি<br>মোট - ২৫৪ টি | ২৫৪ টি | ৪০.৮৪ | ৪০.৮৪ | ০.০০৬ | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৩৯.০০ | | | | | | | ২৫৪ টি (১০০%) | ০.৬০% | ৩৯.০০ |
| ২. আসবাবপত্র<br>টেবিল - ৪০টি<br>চেয়ার - ৪০ টি<br>কনফারেন্স টেবিল - ০১ সেট<br>সোফা - ০১<br>সেট আলমিরা - ২৮ টি<br>সাইড র‍্যাক - ১৪টি<br>ফুট স্লেট - ১৪টি<br>ট্রাংকে - ৫৭৫০টি<br>ভিজিটর চেয়ার ২৫ টি<br>মোট - ৫৯১৩টি | ৫৯১৩ টি | ৭২.২৭ | ৭২.২৭ | ০.০১০ | ১৬৩ টি (২.৭৬%) | ০.০৩% | ১৩.২০ | ৫৭৫০ টি (৯৭.২৪%) | ০.৯৭% | ৫৮.০০ | ৫৭৫০ টি (৯৭.২৪%) | ০.৯৭% | ৫৮.০০ | ৫৯১৩ টি (১০০%) | ১.০০% | ৭১.২০ |
| ৩. যানবাহন ক্রয় (নতুন)<br>মোটর সাইকেল- ২৬ টি<br>বাই-সাইকেল-০৫টি | ৩১ টি | ৪৭.৩০ | ৪৭.৩০ | ০.০০৭ | ৩১ টি (১০০) | ০.৭০% | ৪৬.৯৮ | | | | | | | ৩১ টি (১০০) | ০.৭০% | ৪৬.৯৮ |
| ৪. শিক্ষা কার্যক্রম<br>মোট শিক্ষার্থী - ৫,১৩,৭৫০জন মোট কেন্দ্র- ৫৭৫০ টি | ৫,১৩,৭৫০ জন<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-৪,৯৫,০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-১৮,৭৫০জন | ৬৭৩০.৯৬ | ৬৭৩০.৯৬ | ০.৯৩৮ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ১৮৮৯.৪৫ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ২২৪০.১৭ | ১৭১২৫০ জন (৩৩.৩৩%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-১৬৫০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-৬২৫০জন | ৩১.২৬% | ২২৪০.১৩ | ৩৪২৫০০ জন (৬৬.৬৭%)<br>প্রাক-প্রাথমিক ঃ<br>কেন্দ্র-৫৫০০ টি<br>শিক্ষার্থী-৩৩০০০০ জন<br>বয়স্ক ঃ কেন্দ্র-২৫০টি<br>শিক্ষার্থী-১২৫০০জন | ৬২.৫২% | ৪১২৯.৫৮ |
| ৫. প্রশিক্ষন ব্যয়<br>(কর্মকর্তা, সহঃ পরিচালক, সিওসি, ফিল্ড সুপারভাইজার ও শিক্ষক) | ৬৩৪৭ জন<br>কর্মকর্তা-২৪ জন, সহঃ পরিচালক-২০০ জন (৪বার), সিওসি-৫০জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৭০জন ও শিক্ষক-১৫,৭৫০জন | ১০৩.২০ | ১০৩.২০ | ০.০১৪ | | ০.০০% | ০.০০ | ৬০৯২ জন (৯৫.৯৮%)<br>কর্মকর্তা-১৫ জন, সহকারী পরিচালক-৫৬জন, মাস্টার ট্রেইনার-০৭জন, কম্পিউটার অপারেটর-৫৬জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৮০জন,শিক্ষক-৫৮৭৮ জন | ১.৩৪% | ৯৩.৮১ | ৬০৭৭ জন (৯৫.৭৪%)<br>সহকারী পরিচালক ৫৬ জন, মাস্টার ট্রেইনার-০৭জন, কম্পিউটার অপারেটর-৫৬জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৮০জন,শিক্ষক-৫৮৭৮ জন। | ১.৩৪% | ৮৮.৭৮ | ৬০৭৭ জন (৯৫.৭৪%)<br>সহকারী পরিচালক ৫৬ জন, মাস্টার ট্রেইনার-০৭জন, কম্পিউটার অপারেটর-৫৬জন, ফিল্ড সুপারভাইজার-৮০জন,শিক্ষক-৫৮৭৮ জন। | ১.৩৪% | ৮৮.৭৮ |

| ডিপিপি অনুযায়ী | | | | তৌলমান (৪+মোট বাস্তব কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয়ের যোগফল) | জুন, ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | ২০১৬-২০১৭ সালের সংশোধিত এডিপির লক্ষ্যমাত্রা | | | ২০১৬-২০১৭ সালের মে ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি | | | মে ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অংশ/খাতের নাম | কাজের পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপির বরাদ্দ) | বাস্তব কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় | | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | | | পরিমান ও অংগের % (৬÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৬ =৭) | | পরিমান ও অংগের % (৯÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ৯ =১০) | | পরিমান ও অংগের % (১২÷২) × ১০০ | পূর্ণ প্রকল্পের% (৫× ১২ =১৩) | | পরিমান ও অংগের % (৬+১২ =১৫) | পূর্ণ প্রকল্পের % (৭+১৩= ১৬) | (৮+১৪=১৭) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৬. কমিটি সভা (ট্রিয়ারিং, বাস্তবায়ন, নিয়োগ ও অন্যান্য কমিটি সভা) | ২৩৫৫ টি ট্রিয়ারিং -১১টি, বাস্তবায়ন-১০টি, জেলা মনিটরিং-৬৭২টি ও উপজেলা মনিটরিং-৪৯৭৮টি ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-২০৭৬টি, অন্যান্য-৭৮৫টি | ১৫৩.২৪ | ১৫৩.২৪ | ০.০২১ | ১৫৫৭ টি (৬৬.২৪%) স্টিয়ারিং-০৩টি, বাস্তবায়ন ০৪টি, শিক্ষক সমন্বয় সভা-৬৭৬টি, অন্যান্য-৮৭৪টি | ১.৪০% | ৭০.৩৬ | ৭৮৬ টি (৩৩.৩৮%) ট্রিয়ারিং-৩টি, বাস্তবায়ন -৬টি, ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-৩৩৮টি, অন্যান্য-৪৩৯টি | ০.৭০% | ৫১.১৮ | ৫৫৫ টি (২৩.৫৭%) ট্রিয়ারিং-২টি, বাস্তবায়ন -২টি, ও শিক্ষক সমন্বয় সভা-২২৮টি, অন্যান্য-৩২৩টি | ০.৪৯% | ৩৯.৫৩ | ২১১২ টি (৮৯.৬৯%) স্টিয়ারিং-০৫টি, বাস্তবায়ন ০৬টি, শিক্ষক সমন্বয় সভা-৯০৪টি, অন্যান্য-১১৯৭টি | ১.৮৯% | ১০৯.৮৯ |
| ৭. ওয়ার্কশপ | ০৪ টি | ৩০.০০ | ৩০.০০ | ০.০০৪ | ০১ টি (২৫%) | ০.১০% | ৫.০০ | ০২ টি (৫০%) | ০.২০% | ২০.০০ | | | | ০১ টি (২৫%) | ০.১০% | ৫.০০ |
| ক) ফিজিক্যাল কাজের উপমোট | | ৭১৭৭.৮১ | ৭১৭৭.৮১ | ১.০০ | | ৬৭.৬৬% | ৪৪৫০.৯০ | | ৩২.২১% | ২৩০৬.২২ | | ২৯.২০% | ১৬৯৬.০৫ | | ৯৬.৮৬% | ৬১৪৬.৯৫ |
| নন-ফিজিক্যাল কার্যক্রম ঃ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮. বেতন ভাতা | ২৭৩ জন | ১৬১৪.৩৪ | ১৬১৪.৩৪ | -- | ২৭৩ জন | -- | ৮৩৮.৯৮ | ২৭৩ জন | -- | ১০৪০.০০ | ২৭৩ জন | -- | ৬৩৪.৩৮ | ২৭৩ জন | -- | ১৪৭৩.৩৬ |
| ৯. অফিস ভাড়া (প্রঃ কার্যালয় ১টি, জেলা কার্যালয় ৫৪টি) | ৫৪ টি | ২৭৮.৬৪ | ২৭৮.৬৪ | -- | ৫৪ টি | -- | ১৬১.৫০ | ৫৪ টি | -- | ৯২.৮৮ | ৫৪ টি | -- | ৬২.৪২ | ৫৪ টি | -- | ২২৩.৯২ |
| ১০. গ্যাস ও জ্বালানী (প্রঃ কার্যালয় ৬টি, জেলা কার্যালয় ৮০টি) | ৮৬ টি | ১২৯.১২ | ১২৯.১২ | -- | ৮৬ টি | -- | ৭৮.৪০ | ৮৬ টি | -- | ৪৩.০৪ | ৮৬ টি | -- | ৩২.২২ | ৮৬ টি | -- | ১১০.৬২ |
| ১১. টেলিফোন বিল (প্রঃ কার্যালয় ৮টি, জেলা কার্যালয় ৫৩টি) | ৬১ টি | ২৩.৮০ | ২৩.৮০ | -- | ৬১ টি | -- | ১৩.৮০ | ৬১ টি | -- | ৭.৮০ | ৬১ টি | -- | ৫.০৪ | ৬১ টি | -- | ১৮.৮৪ |
| ১২. অফিস ষ্টেশনারী | লট | ৪২.৬৬ | ৪২.৬৬ | -- | লট | -- | ২৬.৯৬ | লট | -- | ১৪.২২ | লট | -- | ১০.১১ | লট | -- | ৩৭.০৭ |
| ১৩. বিজ্ঞাপন | | ৫.০০ | ৫.০০ | | লট | | ৪.২১ | লট | | ১.৫০ | লট | | ১.১১ | লট | | ৫.৩২ |
| ১৪. পাবলিকেশন | | ৯.০০ | ৯.০০ | | লট | | ০.৮০ | লট | | ৩.০০ | লট | | | লট | | ০.৮০ |
| ১৫. রিফ্রেশমেন্ট/আপ্যায়ন | | ৯.৪৫ | ৯.৪৫ | | লট | | ৫.৯৮ | লট | | ৩.১৫ | লট | | ২.৪৫ | লট | | ৮.৪৩ |
| ১৬. পরিবহন ব্যয় | লট | ১১০.১০ | ১১০.১০ | -- | লট | -- | ৮০.৪০ | লট | -- | ৪৩.৭০ | লট | -- | ৪৩.১০ | লট | -- | ১২৩.৫০ |
| ১৭. সুপারভিশন ও মনিটরিং | | ১৪৩.২৫ | ১৪৩.২৫ | -- | -- | -- | ৮২.২৫ | -- | | ৪৭.৭৫ | -- | -- | ৩৪.৩৪ | -- | -- | ১১৬.৫৯ |
| ১৮. ডাক | লট | ৭.১৭ | ৭.১৭ | -- | -- | -- | ৩.৫৬ | লট | -- | ২.৩৯ | -- | -- | ১.৬৭ | -- | -- | ৫.২৩ |
| ১৯. পানির বিল | ৫৪ টি | ৭.২৬ | ৭.২৬ | -- | ৫৪ টি | -- | ৩.৪৩ | ৫৪ টি | | ২.৪২ | ৫৪ টি | -- | ১.৬ | ৫৪ টি | -- | ৫.০৩ |
| ২০. বিদ্যুৎ বিল | ৫৪ টি | ৩১.০২ | ৩১.০২ | -- | ৫৪ টি | -- | ১৮.৭৪ | ৫৪ টি | | ১০.৩৪ | ৫৪ টি | -- | ৭.৯২ | ৫৪ টি | -- | ২৬.৬৬ |
| ২১. ব্যাংক চার্জ | লট | ১৬.৯৫ | ১৬.৯৫ | -- | লট | -- | ৭.৬৫ | লট | | ৫.৬৫ | লট | -- | ২.৪১ | লট | -- | ১০.০৬ |
| ২২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | ৫৩টি | ৪৪.৫২ | ৪৪.৫২ | -- | ৫৩ টি | -- | ২৪.৯২ | ৫৩ টি | | ১৪.৮৪ | ৫৩ টি | -- | ১১.৬৬ | ৫৩ টি | -- | ৩৬.৫৮ |
| ২৩. নিরাপত্তা | ৫৩ টি | ৭৭.৯১ | ৭৭.৯১ | | ৫৩ টি | | ৪২.৬২ | ৫৩ টি | | ২৫.৯৭ | ৫৩ টি | | ২০.২০ | ৫৩ টি | | ৬২.৮২ |
| ২৪. মূল্যায়ন | ১ টি | ৪.১০ | ৪.১০ | -- | -- | -- | | -- | -- | ৪.১০ | -- | -- | | -- | -- | ০.০০ |
| ২৫. রক্ষণাবেক্ষণ | ৮৬ টি | ৫৬.৯৪ | ৫৬.৯৪ | -- | ৮৬ টি ও লট | -- | ৩০.৫৬ | ৮৬ টি ও লট | -- | ১৭.৯৮ | ৮৬ টি ও লট | -- | ১০.৫৫ | ৮৬ টি ও লট | -- | ৪১.১১ |
| ২৬. জনবল নিয়োগ | | ১০.৮৩ | ১০.৮৩ | | | | ৭.০৪ | | | ২.৫৯ | | | | | | ৭.০৪ |
| ২৭. বিবিধ | -- | ১৩১.১৯ | ১৩১.১৯ | -- | -- | -- | ২১.৩০ | -- | -- | ১০.৪৬ | -- | -- | ৭.৮২ | -- | -- | ২৯.১২ |
| খ) নন-ফিজিক্যাল কাজের উপমোট | | ২৭৫৩.২৫ | ২৭৫৩.২৫ | -- | -- | -- | ১৪৫৬.১০ | -- | | ১৩৯৩.৭৮ | -- | -- | ৮৮৯.০০ | -- | -- | ২৩৪৫.১০ |
| মোট (ক+খ) | | ৯৯৩১.০৬ | ৯৯৩১.০৬ | ১.০০ | | ৬৭.৬৬% | ৫৯০৭.০০ | -- | ৩২.২১% | ৩৭০০.০০ | -- | ২৯.২০% | ২৫৮৫.০৫ | -- | ৯৬.৮৬% | ৮৪৯২.০৫ |

(স্বপন কুমার বড়াল)
প্রকল্প পরিচালক
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

দিনাজপুর জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

বাগেরহাট জেলার শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

খুলনা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

ঢাকা জেলার উন্নয়ন মেলার একাংশ

ফেনী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

খুলনা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

যশোর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

মৌলভীবাজার জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

কুড়িগ্রাম জেলার একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

পঞ্চগড় জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও প্রার্থনা সভা

রংপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

পিরোজপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

জয়পুরহাট জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

## মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

ফরিদপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

টাঙ্গাইল জেলার শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ঢাকা জেলার শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নড়াইল জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

ভোলা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

ঢাকা জেলার বই বিতরণ অনুষ্ঠান

## সংযোজনী-১৩

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিগত ৩ বছরের সাফল্যচিত্র তুলে ধরে জাতীয় ও দেশের ৬৪ জেলার সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রায় ৩০০টি প্রকাশিত সংবাদের মধ্য থেকে নমূনা হিসেবে কিছু সংবাদ নিম্ন সংযুক্ত হলো:

শ্যামল সিলেট Shyamal Sylhet

সমকাল রোববার ২৯ জানুয়ারি ২০১৭

ভোরের কাগজ

গোপালগঞ্জে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

কালবেলা THE DAILY KALBELA

নীলফামারীতে মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান

দৈনিক মানিকগঞ্জের কাগজ THE DAILY MANIKGANJER KAGAJ

মঙ্গলবার, ১৩ মাঘ ১৪২২ ২৬ জানুয়ারি ২০১৬

দৈনিক ইত্তেফাক

মন্দির ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পুরস্কার বিতরণ

দৈনিক খবরের পাতা The Daily Khabarer Patra

প্রকাশনার ২৫ বছর

Tuesday 24 January 2017

শিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ নজর রাখতে হবে

দৈনিক বায়ান্নর আলো

দৈনিক আজকের ভোলা The Daily Ajker Bhola

দৈনিক মধুকর Daily Madhukar

কোলায় ও জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ১০জন কৃতি শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ

দৈনিক গণের কাগজ নীলফামারী বার্তা

৯ ডিসেম্বর ২০১৫ শেষ পাতা

মন্দির ভিত্তিক শিশু গণশিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

নীলফামারীতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম একধাপ এগিয়ে

মন্দিরভিত্তিক শিশু

দৈনিক মধুকর Daily Madhukar

দৈনিক রাজবাড়ী কাগজ THE DAILY RAJBARI KAGAJ

দৈনিক গ্রামের কাগজ The Daily Gramer Kagoj

দৈনিক পরদেশ

রাজবাড়ীতে মন্দির ভিত্তিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

দৈনিক ইত্তেফাক

dailyobserver

43 temple-based non-formal schools run in Pabna to spread religious values

চাঁদপুর প্রবাহ

শিক্ষকরা দেশ গড়ার এক বিশাল দায়িত্ব নিয়েছেন

ইত্তেফাক

গোপালগঞ্জে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

যুগান্তর

দৈনিক করতোয়া

The Daily Karatoa

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

সুনামগঞ্জে মন্দির ভিত্তিক কার্যক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

দৈনিক মাধুকর

Daily Madhukar

দৈনিক সুনামকণ্ঠ

The Daily Sunamkantha

বরিশাল সমাচার

পটুয়াখালীতে মন্দির ভিত্তিক ৬৩টি শিক্ষাকেন্দ্রের পুরুস্কার বিতরন

মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের পুরস্কার বিতরণ

গাইবান্ধায় মন্দির ভিত্তিক শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

আমাদের কুমিল্লা

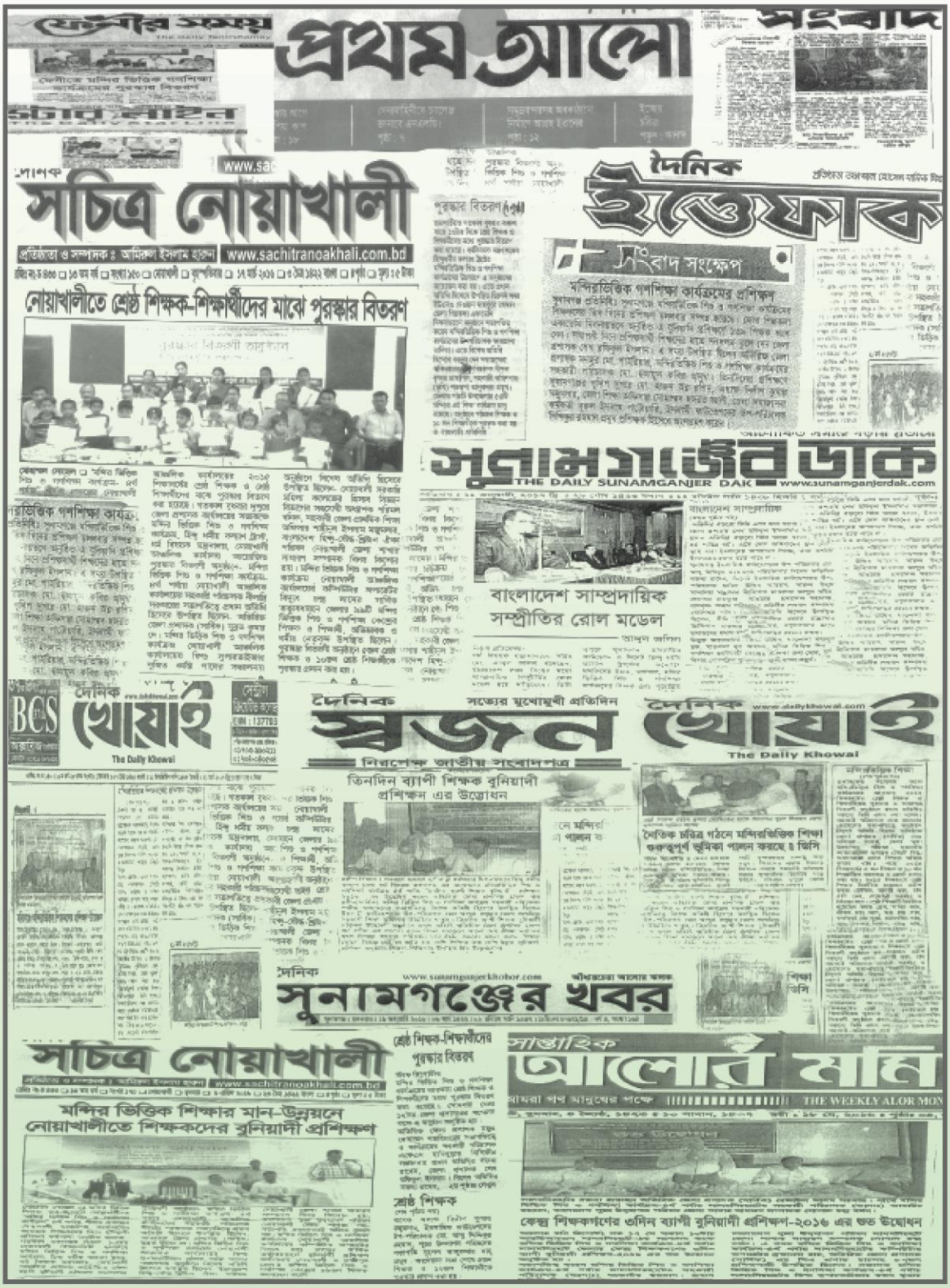

ফেরার সময়

প্রথম আলো

সংবাদ

সচিত্র নোয়াখালী

www.sachitranoakhali.com.bd

নোয়াখালীতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

দৈনিক ইত্তেফাক

সংবাদ সংক্ষেপ

মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ

সুনামগঞ্জের ডাক

THE DAILY SUNAMGANJER DAK

www.sunamganjerdak.com

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রোল মডেল

BCS

দৈনিক খোয়াই

The Daily Khowai

দৈনিক সৃজন

সত্যের মুখোমুখী প্রতিদিন

নিরপেক্ষ জাতীয় সংবাদপত্র

তিনদিন ব্যাপী শিক্ষক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধন

দৈনিক খোয়াই

www.dailykhowai.com

The Daily Khowai

নৈতিক চরিত্র গঠনে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে : ছ ফিলি

দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর

www.sunamganjerkhobor.com

সচিত্র নোয়াখালী

www.sachitranoakhali.com.bd

মন্দির ভিত্তিক শিক্ষার মান-উন্নয়নে নোয়াখালীতে শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

সাপ্তাহিক আলোর মনি

THE WEEKLY ALOR MONI

কেন্দ্র শিক্ষকগণের ৩দিন ব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন